এন্তেখাবে হাদীস

একটি নির্বাচিত হাদীস সংকলন

পরিবর্ধিত

১ম
ও
২য়

আবদুল গাফ্ফার হাসান নদভী

আবদুস শহীদ নাসিম
অনূদিত

انتخاب حديث

এন্তেখাবে হাদীস

একটি সুনির্বাচিত হাদীস সংকলন

১ম ও ২য় খন্ড

পরিবর্ধিত

আবদুল গাফফার হাসান নদভী

আবদুস শহীদ নাসিম
অনূদিত

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২৪১

১৫শ প্রকাশ (আধুঃ ৮ম প্রকাশ)
রজব ১৪৩১
আষাঢ় ১৪১৭
জুলাই ২০১০

বিনিময় ঃ ১১৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

INTAKHABA HADISH by Abdul Gaffar Hasan Nadvi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 115.00 Only.

অনুবাদকের আরয

সুন্নাতে রাসূলের (সঃ) আলোকে উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের দীপ্তপ্রাণ কর্মী বাহিনীর নৈতিক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে সংকলিত হয় 'এন্তেখাবে হাদীস।'

উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীসের উস্তাদ মাওলানা আবদুল গাফ্ফার হাসান নদভী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সুনির্বাচিত বিষয়ের উপর গ্রন্থখানি সংকলন করেছেন।

হাদীসে রাসূলের এ সুন্দর সংকলনটির সাথে গ্রন্থের উদ্বোধনীতে ইল্‌মে হাদীসের একটি মৌলিক অথচ সুপরিচ্ছন্ন ধারণা দেয়া হয়েছে, যা নাকি উৎসুক পাঠকদের অনুভূতিকে উৎফুল্ল করে তোলে। বহু আগেই গ্রন্থখানা পাঠকালে তা অনুবাদের স্বাদ জাগে অন্তরে। আল্লার ইচ্ছায় পরে অনুবাদও করে ফেলি। শেষ পর্যন্ত গ্রন্থখানি প্রকাশ পাওয়ায় রাব্বুল আলামীনের দরবারে আশিখরনখ অবনত দেহে শোকরিয়া জানাই।

অনুবাদকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ভাষার চাইতে ভাবকে বেশী করে প্রস্ফুটিত করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তায়ালা এ গ্রন্থের সকল পর্যায়ের রাবী, সংকলক, অনুবাদক, প্রকাশক ও পাঠকদের আদালতে আখিরাতে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দলভুক্ত করে দিন। আমীন।

১ জানুয়ারী ১৯৮৫ইং — আবদুস শহীদ নাসিম

এ গ্রন্থ সংকলনের উদ্দেশ্য

মুমিন জীবনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং তার যাবতীয় প্রচেষ্টা ও তৎপরতার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লার দীন প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর সন্তোষ লাভ ও পারলৌকিক সাফল্য অর্জন।

একথা সুস্পষ্ট, যে ব্যক্তি এটাকে তার জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করলো, তার কর্তব্য হচ্ছে, সে দুনিয়ার সামনে তার মুমিনোচিত দৃঢ়তা, ঈমানী জযবা ও অটুট মনোবলের সাক্ষ্য ও নমুনা পেশ করবে।

তার কথা ও কাজ হবে এক। আমল ও ইখলাসের সে হবে দীপ্ত প্রদীপ। এ মহান উদ্দেশ্যের খাতিরে জীবনের প্রিয়তম সম্পদের কুরবানী দিতেও সে থাকবে সদা প্রস্তুত। আল্লার সন্তোষ লাভ ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোনো ফায়দা বা স্বার্থের কথাই তার মনের কোণে স্থান পাবেনা।

কুরআন অধ্যয়ন ও বুঝার ক্ষেত্রে তাফহীমুল কুরআন এবং অন্যান্য বিশুদ্ধ তাফসীর গ্রন্থাবলী দ্বারা ফায়দা হাসিল করা যায়। কিন্তু হাদীস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আমাদের ভাষায় সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ কোনো হাদীস সংকলন ছিলনা, যা নৈতিক প্রশিক্ষণ ও চরিত্র গঠনে উপকারী ও উপযোগী।

এ মহত উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যেই এ গ্রন্থ সংকলন করা হলো।

এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য

একঃ এ গ্রন্থে হাদীস নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক দিয়ে আচার-আচরণ, পারস্পরিক সম্পর্ক ও নৈতিক চরিত্র সম্পর্কিত মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগ যেনো সুন্নাতে রাসূলের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

বিষয়সূচীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বুঝতে পারা যাবে, মানুষের ব্যক্তিগত যিন্দেগী থেকে নিয়ে আন্তর্জাতিক জীবনে পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যন্ত জীবনের এমন কোনো উল্লেখযোগ্য বিভাগ নেই, যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কথা ও কাজ দ্বারা কোনো দিক নির্দেশ করে যাননি।

দুইঃ এ সংকলনে সাধারণত নৈতিক উপদেশ ও ফিকহী বিধান সংক্রান্ত সেসব হাদীসকে গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়েছে, গোটা মিল্লাতে ইসলামিয়া যেসব ব্যাপারে একমত।

যতোটা সম্ভব ইখতেলাফী মাসায়েলের আলোচনা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। একটা ভিন্ন গ্রন্থ রচনার মাধ্যমেই সে প্রয়োজন পূরণ হতে পারে।

তিনঃ (ক) নেক যিন্দেগী, পবিত্র নৈতিক চরিত্র, বিশুদ্ধ চিন্তা ও আকীদা এবং শরয়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত ইবাদাতের নিয়ম কানুন দ্বারাই মুমিনের আধ্যাত্মিক জীবন তরতাজা হয়ে ওঠে। এ কারণে সংকলনে এ সংক্রান্ত হাদীস সমূহকেই সর্বপ্রথম স্থান দেয়া হয়েছে।

(খ) একজন মুসলমানের পার্থিব জীবনের মূল উদ্দেশ্য হলো ইকামতে দীন। কিন্তু সত্য বলতে কি, ততোক্ষণ পর্যন্ত দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব সত্যিকারভাবে আদায় হতে পারেনা, যতোক্ষণনা মানুষ দাওয়াত ও তাবলীগের এসব হিকমাতগত নীতিমালা সম্পর্কে অবগত হবে। এ জন্যেই নৈতিক চরিত্রের অধ্যায় আলোচনার পূর্বে এ দুটি বিষয় সম্পর্কিত হাদীস সমূহ লিপিবদ্ধ করা হলো।

চারঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ভাষাকে সহজ ও ভাষ্যকে সরল করার চেষ্টা করা হয়েছে। মর্মার্থ সাধারণের বুঝ উপযোগী করা হয়েছে। এবং দার্শনিক যুক্তিতর্ক পরিহার করা হয়েছে। এমনি করে গ্রন্থটি থেকে ইসলামী আন্দোলনের প্রশিক্ষণ শিবিরের সাথীরা যেমনি ফায়দা হাসিল করতে পারবেন, তেমনি এ থেকে উপকৃত হবেন সাধারণ শিক্ষিত মুসলমান ভায়েরাও।

হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ও সফল প্রচেষ্টা এ দাবী তো আর করা যায় না। তবে এতটুকু চেষ্টা করা হয়েছে, যেনো এ সংকলন থেকে মানবজীবন গঠন ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কোনো দিক যেনো বাদ না পড়ে।

আল্লাহ্ তায়ালার নিকট এ দোয়া করছি, তিনি যেনো এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তাঁর এ নগণ্য বান্দার জন্যে পারলৌকিক সৌভাগ্য ও সফলতার কারণ বানান এবং সত্য পথের পথিকদের এ থেকে অধিক অধিক ফায়দা হাসিলের তৌফিক দান করেন। আমীন।

১৪ নভেম্বর ১৯৫৬ইং **আবদুল গাফ্ফার হাসান**

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	**হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়**	১৫
	হাদীসের কতিপয় পরিভাষা	৩২
২.	**ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার বুনিয়াদী দর্শন**	৩৫
	ইসলামের আকায়িদ ও আরকান	৩৫
	তাওহীদ	৩৭
	মুহাম্মদ (স)-এর রিসালাতের প্রতি ঈমান	৩৮
	রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুসরণ	৩৯
	রাসূলুল্লাহ (স)-এর মহব্বত	৩৯
	রাসূলের ব্যাপারে সঠিক আকীদা পোষণ করা	৪০
	তাকদীরের প্রতি ঈমান	৪১
	আখিরাতের জবাবদেহী	৪২
	নশ্বর পৃথিবী	৪৩
	ইসলামের রূহ (ইখলাস)	৪৫
	মধ্যমপন্থা ও সুষমনীতি অবলম্বন	৪৬
	নেকীর বিস্তৃত ধারণা	৫০
	দুনিয়ার যিন্দেগী সম্পর্কে মুমিনের দৃষ্টিকোণ	৫১
	দুনিয়ার জীবনে মুমিনের কর্মনীতি	৫২
৩.	**দীনের জ্ঞানার্জন করার ফযীলত**	৫৫
	ইল্ম হিকমাত ও দীনি জ্ঞানার্জন করার ফযীলত	৫৫
	প্রচার ও সংশোধনের হিকমত	৫৬
	সন্তান ও পরিবার পরিজনকে দ্বীনি শিক্ষা প্রদান	৫৯
	দ্বীনের ব্যাপারে দায়িত্বহীন কথাবার্তা বলার নিষেধাজ্ঞা	৬১
	বদ আলেম	৬৩
৪.	**ইক্বামতে দীন**	৬৬
	দীনের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা সংগ্রাম	৬৬
	দীনি আত্মমর্যাদাবোধ	৬৯
	জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ	৭২
৫.	**ইবাদাত**	৭৪
	নামাযের গুরুত্ব	৭৪
	যাকাত	৭৬
	রোযা	৭৬
	হজ্জ	৭৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
	নফল ইবাদতের গুরুত্ব	৭৭
	যিক্‌র ও তিলাওয়াত	৭৮
	আল্লার স্মরণে যবান সিক্ত রাখা	৮০
	দোয়া এবং দোয়ার আদব	৮০
৬.	নৈতিক চরিত্র	৮৬
	ইসলামে নৈতিক চরিত্রের গুরুত্ব	৮৬
	ঈমান ও নৈতিক চরিত্রের সম্পর্ক	৮৬
৭.	উত্তম নৈতিক চরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য	৮৮
	তাকওয়া	৮৮
	পরহেযগারীর যিন্দেগী	৮৮
	উপায় উপাদানের পবিত্রতা	৮৯
	তাকওয়ার কেন্দ্র	৯০
	তাকওয়ার নিদর্শন	৯১
	পরহেযগারীর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করা	৯২
	তাওয়াক্কুল	৯২
	তাওয়াককুলের নমুনা	৯৩
	শোকর কৃতজ্ঞতা	৯৪
	সবর	৯৪
	বিপদ মুসীবতে ধৈর্যধারণ	৯৫
	আল্লার নির্দেশ পালনে সবর	৯৫
	সুশৃংখল জীবন যাপনে সবর	৯৬
	দুমশনের মোকাবেলায় সবর	৯৬
	অস্বচ্ছল ও দারিদ্রাবস্থায় সবর	৯৭
	প্রতিশোধোন্মুখ উত্তেজনায় সবর	৯৭
৮.	ব্যক্তিগত নৈতিক গুণাবলী	১০০
	আত্মসংযম	১০০
	ক্ষমা ও বীরত্ব	১০১
	উদারতা	১০১
	লজ্জা	১০১
	ধীর-চিত্ত	১০২
	গোপনীয়তা রক্ষা করা	১০৩
	নিরহংকারিতা	১০৪
	বিনয় ও নম্রতা	১০৪
	আত্মপ্রকাশে বিরত থাকা	১০৫
	অল্পে তুষ্টি	১০৫
	সরল-জীবন যাপন	১০৭
	মধ্যপন্থা	১১০

বিষয়		পৃষ্ঠা
	স্থির চিত্ততা	১১১
	বদান্যতা	১১২
	সততা ও আমানতদারী	১১৩
৯.	**চারিত্রিক দোষ-ত্রুটিসমূহ**	১১৪
	নিজ মতকে অগ্রাধিকার দেয়া	১১৪
	আত্ম-প্রশংসার প্রতিরোধ	১১৪
	আত্ম-প্রশংসা থেকে আত্মরক্ষা করা	১১৫
	খ্যাতি লাভের প্রবণতা	১১৫
	গর্ব অহংকার	১১৬
	আত্মার সংকীর্ণতা	১১৬
	নিকৃষ্ট আচরণ	১১৭
	স্বার্থপরতা	১১৭
	কৃপণতা	১১৮
	সম্ভ্রমহীনতা	১১৮
	লোভ	১১৮
	কৃত্রিমতা	১১৯
	কৃত্রিম ও মনগড়া কথা বলা	১১৯
	মিথ্যা কষ্ট সহ্য করা	১২০
	বাজে কাজে সময় অপচয় করা	১২০
	অপচয় অপব্যয়	১২১
	অপচয় ও বিলাসিতা	১২২
	নিরাশা ও দুর্বল চিত্ত	১২২
	সন্দেহ প্রবণতা	১২৩
১০.	**পবিত্র জীবন**	১২৪
	দীনের যথার্থ জ্ঞান	১২৪
	আকল ও অভিজ্ঞতা	১২৫
	পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা	১২৬
	খাবার আদব	১২৯
	সুরুচি ও ভদ্রতা	১৩১
	সুভাষণ	১৩১
	স্পষ্ট ভাষণ	১৩১
	পবিত্র ভাষণ	১৩১
	ফ্যাশানের পরিশুদ্ধি	১৩২
	সুহাস্য	১৩২
	সফরের আদব	১৩২
	সতর্কতা	১৩৩

	বিষয়	পৃষ্ঠা
	শোবার আদব	১৩৪
	শরীরের যত্ন নেয়া	১৩৪
	চলাফেরার আদব	১৩৪
১১.	**আদর্শ সামষ্টিক ও সামাজিক জীবন**	১৩৫
	পিতা মাতার অধিকার	১৩৫
	আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা	১৩৬
	স্বামীর আনুগত্য	১৩৬
	নেক স্ত্রী	১৩৭
	নেক সন্তানের গুরুত্ব	১৩৭
	উত্তম জীবন যাপন	১৩৮
	স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্কের গুরুত্ব	১৩৮
	স্ত্রীকে খুশী করা	১৩৯
	স্ত্রীদের সাথে ন্যায় ও সাম্যের আচরণ	১৩৯
	পরিবার পরিজন ও সন্তানাদির হক	১৪০
	সন্তানদের সাথে ন্যায় ও সাম্যের আচরণ	১৪২
	আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক	১৪৩
	দুর্বলদের সাথে সদাচার	১৪৩
	সৃষ্টির সেবা	১৪৪
	সৎ প্রতিবেশী	১৪৪
	মেহমানের অধিকার	১৪৫
	চাকর চাকরানীদের অধিকার	১৪৬
	দরিদ্র ও দুর্বলদের সাথে ভাল ব্যবহার	১৪৬
	ধনীর সম্পদে দরিদ্রের অধিকার	১৪৭
	বিপদগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করা	১৪৮
	বড়দের সম্মান করা	১৪৮
	সামাজিক ভদ্রতা	১৪৮
	বিদায়ী ব্যক্তির সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ	১৪৯
	দীনি ভাইদের মধ্যে হৃদ্যতা	১৪৯
	আনন্দে মধ্যপন্থা অবলম্বন	১৫০
	দুর্বল ও রোগীদের প্রতি লক্ষ্য রাখা	১৫০
	শ্রমজীবী লোকদের প্রতি লক্ষ্য রাখা	১৫১
	বিত্তহীন ও প্রতিপত্তিহীন লোকদের প্রতি দৃষ্টি রাখা	১৫২
	মুখাপেক্ষীদের সাহায্য করা	১৫৩
	ইয়াতীমদের সাথে সদাচার	১৫৩
	চাকর চাকরানীদের সাথে সদাচার	১৫৪
	পশু-পাখীদের সাথে উত্তম আচরণ	১৫৪
	সর্বসাধারণের প্রতি অনুগ্রহ	১৫৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
১২. দলীয় ও সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সুসম্পর্ক	১৬১
আন্তরিক কল্যাণ কামনা	১৬১
অন্যায় ও যুলুমের প্রতিরোধ	১৬২
সুদৃঢ় পারস্পরিক সম্পর্ক	১৬২
পারস্পরিক মিলমিশ	১৬৩
উত্তম লেনদেন	১৬৩
পারস্পরিক পরামর্শ	১৬৪
মুসলমান ভায়ের সাহায্য করা	১৬৪
সুধারণা	১৬৫
মজলিসি শিষ্টাচার	১৬৫
ঘরে যাতায়াতের আদব	১৬৬
বন্ধুতার আদব কানুন	১৬৬
বন্ধুতার প্রভাব	১৬৭
দুস্তী ও দুশমনীতে মধ্যপন্থা	১৬৮
হাস্য রসিকতা	১৬৮
১৩. দলীয় ও সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দোষত্রুটি	১৭০
লাগামহীন কথাবার্তা	১৭০
দায়িত্বহীন কথা	১৭০
অশ্লীল কথা বলা	১৭১
অধিক অধিক কসম খাওয়া ও শপথ করা	১৭২
ঠাট্টা করা ও তুচ্ছ জ্ঞান করা	১৭৩
কুধারণা	১৭৩
দোষ খোঁজা	১৭৪
চোগলখোরী	১৭৪
গীবতের সীমা	১৭৬
মৃতলোকদের গীবত	১৭৬
দু'মুখো নীতি	১৭৬
হিংসা বিদ্বেষ	১৭৭
পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করা	১৭৭
আত্মম্ভরিতা	১৭৮
চাটুকারিতা	১৭৮
বাজে ও অকল্যাণকর কবিতা চর্চা	১৭৯
প্রতিশ্রুতি ভংগ করা	১৭৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুনাফেকী	১৭৯
কথা ও কাজের বৈষম্য	১৮০
যুলুমের সহযোগিতা করা	১৮১
অপরের অধিকার হরণ	১৮১
খেয়ানত	১৮২
ঘুষ	১৮৩
ঘুষ বনাম বখশিশ ও উপহার উপঢৌকন	১৮৩
সূদ বনাম তোহফা	১৮৪
যুদ্ধবিগ্রহের কারণ	১৮৫
ঝগড়া বিবাদ	১৮৫
মুসলমান হত্যা	১৮৫
ধোকা থেকে প্রতারণা	১৮৬
সম্পদ মজুদ করা	১৮৬
বাহানা	১৮৭
দায়িত্বহীন কাজ	১৮৭
স্বার্থপরতা	১৮৮
সংকীর্ণতা	১৮৮
অকৃতজ্ঞতা	১৮৯
কৃত্রিমতা	১৯০
পরানুকরণ	১৯০
শিরক ও ব্যক্তি পূজা	১৯০
রাজকীয় জাঁকজমক	১৯১
জাহেলী পদমর্যাদা	১৯১
নেতা পূজা	১৯১
সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদ	১৯২
সামাজিক শ্রেণীভেদ	১৯২
অশ্লীল কাজের ছিদ্রপথ	১৯৩
অশ্লীলতা	১৯৫
ভ্রান্ত পরিবেশ	১৯৫
নেতৃত্বের লোভ	১৯৬
অপরাধীর জন্যে সুপারিশ	১৯৬
অন্যায় চুক্তি	১৯৭
মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি	১৯৮
দুনিয়ার প্রতি লোভ	১৯৮

বিষয়		পৃষ্ঠা
১৪.	**ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপ**	১৯৯
	সুসংগঠিত যিন্দেগী	১৯৯
	দলীয় জীবনের গুরুত্ব	১৯৯
	সিস্টেমের আনুগত্য	২০১
	আনুগত্যের সীমা	২০১
	হারাম চুক্তি ও স্বীকৃতি নিষিদ্ধ	২০২
	নেতা ও রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব	২০২
	ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব	২০৩
	নেতৃত্বের গুণাবলী	২০৪
	পদলোভ	২০৫
	পদপ্রার্থী হবার সীমা	২০৬
	রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংশোধনের জন্যে প্রয়োজন গণচরিত্রের পরিশুদ্ধি	২০৭
	সৎ নেতৃত্ব ও পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত	২০৭
	বিচারকের গুণাবলী	২০৮
	আইনের চোখে সকলেই সমান	২০৯
	আইনগত মার্জনার সীমা	২০৯
	বিচারের নিয়ম পদ্ধতি	২১০
	আদর্শ সামরিক চরিত্র	২১১
	ইসলামের আন্তর্জাতিক নীতি	২১১
	ধর্ম ও রাজনীতি	২১২
১৫.	**সংযোজনঃ বিবিধ**	২১৯
	গোপন আন্দোলনে হিকমাত	২১৯
	দ্বীনের কাজে নির্যাতন সইয়ে যাওয়া	২২৫
	আন্দোলনের সূচনায় নেতার উপর নির্যাতন	২২৯
	ইসলামী আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থার চিত্র	২৩০
	আল্লাহর পথে সংগ্রাম (জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ)	২৩৭
	জিহাদের বিস্তৃত ধারণা	২৩৯
	ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহর মর্যাদা	২৪০
	সংঘর্ষের কামনা করা যাবেনা	২৪০
	নির্ভীকতা ও বীরত্ব	২৪০
	শত্রুভীতির দু'আ	২৪১
	শত্রুদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তির মর্যাদা	২৪১
	জরুরী অবস্থায় আন্দোলনের নেতাকে পাহারা দান	২৪২
	নারীদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ	২৪২
	মুজাহিদদের সম্বর্ধনা প্রদান	২৪৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
জিহাদ থেকে বিরত থাকা মুনাফেকী	২৪৩
শাহাদতের মর্যাদা	২৪৩
আল্লাহর পথে আহত হবার মর্যাদা	২৪৫
আল্লাহর ভয়ে অশ্রুপাত করা	২৪৬
যিনি ভায়ের সাথে অন্যায় আচরণের জন্য অনুতপ্ত হওয়া	২৪৯
সামষ্টিক জীবনে পারস্পরিক সম্পর্ক	২৫১
পোষাক পরিচ্ছেদ	২৫১

১. হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়

হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কিত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এ সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। সেজন্যে প্রয়োজন একটা আলাদা গ্রন্থ রচনার। গোটা হাদীস ভান্ডারের সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধের একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র এখানে পেশ করা হচ্ছে। এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সহজেই বুঝা যাবে রাসূলে করীমের (সঃ) বিরাট হাদীস ভান্ডার বিগত তেরশ' শতাব্দী যাবত কোন্ কোন্ অবস্থা ও অধ্যায় অতিক্রম করে আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। এ চিত্র থেকে সেসব মহান পূতাত্মা মনিষীদের পরিচয়ও পাওয়া যাবে যাঁরা হিকমাত ও হেদায়াতের এ অমূল্য ভান্ডার ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে সুরক্ষিত গ্রন্থাকারে সংকলিত করে যাবার জন্যে নিজেদের জীবনকে ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন এবং প্রয়োজনে এ পথে নিজেদের জীবন বাজী রাখতেও দ্বিধাবোধ করেননি।

তিনটি নির্ভরযোগ্য পন্থা ও মাধ্যমে রাসূলে করীমের হাদীসমূহ আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে।

এক. উম্মাতের আমল ও বাস্তব অনুসরণের মাধ্যমে।

দুই. লিখনী, মুখস্ত করণ ও গ্রন্থাবদ্ধ করণের মাধ্যমে।

তিন. মুখস্ত বর্ণনা তথা শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে।

এ অনুযায়ী হাদীস সংগ্রহ, সংকলন, সম্পাদনা ও গ্রন্থাবদ্ধের গোটা সময়টাকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়ঃ

প্রথম অধ্যায়

হুজুর সাঃ-এর যামানা থেকে হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এ অধ্যায় বিস্তৃত।

এ যুগের হাদীস সংগ্রাহক, সংকলক ও মুখস্থকারীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপঃ-

হাদীসের মশহূর হাফেযগণ

এক ঃ হযরত আবু হুরাইরা (আবদুর রহমান রাঃ) মৃত্যু ৫৯ হিঃ বয়স ৭৮ বৎসর হাদীস বর্ণনার সংখ্যা-৫৩৭৪। তাঁর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা গ্রহণকারীগণের সংখ্যা ৮০০ পর্যন্ত পৌছেছে।

দুই ঃ **হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস** (রাঃ) মৃত্যু ৬৮ হিঃ, বয়স ৭১ বৎসর, হাদীস বর্ণনার সংখ্যা-২৬৬০।

তিনঃ **হযরত আয়েশা সিদ্দীকা** (রাঃ) মৃত্যু ৫৮ হিঃ বয়স-৬৮ বৎসর, হাদীস বর্ণনার সংখ্যা-২২১০।

চার ঃ **হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার** (রাঃ) মৃত্যু ৭৩ হিঃ বয়স ৮৪ বৎসর, হাদীস বর্ণনার সংখ্যা-১৬৩০।

পাঁচ ঃ **হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ** (রাঃ) মৃত্যু-৭৮ হিঃ, বয়স ৯৪ বৎসর, হাদীস বর্ণনার সংখ্যা-১৫৬০।

ছয় ঃ **হযরত আনাস ইবনে মালেক** (রাঃ) মৃত্যু ৯৩ হিঃ, বয়স ১০৩ বৎসর, হাদীস বর্ণনার সংখ্যা-১২৮৬।

সাত ঃ **হযরত আবু সায়ীদ খুদরী** (রাঃ) মৃত্যু ৭৪ হিঃ, বয়স ৮৪ বৎসর, হাদীস বর্ণনা সংখ্যা-১১৭০।

এঁরা হচ্ছেন সেসব মহান সাহাবী যাঁদের হাযারের অধিক হাদীস মুখস্ত ছিলো। এছাড়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস, মৃত্যু ৬৩ হিঃ, হযরত আলী (রাঃ) মৃত্যু-৪০ হিঃ, হযরত উমার (রাঃ) মৃত্যু ২৩ হিঃ, এঁরা হচ্ছেন সেসব সাহাবীদের ক'জন যাদের বর্ণনা পাঁচশ' থেকে হাজার পর্যন্ত পৌছেছে।

এমনি করে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) মৃত্যু ১৩ হিঃ, হযরত উসমান (রাঃ) মৃত্যু ৩৬ হিঃ, হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) মৃত্যু ৫৯ হিঃ, হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) মৃত্যু ৫২ হিঃ হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) মৃত্যু ৩২ হিঃ, হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) মৃত্যু ৫১ হিঃ, হযরত উব্বাই ইবনে কায়াব (রাঃ) মৃত্যু ১৯ হিঃ, এবং হযরত মোয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) মৃত্যু ১৮ হিঃ, এঁরা হচ্ছেন সেসব সাহাবী যাঁরা একশ' থেকে পাঁচশ' হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এছাড়া এ যুগের কতিপয় সেরা তাবেয়ী রয়েছেন, হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাসে যাদের স্বর্ণোজ্জ্বল ভূমিকা চির-ভাস্বর। এঁদের ক'জনের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

একঃ হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেক। হযরত উমার ফারুকের (রাঃ) খেলাফতের দ্বিতীয় বৎসর ইনি মদীনায় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৩৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

হযরত ওসমান, হযরত আয়েশা, হযরত আবু হুরাইরা এবং হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) থেকে তিনি হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন।

দুইঃ উরওয়া ইবনে যুবায়ের ইনি মদীনার শ্রেষ্ঠ আলেমদের একজন। তিনি হযরত আয়েশার বোন আসমা বিনতে আবু বকরের পুত্র। মুহতারামা খালা হযরত আয়েশা থেকে তিনি অধিকাংশ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু হুরাইরা এবং হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) থেকেও তিনি হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন।

সালেহ ইবনে কাইসান এবং ইমাম যুহরীর মতো বিজ্ঞ আলেমগণ ছিলেন তাঁর ছাত্র। ৯৪ হিজরীতে তিনি ইহকাল ত্যাগ করেন।

তিনঃ সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) ইনি মদীনার প্রখ্যাত সাতজন ফকীহ্‌র একজন। পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে তিনি হাদীস গ্রহণ করেন। অন্যান্য সাহাবীগণ থেকেও তিনি হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। নাফে যুহরী ও অন্যান্য মশহুর তাবেয়ীগণ ছিলেন তাঁর ছাত্র। ১০৬ হিজরীতে তিনি পরলোক গমন করেন।

চারঃ নাফে'। ইনি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমারের আযাদকৃত গোলাম। হযরত ইবনে উমারের তিনি ছিলেন খাস শাগরেদ এবং ইমাম মালেকের ছিলেন তিনি উস্তাদ। মুহাদ্দিসগণের নিকট এ সনদ অর্থাৎ 'মালেক–নাফে'–আবদুল্লাহ ইবনে উমার–রাসূলুল্লাহ' (সঃ) সোনালী সনদ (সূত্র) বলে গণ্য। ১১৭ হিজরীতে নাফে' ইন্তেকাল করেন।

প্রথম অধ্যায়ের লিখিত সম্পদ

একঃ সহীফায়ে সাদিকাঃ এ সংকলনটি সংগ্রথিত করেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) (মৃত্যু ৬৩ হিঃ, বয়স ৭৭ বৎসর)।

লেখা ও সংকলনের কাজে তাঁর ছিলো দারুন আগ্রহ। হুজুর (সঃ) থেকে যা কিছু শুনতেন, তিনি সবই লিখে রাখতেন। এ ব্যাপারে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)ই তাঁকে অনুমতি প্রদান করেছিলেন।[১] এটিতে প্রায় এক হাজার হাদীস সংগ্রথিত হয়েছে। সহীফাটি দীর্ঘদিন তাঁর খান্দানের হাতে সংরক্ষিত হয়। এ সবগুলো হাদীস মুসনাদে আহমদে পাওয়া যায়।

দুইঃ সহীফায়ে সহীহাঃ সংকলন করেছেন হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ (মৃত্যু ১০১ হিঃ)। ইনি হযরত আবু হুরাইরার একজন মশহুর ছাত্র। হযরত

১. মুখতাসির জামে বয়ানুল ইলম–৩৬ খণ্ড–৩৭ পৃষ্ঠা

আবু হুরাইরার বর্ণনাসমূহ তিনি সংগ্রথিত করেন। তাঁর পান্ডুলিপি বার্লিন এবং দামেস্কের গ্রন্থাগারে মওজুদ রয়েছে। হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মুসনাদে এর সবগুলো হাদীস 'আবু হুরাইরা' শিরোনামে সংগ্রথিত হয়েছে।[২] (মুসনাদে আহমদ ২য় খন্ড ৩১২ থেকে ৩১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিছুদিন পূর্বে সহীফাটি ডক্টর হামীদুল্লার প্রচেষ্টায় মুদ্রিত হয়ে হায়দ্রাবাদ দক্ষিণ থেকে প্রকাশিত হয়। এতে ১৩৮টি হাদীস রয়েছে।

এ সহীফাটি হযরত আবু হুরাইরার সমস্ত বর্ণনার একটা অংশ মাত্র। এর অধিকাংশ বর্ণনা বুখারী এবং মুসলিম শরীফে পাওয়া যায়। কিছু শাব্দিক পার্থক্য ছাড়া মূলগত তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

তিনঃ হযরত আবু হুরাইরার আরেকজন শাগরেদ বশীর ইবনে নাহীকও কতিপয় হাদীস সংগ্রথিত করেন। শিক্ষাগ্রহণ শেষে তিনি সংকলনটি হযরত আবু হুরাইরাকে শুনিয়ে সত্যতা প্রমাণিত করে নেন।[৩]

চারঃ মুসনাদে আবু হুরাইরা (রাঃ) ঃ সাহাবাগণের যুগেই এটি লেখা হয়। মিশরের গভর্ণর উমার ইবনে আবুদল আযীযের পিতা আবদুল আযীয ইবনে মারওয়ানের (মৃত্যু-৮৬ হিঃ) নিকট এর একটি কপি মওজুদ ছিলো।

তিনি কাসীর ইবনে মুররাহকে লিখেছিলেন, তোমার নিকট সাহাবায়ে কেরামের যে হাদীস রয়েছে, সেগুলো লিখে পাঠাও। তবে আবু হুরাইরা বর্ণিত হাদীস সমূহ পাঠানোর প্রয়োজন নেই। কারণ সেগুলো আমার নিকট মওজুদ রয়েছে।[৪]

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার স্বহস্তে লিখিত মুসনাদে আবু হুরাইরার একটি কপি বর্তমানে জার্মানীর কুতুব খানায় (Library) সংরক্ষিত আছে।[৫]

পাঁচঃ সহীফায়ে হযরত আলী (রাঃ) ঃ ইমাম বুখারীর ব্যাখ্যা ও বর্ণনা থেকে বুঝা যায় এ সংকলনটি যথেষ্ট বড় ছিলো।[৬] এতে যাকাত, মদীনার মর্যাদা, বিদায় হজ্জের ভাষণ এবং ইসলামী সংবিধান সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহ সংগ্রথিত ছিলো।

---

২. বিস্তারিত জানার জন্যে ডক্টর হামীদুল্লাহ সম্পাদিত সহীফায়ে হাম্মাদের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩. জামেউল ইল্ম ১ম খন্ড-৭২ পৃষ্ঠা। তাহযীবুত তাহযীব-১ম খন্ড-৪৮ পৃষ্ঠা

৪. সহীফায়ে হাম্মাদের ভূমিকা, পৃঃ ৫০

৫. তিরমিযীর শরাহ 'তুহফাতুল আহওয়াযীর' ভূমিকা-পৃঃ ১৬৫

৬. সহীহ বুখারীঃ কিতাবুল ই'তেসাম বিল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাহঃ ১ম খন্ড-৪৫১ পৃঃ।

ছয়ঃ হুজুর (সঃ)—এর লিখিত বক্তৃতাঃ মক্কা বিজয়কালে হুজুর (সঃ) আবু শাহমা ইয়ামানীর আবেদনক্রমে তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা লিখার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৭] এতে মানবাধিকার সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে।

সাতঃ সহীফায়ে হযরত জাবের (রাঃ) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লার ছাত্র ওহাব ইবনে মুনাববাহ (মৃত্যু–১১০ হিঃ) ও সুলাইমান ইবনে কায়েস লশকরী তাঁর বর্ণনাসমূহকে সংগ্রথিত করেন।[৮] এতে লিপিবদ্ধ ছিলো হজ্জের নিয়ম–কানুন ও বিদায় হজ্জের ভাষণ সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহ।

আটঃ হযরত আয়েশার বর্ণনা সমূহঃ হযরত আয়েশার বর্ণনা তাঁর শাগরেদ ও বনপো হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের লিপিবদ্ধ করে নিয়েছিলেন।[৯]

নয়ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীস সমূহঃ হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনাসমূহের কয়েকটি সংকলন ছিলো। তাবেয়ী হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের তাঁর বর্ণনাসমূহ লিপিবদ্ধ করেন।

দশঃ সহীফায়ে আনাস ইবনে মালেকঃ সায়ীদ ইবনে হেলাল বলেন, হযরত আনাস (রাঃ) তাঁর লিখিত হাদীসসমূহ বের করে আমাদের দেখাতেন এবং বলতেন এ সব হাদীস আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে শুনে লিখে নিয়েছি। লিখার পর তাঁকে শুনিয়ে এগুলো যথার্থতার যাচাই করে নিয়েছি।[১০]

এগারঃ আমর ইবনে হাযমঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে ইয়েমেনের গভর্ণর নিযুক্ত করে পাঠাবার সময় একটি লিখিত নির্দেশনামা প্রদান করেন। আমর এ নির্দেশনামা শুধু সংরক্ষণই করেননি, বরঞ্চ তার সাথে রাসূলে করীমের (সঃ) আরো একুশটি ফরমান যুক্ত করে একটি সুন্দর গ্রন্থ তৈরী করে নিয়েছিলেন।[১১]

বারঃ রিসালায়ে সামুরা ইবনে জুন্দুবঃ উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর পুত্র এটি লাভ করেছিলেন। এতে অনেকগুলো বর্ণনা গ্রন্থাবদ্ধ ছিলো।[১২]

---

৭. সহীহ বুখারীঃ ১ম খন্ড–২০ পৃঃ, মুখতাসার জামেউল ইলম–পৃঃ ৩৬ সহীহ মুসলিম–১ম–৪৩৯ পৃঃ

৮. তাহযীবুত তাহযীবঃ ৪র্থ খন্ডঃ ২১৫ পৃঃ

৯. তাহযীবুত তাহযীবঃ ৭ম খন্ড ও ১৮৩ পৃঃ। দারমী ৬৮ পৃঃ।

১০. সহীফা হাম্মাদের ভূমিকাঃ পৃঃ ৩৪

১১. ডঃ হামীদুল্লাহঃ আল ওসায়েকুস সিয়াসাহঃ পৃঃ ১০৫

১২. ইবনে হাজর আসকালানীঃ তাহযীবুত তাহযীবঃ ৪র্থ খন্ড ২৩৬ পৃঃ।

তেরঃ সহীফায়ে সাআদ ইবনে উবাদাহঃ ইনি রাসূলের একজন সাহাবী ছিলেন। জাহেলী যুগ থেকেই তিনি লেখা পড়া জানতেন।

চৌদ্দঃ মাকতুবাতে হযরত নাফেঃ সুলাইমান ইবনে মূসা বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে তাঁর গোলাম নাফে হাদীস শুনে শুনে লিখে রাখতেন।[১৩]

পনরঃ হযরত মায়ান (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের পুত্র আবদুর রহমান আমার সামনে কিতাব হাতে নিয়ে হলফ করে বলেছেনঃ এটা আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের নিজ হাতে লেখা হাদীসের কিতাব।[১৪]

গবেষণা ও অনুসন্ধানের ধারা অব্যাহত রাখলে এর বাইরেও আরো অনেক কিছু পাওয়া যেতে পারে।

এ যুগে সাহাবীগণ ও অনেক বড় বড় তাবেয়ী নিজস্ব মুখস্থ হাদীসসমূহ গ্রন্থাবদ্ধ করার কাজ করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় যুগে সংকলন সম্পাদনার কাজ আরো ব্যাপক আকার ধারণ করে। এ যুগে সংকলকগণ নিজের মুখস্থ হাদীস ছাড়া নিজস্ব শহর বা এলাকায় আলেমগণের নিকট থেকেও হাদীস সংগ্রহ করে গ্রন্থাবদ্ধ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রায় হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর অর্ধেককাল পর্যন্ত চলে। এ অধ্যায়ে একদল বিরাট সংখ্যক তাবেয়ী তৈরী হয়ে গিয়েছিলেন, যাঁরা প্রথম অধ্যায়ের লিখিত হাদীসের ভান্ডারকে আরো ব্যাপকতর করেন।

এ যুগের হাদীস সংগ্রহকারীগণঃ (১) মুহাম্মদ ইবনে শিহাব যুহরী। মৃত্যু ১২৪ হিজরী। নিজ যুগের খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের মধ্যে ইনি ছিলেন একজন। নিম্নোক্ত মহান ব্যক্তিগণের নিকট থেকে তিনি হাদীস শিক্ষা লাভ করেনঃ

সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার, আনাস ইবনে মালেক, সহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) এবং তাবেয়ী হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব, মাহমুদ ইবনে রবী (রঃ) প্রমুখ।

---

১৩. দারমী পৃঃ ৬৯, সহীফায়ে হাম্মামের ভূমিকাঃ পৃঃ ৪৫

১৪. মুখতাসার জামেউল ইলম, পৃঃ ৩৭

ইমাম আওযায়ী, ইমাম মালেক এবং সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা প্রমুখ হাদীসের ইমামগণ ছিলেন তাঁর ছাত্র। ১০১ হিজরীতে উমার ইবনে আবদুল আযীয (রাঃ) তাঁকে হাদীস সংগ্রহের নির্দেশ দেন। এ ছাড়াও হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয মদীনার গভর্ণর মুহাম্মদ ইবনে উমার ইবনে হাযেমকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি যেনো উমারাহ্ বিনতে আবদুর রহ্মান এবং কাসেম ইবনে মুহাম্মাদের নিকট সংরক্ষিত হাদীসসমূহ লিখে নেন।

হযরত আয়েশার খাস শাগরেদদের একজন ছিলেন এ উমারাহ্ এবং কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ছিলেন তাঁর ভাইপো। হযরত আয়েশা নিজ দায়িত্বে তাকে শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করেন।[১৫]

হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয কেবল এতটুকু করেই শেষ করেননি বরঞ্চ গোটা ইসলামী রাষ্ট্রের অধঃস্তন দায়িত্বশীলদের তিনি হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের নির্দেশ প্রদান করে এ ব্যাপারে তাকীদ করতে থাকেন। যার ফলে দারুল-খোলাফা দামেস্কে রাশি রাশি হাদীস এসে পৌছুতে থাকে। খলীফা এসব হাদীসের 'কপি' রাজ্যের আনাচে-কানাচে পৌছে দেন।[১৬]

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে শিহাব যুহরীর অনুসরণে সে যুগের অন্যান্য আলেমগণও হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। (২) ইমাম আবদুল মালেক ইবনে জুরাইজ (মৃত্যু-১৫০ হিঃ) মক্কায় (৩) ইমাম আওযায়ী (মৃত্যু-১৫৭ হিঃ) সিরিয়ায় (৪) মা'মার ইবনে রাশেদ (মৃত্যু-১৫৩ হিঃ) ইয়েমেনে (৫) ইমাম সুফিয়ান সওরী (মৃত্যু-১৬১ হিঃ) কুফায় (৬) ইমাম হাম্মাদ ইবনে সালামাহ্ (মৃত্যু-১৬৭ হিঃ বসরায় এবং (৭) ইমাম আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক (মৃত্যু-১৮১ হিঃ) খোরাসানে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

(৮) ইমাম মালেক ইবনে আনাস (জন্ম-৯৩ হিঃ মৃত্যু-১৭৯ হিঃ) ইমাম যুহরীর পর মদীনায় হাদীস সংকলন ও সম্পাদনা করেন। তিনি নাফে, যুহরী এবং অন্যান্য খ্যাতনামা আলেমগণের নিকট হাদীসের ইলম লাভ করেন। তিনি প্রায় নয়শত উস্তাদ থেকে হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। হিজায, সিরিয়া, ইরাক, ফিলিস্তিন, মিশর, আফ্রিকা এবং স্পেনের

---

১৫. ইবনে হাজরঃ তাহযাবুত তাহযীব ৭ম খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা।

১৬. তাযকিরাতুল হুফাফায ১ম খন্ড-১০৬ পৃঃ, মুখতাসার জামেউল ইলম- পৃঃ ৩৮

হাজার হাজার সুন্নাতে রাসূলের পিয়াসী লোক তাঁর নিকট থেকে সরাসরি হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম মালেক (রাঃ) এর ছাত্রদের মধ্যে লাইছ ইবনে সায়াদ (মৃত্যু–১৭৫ হিঃ), ইবনে মুবারক (মৃত্যু–১৮১ হিঃ), ইমাম শাফেয়ী (মৃত্যু–২০৪ হিঃ), ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শাইবানী (মৃত্যু–১৮৯ হিঃ) প্রমুখ সুবিখ্যাত ব্যক্তিগণও রয়েছেন।

এ যুগে বহু হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে ইমাম মালেকের মুয়াত্তার স্থান সর্বশীর্ষে। ১৩০ হিজরী থেকে নিয়ে ১৪১ হিজরীর মধ্যে এ গ্রন্থটি সংকলিত হয়। এতে মোট ১৭০০ হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে ৬০০ মরফু, ২২৮ মুরসাল, ৬১৩ মওকুফ হাদীস এবং তাবেয়ীগণের ২৮৫টি কওল রয়েছে।

এ যুগের অন্য ক'টি সংকলনের নাম হচ্ছে– (১) জামে' সুফিয়ান সওরী (মৃত্যু–১৬১ হিঃ) ২। জামে' ইবনে মুবারক (মৃত্যু–১৮১ হিঃ) ৩। জামে' ইমাম আওযায়ী (মৃত্যু–১৫৭ হিঃ) ৪। জামে ইবনে জুরাইজ (মৃত্যু–১৫০ হিঃ) ৫। কিতাবুল খেরাজ–কাজী আবু ইউসুফ (মৃত্যু–১৮৩ হিঃ) ৬। কিতাবুল আছার –ইমাম মুহাম্মদ (মৃত্যু–১৮৯ হিঃ)।

এ যুগে রাসূলুল্লাহ (সঃ)–এর হাদীস এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ফতোয়া একই সাথে সংকলিত হতো। কিন্তু সাথে সাথে একথা পরিষ্কার করে দেয়া হতো যে কোন্‌টা হাদীসে রাসূল এবং কোন্‌টা সাহাবী ও তাবেয়ীগণের বাণী।

তৃতীয় অধ্যায়

এ অধ্যায় হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যুগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছেঃ

একঃ এ যুগে রাসূলে করীমের হাদীস থেকে সাহাবাগণের আছার ও তাবেয়ীগণের কওল (বাণী) বাদ দিয়ে তা পৃথকভাবে গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়।

দুইঃ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহ আলাদাভাবে সংগ্রথিত করা হয়। এভাবে ব্যাপক যাচাই–বাছাই ও গবেষণা অনুসন্ধানের পর দ্বিতীয় যুগের সংকলনসমূহকে তৃতীয় যুগের বিরাট বিরাট গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া হয়।

তিনঃ এ যুগে ব্যাপকভাবে কেবল হাদীস সংগ্রহ এবং সংগ্রথিতই করা হয়নি, বরঞ্চ গোটা ইলমে হাদীসের হেফাযতের উদ্দেশ্যে মুহাদ্দিসগণ ইলমে হাদীস সংক্রান্ত শতাধিক জ্ঞান বিজ্ঞানের বুনিয়াদ

স্থাপন করেন। এখন পর্যন্ত এসব বিষয়ে হাজার হাজার গ্রন্থ প্রণীত হয়ে আসছে। আল্লাহ্ তায়ালা এ মহান বুযুর্গগণের প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং তাঁদেরকে এর শুভ বিনিময় প্রদান করুন।

অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে এখানে ইলমে হাদীসের কয়েকটি শাখা-প্রশাখার পরিচয় প্রদান করা গেলোঃ

একঃ ইলমে আসমাউর রিজালঃ এ শাস্ত্রে হাদীস বর্ণনাকারীদের সার্বিক অবস্থা, জন্ম, জীবদ্দশা, শিক্ষক ও ছাত্রদের বিস্তারিত বিবরণ, শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে সফর এবং নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য হবার ব্যাপারে হাদীস বিশেষজ্ঞগণের ফায়সালা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ অত্যন্ত ব্যাপক, ফায়দাদানকারী ও আকর্ষণীয় শাস্ত্র। কোনো এক বিদ্বেষী প্রাচ্যবিদও একথার স্বীকৃতি না দিয়ে পারেনি যে, এ শাস্ত্রের মাধ্যমে পাঁচলক্ষ বর্ণনাকারীর সার্বিক জীবন চিত্র সংরক্ষিত হয়ে গেছে। মুসলমানদের একাজের নযীর আর অন্য কোনো জাতি পেশ করতে সক্ষম হয়নি।[১৭]

এ শাস্ত্রের অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নে কতিপয় গ্রন্থের নাম প্রদত্ত হলোঃ

(ক) তাহযীবুল কামালঃ ইমাম ইউসুফ মযী-মৃত্যু ৭৪২ হিজরী। এ শাস্ত্রে এটি সর্বাধিক খ্যাত ও বিশুদ্ধ গ্রন্থ।

(খ) তাহযীবুত তাহযীবঃ হাফেয ইবনে হাজর। ইনি বুখারীর ব্যাখ্যাতা। এ গ্রন্থটি ১২ খন্ডে সমাপ্ত। এটি হায়দ্রাবাদ দক্ষিণ থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো।

(গ) তাযকিরাতুল হুফ্ফাযঃ আল্লামা যাহাবী, মৃত্যু-৭৪৮ হিঃ।

দুইঃ ইলমে মুসতালিহুল হাদীসঃ (উসূলে হাদীস)। এ শাস্ত্রের মাধ্যমে হাদীসের সহীহ ও জয়ীফ নির্ণয়ের নিয়ম কানুন জানা যায়।

'উলূমুল হাদীস' গ্রন্থটি এ শাস্ত্রের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কিতাব। এটি 'মুকাদ্দামায়ে ইবনে সিলাহ'-নামে খ্যাত। এ কিতাবের প্রণেতা হচ্ছেন আবু আমর উসমান ইবনে সিলাহ (মৃত্যু-৫৭৭ হিঃ)। হিজরী চৌদ্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উসূলে হাদীস সম্পর্কে দুটি উল্লেখ্যযোগ্য গ্রন্থরচিত হয়েছে। একটি হচ্ছে 'তাওজীহুন ন যর'। লিখেছেন আল্লামা তাহের ইবনে সালেহ আলজাযায়েরী (মৃত্যু-১৩৩৮ হিঃ)। অপরটি হচ্ছে

১৭. স্প্রীংগারঃ আল ইসাবা গ্রন্থের ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকা, কলকাতা-১৮৬৪ ইসায়ী।

(মৃত্যু–১৩৩২ হিঃ)। প্রথমোক্তটি ব্যাপক তথ্য বহুল এবং শেষোক্তটি 'কাওয়ায়িদূত তাহদীস'। লিখেছেন আল্লামা সাইয়েদ জালালুদ্দিন কাসেমী উত্তম বিষয় বিন্যাস সম্বলিত।

তিনঃ ইলমে আরীবুল হাদীসঃ এ শাস্ত্রে হাদীসের কঠিন শব্দ সমূহের ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ শাস্ত্রে আল্লামা যমখ শরীর (মৃত্যু–৫৩৮ হিঃ) 'আল ফায়েক' এবং ইবনে আসীরের (মৃত্যু–২০৬ হিঃ) 'নেহায়া' গ্রন্থদ্বয় খ্যাতি অর্জন করেছে।

চারঃ ইলমে তাখরীজুল আহাদীসঃ মশহুর তাফসীর, ফিকাহ, তাসাউফ ও আকায়েদ গ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃত হাদীস সমূহ কার মাধ্যমে কোথা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।–এ শাস্ত্র দ্বারা তা অবগত হওয়া যায়। যেমন বুরহানুদ্দীন আলী ইবনে আবুবকর আল মরগনানীর (মৃত্যু–৫৯২ হিঃ) 'হেদায়া' গ্রন্থ এবং ইমাম গাযালীর (মৃত্যু–৫০৫ হিঃ) 'ইহ্ইয়াউল উলুম' গ্রন্থে এমন বহু হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে যেগুলোর বর্ণনা সূত্র কিংবা গ্রন্থ সূত্র কিছুই উল্লেখ নেই। এখন পাঠক যদি এসব হাদীসের শুদ্ধ–অশুদ্ধতা যাচাই–বাছাই করতে চান, তবে তাকে হাফিয যিলয়ীর (মৃত্যু–৭৯২ হিঃ) 'নসবুর রায়াহ' এবং হাফিয ইবনে হাজর আস্কালানীর (মৃত্যু–৮৫২ হিঃ) ' আদ্ দিরায়াহ' গ্রন্থদ্বয় অধ্যায়ন করতে হবে। অথবা পাঠক যদি এসব হাদীসের গ্রন্থ সূত্র জানতে চান, তবে তাকে হাফিয যয়নুদ্দীন ইরাকীর (মৃত্যু–৮০৬ হিঃ) 'আল–মুগনী আন হিমলিল আসফার' গ্রন্থ দেখতে হবে।

পাঁচঃ ইলমুল আহাদীসুল মওদূয়াহঃ আলেমগণ এ শাস্ত্রে অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এ শাস্ত্রে 'মওদূ' (মনগড়া) হাদীস সমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এ শাস্ত্রে কাজী শওকানীর (মৃত্যু–১২৫৫ হিঃ) 'আল–ফাওয়ায়িদুল মাজমুআ' এবং হাফিয জালালুদ্দীন সূয়ুতীর (মৃত্যু–৯১১ হিঃ) "আল্লায়ীল মাস্নূআ" গ্রন্থদ্বয় খুবই খ্যাতি অর্জন করেছে।

ছয়ঃ ইলমুন নাসেখ ওয়াল মানসুখঃ এ শাস্ত্রে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মূসা হাযেমীর (মৃত্যু–৭৮৪ হিঃ) গ্রন্থ 'কিতাবুল ই'তেবার' খুবই নির্ভরযোগ্য ও মশহুর। উল্লেখ্যযোগ্য যে, গ্রন্থকার মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

সাতঃ ইলমূত তাওফীক বাইনাল আহাদীসঃ এ শাস্ত্রে সেসব হাদীসের সঠিক লক্ষ্য ও তাৎপর্য আলোচনা করা হয়েছে, বাহ্যত যে

গুলোতে অনৈক্য ও বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হয় । ইমাম শাফেয়ীই (মৃত্যু-২০৪হিঃ) সর্ব প্রথম এ বিষয়ে আলোচনা পেশ করেন। তাঁর এ সংক্রান্ত 'মুখতালিফুল হাদীস' প্রবন্ধটি খুবই মশহুর। ইমাম তোহাবীর (মৃত্যু-৩২১হিঃ) মুশকিলুল আসারও এ শাস্ত্রের একটি ফায়দাদায়ক গ্রন্থ।

আটঃ ইলমুল মুখতালিফ ওয়াল মু'তালিফঃ এ শাস্ত্রে সে সব রাবী (বর্ণনাকরী) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যাদের নিজেদের প্রকৃত নাম, কুনিয়াত, উপাধি, বাপ-দাদার নাম কিংবা শিক্ষকদের নাম সব একাকার হয়ে রয়েছে। কারণ এমতাবস্থায় না জানা লোকেরা ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হতে পারেন। হাফিয ইবনে হাজরের 'তা'বীবুর মুনতাবাহ' এ শাস্ত্রে সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল গ্রন্থ।

নয়ঃ ইলমে আতরাফুল হাদীসঃ এ শাস্ত্র দ্বারা জানা যায় যে, অমুক হাদীসটি কোন গ্রন্থে রয়েছে এবং হাদীসটির বর্ণনা পরম্পরায় কোন কোন্ রাবী রয়েছেন। যেমন ধরুনঃ - إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ এ হাদীস-বাক্যটি আপনার জানা রয়েছে। এখন আপনি জানতে চান যে হাদীসটি কোন্ গ্রন্থে রয়েছে, পূর্ণ হাদীসটি কি এবং হাদীসটির বর্ণনাকারী কে? তখন, আপনাকে এ শাস্ত্রের সাহায্য নিতে হবে! এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বড় গ্রন্থ হাফিয মুযীর (মৃত্যু-৭৪২হিঃ) 'তুহফাতুল আশরাফ'। এ গ্রন্থে সিহাহ সিত্তার হাদীস সমূহের পূর্ণ বিষয় সূচী (Index) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ গ্রন্থ হাফিয ইউসূফ মুযীর ২৬ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল।

দশঃ ফিকহুল হাদীসঃ এ শাস্ত্রে শরীয়তের হুকুম-আহকাম সংক্রান্ত হাদীস সমূহের হিকমাত ও তাৎপর্য সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে হাফিয ইবনে কাইয়্যেমের (মৃত্যু-৭৫১হিঃ) 'ইলামুল মু'কিয়ীন' এবং শাহ অলী উল্লাহ দেহলবীর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' খুবই ফায়দাদায়ক গ্রন্থ। এ ছাড়া দ্বীনের আলেমগণ মানব জীবনের বিভিন্ন বিভাগ সংক্রান্ত হুকুম আহকাম ও মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে পৃথক পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন অর্থনীতি বিষয়ে আবু উবায়েদ কাশেম ইবনে সাল্লামের (মৃত্যু-২২৪ হিঃ) 'কিতাবুল-আমওয়াল' একটি অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ভূমি সমস্যা, উশর, খেরাজ ইত্যাদি সম্পর্কে কাযী আবু ইউসুফের 'আল-খেরাজ' একটি সমৃদ্ধশালী রচনা।

এ ছাড়া সুন্নাহকে শরীয়তের উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকারকারী এবং হাদীস অস্বীকারকারীদের ছড়ানো বিভ্রান্তির দাঁতভাঙ্গা

জবাব দিয়ে যেসব গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো খুবই ফায়দা দায়কঃ

(১) কিতাবুল উম সপ্তম খন্ড (২) ইমাম শাফেয়ীর 'আর রিসালাহ' (৩) আবু ইসহাক শাতেবীর (মৃত্যু-৭৯০ হিঃ) 'আল মুওয়াফিকাত' ৪র্থ খন্ড (৪) হাফিয ইবনে কাইয়েমের 'সওয়ায়েকে মুরসালাহ' ২য় খন্ড (৫) ইবনে হাযম উন্দুলুসীর (মৃত্যু-৪৫৬ হিঃ) 'আল-আহকাম' (৬) মওলানা বদরে আলম মীরাঠীর তরজুমানুস সুন্নাহর মুকাদ্দমা (৭) আমার পিতা হাকিম মওলানা আবদুস ছাত্তার হাসান উমরপূরীর (মৃত্যু-১৯১৬ ইং) 'ইসরাতুল খবর' (৮) মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর (মৃত্যু-১৯৭৯ ইং) 'সুন্নাত কী আইনী হাইসিয়াত' (৯) এ ছাড়া জনাব ইফতেখার আহমদ বলখীর 'ইনকারে হাদীসকা মান্‌যার আওর পস মান্‌যার' গ্রন্থটিও এ ব্যাপারে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। এ পর্যন্ত গ্রন্থটির দুই খন্ড প্রকাশিত হয়েছে।

ইল্‌মে হাদীসের ইতিহাস এবং এ সংক্রান্ত বিস্তারিত গবেষণা সম্বলিত যেসব গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলী খুবই তথ্যবহুল ও গুরুত্বপূর্ণঃ

(১) হাফিয ইবনে হাজরের ফতহুল বারীর মুকাদ্দমাহ্‌ (২) হাফিয ইবনে আবদুল বার উন্দুলুসীর (মৃত্যু-৪৬৩ হিঃ) 'জামেয়ে বয়ানুল ইল্‌ম ওয়া আহলুহু' (৩) ইমাম হাকেমের (মৃত্যু-৪০৫ হিঃ) 'মা'রিফাতু উলূমুল হাদীস' (৪) এ বিষয়ে বর্তমান শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান মওলানা আবদুর রহমান মুহাদ্দিস মুবারক পুরীর (মৃত্যু-১৯৩৫ ইং) 'মুকাদ্দামায়ে তুহফাতুল আহওয়াযী'। এ ছাড়া (৫) মওলানা শিব্বির আহমদ উসমানির 'ফতহুল মুলহিমের' ভূমিকা এবং (৬) মওলানা মানাযির আহসান গিলানীর 'তাদভীনে হাদীস' গ্রন্থ দ্বয় ও ব্যাপক তথ্যবহুল।

তৃতীয় অধ্যায়ের হাদীস সংকলকগণঃ

এ যুগের খ্যাতনামা হাদীস সংকলকগণ ও তাঁদের অমর অবদানসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদান করা গেলোঃ

একঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ) তাঁর অমর অবদান মুসনাদ 'মুসনাদে আহমদ' নামে খ্যাত। ত্রিশ হাজার হাদীস সম্বলিত গ্রন্থটি চব্বিশ খন্ডে সমাপ্ত। উল্লেখযোগ্য সমস্ত হাদীসই প্রায় এ

গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে একেক সাহাবীর বর্ণিত হাদীস সমূহ ধারাবহিকভাবে সাজানো হয়েছে। শহীদ হাসানুল বান্নার পিতা আহমদ আবদুর রহমান সায়াতী এ গ্রন্থের বিসয়সূচী (Index) তৈরীর কাজ আরম্ভ করেছিলেন। এ যাবত তাঁর সম্পাদিত চতুর্দশ খন্ড প্রকাশিত হয়েছে। মিশরের শহুর আলেম আহমদ শাকির সাহেবও এ ব্যাপারে কাজ করছেন। এ পর্যন্ত পঞ্চদশ খন্ডের সম্পাদনা কাজ শেষ হয়েছে।*

দুইঃ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল–বুখারী (১৯৪–২৫৬ হিঃ)। ইমামের অমর অবদান হচ্ছে 'সহীহ বুখারী'। এ ছাড়াও ইমাম আরো অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। বুখারী শরীফের পূর্ণ নাম হচ্ছে–"আল জামে আস–সহীহ আল–মুসনাদ আলমুখতাসার মিন উমূরে রাসুলিল্লাহি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ওয়া আইয়্যামিহি।"

ষোল বছর অবিরাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে ইমাম বুখারী এ গ্রন্থ সংকলন সম্পন্ন করেন। ৯০(নব্বই) হাজার ছাত্র সরাসরি ইমাম বুখারীর নিকট থেকে বুখারী শরীফের পাঠ গ্রহণ করেন। কোনো কোনো সময় তাঁর শিক্ষাদান মজলিসে ত্রিশ হাজার পর্যন্ত লোক উপস্থিত থাকতেন। এরূপ সমাবেশে তার বক্তব্য সকলের কর্ণগোচর করার এম্‌লাকারীর (নামাযে মুকাব্বির যে কাজ করেন) সংখ্যাই থাকতো তিন হাজারের অধিক। বুখারীতে হাদীস সংখ্যা ৯৬৮৪। কিন্তু পূনরুল্লেখ্য, সনদবিহীন হাদীস, সাহাবীদের বক্তব্য (আছার) এবং মুরসাল হাদীসসমূহ বাদ দিলে মোট মরফু' হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২৩। ইমাম বুখারী অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে বর্ণনাকারীদের যাচাই–বাছাই করেন।

তিনঃ ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরী (২০২–২৬১ হিঃ)। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে ইমাম বুখারী এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলও ছিলেন। ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবু হাতেম রাযী, আবু বকর ইবনে খাযীমা প্রমুখ তাঁর ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উত্তম বিষয় বিন্যাসের দিক দিয়ে তাঁর সহীহ মূসলিম সর্বাপেক্ষা সুন্দর।

চারঃ ইমাম আবু দাউদ আশআস ইবনে সুলাইমান সিজিস্তানী (২০২–২৭৫ হিঃ)। তাঁর অমর অবদান সুনানে আবু দাউদ। এ গ্রন্থে শরয়ী বিধি–বিধান সংক্রান্ত হাদীসসমূহ ব্যাপকভাবে সংগ্রথিত করা হয়েছে। ফিকহী আইন–বিধান ও মসআলা–মাসায়েলের এ একটি উত্তম উৎস গ্রন্থ। এতে ৪৮০০ হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে।

---

* এটা ১৯৫৬ সালের কথা – অনুবাদক

পাঁচঃ ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হিঃ)। তাঁর অমর গ্রন্থ সুনানে তিরমিযীতে ফিকহী মসলকসমূহের বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

ছয়ঃ ইমাম আহমদ ইবনে শুয়াইব নাসাঈ (মৃত্যু-৩০৩ হিঃ)। তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ নাসাঈ শরীফের মূল নাম 'আস-সুনানুল মুজতবা'।

সাতঃ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ ক্বাযভীনি (মৃত্যু-২৭৩ হিঃ)। তাঁর অমর অবদান 'সুনানে ইবনে মাজাহ'।

উপরোক্ত সাতখানা গ্রন্থের মধ্যে মুসনাদে আহমদ ব্যতীত বাকী ছয় খানাকে মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় 'সিহাহ সিত্তাহ' বলা হয়। কিছু সংখ্যক আলেম ইবনে মাজাহ'র পরিবর্তে ইমাম মালেকের মুয়াত্তাকে সিহাহ সিত্তার মধ্যে গণ্য করেন।

এ ছাড়াও এ যুগে আরো বহু গ্রন্থ রচিত ও সংকলিত হয়েছে। এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সেগুলোর বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীকে জামে' বলা হয়। অর্থাৎ-আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত, আখলাক মুয়ামিলাত প্রভৃতি সকল বিষয় এসব গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহকে 'সুনান' বলা হয়। আর্থাৎ-আমলী যিন্দেগী সংক্রান্ত হদীসই এসব গ্রন্থে অধিক স্থান পেয়েছে।

হাদীস গ্রন্থাবলীর স্তর

মুহাদ্দিসগণ বিশুদ্ধতার তারতম্য অনুয়ায়ী হাদীস গ্রন্থাবলীকে চারটি স্তরে বিভক্ত করেছেনঃ

প্রথম স্তরঃ

(১) মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক (২) সহীহ বুখারী (৩) সহীহ মুসলিম। এ তিনটি গ্রন্থই সনদের বিশুদ্ধতা ও বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততার দিক থেকে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

দ্বিতীয় স্তরঃ

আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মুসনাদে আহমদ। এ গ্রন্থ সমূহের কোনো কোনো রাবী যদিও প্রথম স্তরের চেয়ে নিন্মমানের কিন্তু তাদেরকে নির্ভরযোগ্য গণ্য করা হয়।

তৃতীয় স্তরঃ

দারমী (মৃত্যু-২২৫ হিঃ), ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, দারুকুতনী

(মৃত্যু-৩৮৫ হিঃ), তাবরানী (মৃত্যু-৩৬০ হিঃ), ইমাম তোহাবীর (মৃত্যু-৩১১ হিঃ) গ্রন্থাবলী, মুসনাদে শাফেয়ী, হাকেমের (মৃত্যু-৪০৫ হিঃ) মুসতাদরেক। এসব গ্রন্থাবলীতে সহীহ্ জয়ীফ সর্ব প্রকারের হাদীসের সংমিশ্রণ রয়েছে। কিন্তু নির্ভরযোগ্য হাদীসের সংখ্যা অধিক।

চতুর্থ স্তরঃ

ইবনে জরীর তাবারীর (মৃত্যু-৩১০ হিঃ) গ্রন্থাবলী; খতীবে বাগদাদীর (মৃত্যু-৪৬৩ হিঃ); গ্রন্থাবলী; আবু নঈম (মৃত্যু-৪০২ হিঃ); ইবনে আসাকির (মৃত্যু-৫৭১ হিঃ); (দায়লমীর (মৃত্যু-৫০৯ হিঃ) ফেরদাউস, ইবনে আদ্দীর (মৃত্যু-৩৬৫ হিঃ) কামিল, ইবনে মারদুইয়ার (মৃত্যু-৪১০ হিঃ) সংকলনসমূহ এবং ওয়াকেদী (মৃত্যু-২০৭ হিঃ) প্রমুখের গ্রন্থাবলী এ স্তরে গণ্য হয়ে থাকে। এসব গ্রন্থে সহীহ, জয়ীফ সব রকম হদীসই রয়েছে। এমনকি 'মওদু' (মনগড়া) হাদীসও এসব গ্রন্থে ব্যাপক হারে রয়েছে। সাধারণ ওয়ায়েয, ইতিহাস ও কাহিনী লিখক এবং তাসাউফপন্থীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব গ্রন্থাবলীর আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। অবশ্য যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করলে এসব গ্রন্থেও অনেক মনিমুক্তা রয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম শতাব্দীর প্রায় প্রথম দিক থেকেই এ যুগের সূচনা হয় এবং তা এ যাবত অব্যাহত রয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ে হাদীস শাস্ত্রে যে কর্ম সম্পাদিত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

একঃ হাদীসের প্রধান প্রধান গ্রন্থাবলীর শরাহ (ব্যাখ্যা) ও হাশীয়া (টীকা) লিখা হয়েছে এবং অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ হয়েছে।

দুইঃ ইলমে হাদীসের যেসব শাখা-প্রশাখার কথা উপরে আলোচিত হয়েছে, সেসব বিষয়ে বহু গ্রন্থাবলী রচিত হয়েছে এবং এসব গ্রন্থের ব্যাখ্যা, টীকা ও সার-সংক্ষেপে লেখা হয়েছে।

তিনঃ আলেমগণ বিভিন্ন রকম দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে তৃতীয় যুগে সংকলিত গ্রন্থাবলী থেকে বাছাই করা হদীসসমূহের নির্বাচিত সংকলন তৈরী করেছেন। এসব নির্বাচিত সংকলনের কয়েকটির পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

(ক) মিশকাতুল মাসাবীহঃ সংকলন করেছেন অলিউদ্দীন খতীব। এ গ্রন্থে আকায়িদ, ইবাদাত, মুয়ামিলাত, আখলাক, আদব এবং হাশর-নশর সম্পর্কিত হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।

(খ) **রিয়াদুস সালেহীনঃ** সংকলন করেছেন মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাতা ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহিয়া ইবনে শরফ নববী (মৃত্যু–৬৭৬ হিঃ)। আখলাক ও আদাব সংক্রান্ত হাদীসসমূহ এ গ্রন্থে অধিক সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের শূরুতেই বিষয়বস্তু অনুযায়ী কুরআনের আয়াত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের এটাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। সহীহ বুখারীর হাদীসসমূহও এ রীতিতেই গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়েছে।

(গ) **মুনতাকীল আখবারঃ** এ গ্রন্থটি সংকলন করেছেন মুজাদ্দিদে দ্বীন আবুল বারাকাত আবদুস সালাম ইবনে তাইমিয়া (মৃত্যু–৬৫২ হিঃ)। ইনি ছিলেন বিখ্যাত মুজাদ্দিদ শাইখুল ইসলাম তকীউদ্দীন আহমদ ইবনে তাইমিয়ার (মৃত্যু–৭২৮ হিঃ) দাদা। কাজী শওকানী 'নায়লুল আওতার' নামে আট খন্ডে এ গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেছেন।

(ঘ) **বুলূগুল মারামঃ** এ গ্রন্থটি সংকলন করেছেন বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাতা হাফেয ইবনে হাজর (মৃত্যু–৮৫২ হিঃ)। ইবাদাত ও মুয়ামিলাত সংক্রান্ত হাদীস সমূহ এতে অধিক স্থান পেয়েছে। 'সুবুলুস্‌সালাম' নামে এ গ্রন্থের আরবী ব্যাখ্যা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল সুনআনী (মৃত্যু–১১৮২ হিঃ)। ফারসী ভাষায় এর ব্যাখ্যা করে আর একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান (মৃত্যু–১৩০৭ হিঃ)

অবিভক্ত ভারতে সর্ব প্রথম ইলমে হাদীসের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী ইবনে সাইফুদ্দিন তুরক (মৃত্যু–১০৫২ হিঃ)। অতপর হযরত শাহ অলিউল্লাহ দেহলবী (মৃত্যু–১১৪৬হিঃ ও তার পুত্র পৌত্র, প্র–পুত্র এবং শাগরেদদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে গোটা ভারতবর্ষ হাদীসের জ্যোতিতে আলোকময় হয়ে উঠে।

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীর পরে থেকে এদেশে নির্বাচিত হাদীস সংকলন ও হাদীস–গুচ্ছ ব্যাপক ভাবে গ্রন্থাবদ্ধ আকারে প্রকাশ পেতে থাকে। আমাদের এ সংকলন 'এন্তেখাবে হাদীস'ও সে মালার একটা কড়ি। এটা একান্ত ভাবেই আল্লার অনুগ্রহ যে, এ হাদীস গুচ্ছের সংকলক ও হাদীসের খাদেমগণের অন্তর্ভুক্ত হবার সৌভাগ্য লাভ করলো। অবশ্য সেসব মহান বুযুর্গগণের সঙ্গে এ না–চীজের তো কোনো তুলনাই হয়না, যারা হাদীসে রাসূলের সন্ধান, সংকলন ও তাবলীগের কাজে নিজেদের গোটা যিন্দেগী কুরবান করে গেছেন।

أُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ : لَعَلَّ اللّٰهُ يَرْزُقُنِىْ صَلَاحًا -

"নেককারদের আমি ভালবাসি
দুঃখ আমি তাদের মাঝে নই
আশা আমার দেবেন তৌফিক
প্রভূ আমার, নেক যেনো হই"

এ যাবত সংক্ষিপ্ত পরিসরে যে কথাগুলো আলোচনা করা গেলো, তা পাঠ করলে একথা পরিষ্কার ভাবে জানা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এমন কোনো অধ্যায় অতিবাহিত হয়নি যখন হাদীস লিপিবদ্ধ করা ও বর্ণনা করার ধরাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। বস্তুত, হাদীস চর্চার এ অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা প্রতিটি যুগেই ছিলো উজ্জ্বল-ভাস্বর।

২. হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর বাণী, কর্ম ও সমর্থনকে হাদীস বলে।

আছারঃ সাহাবায়ে কিরামের কথা ও কাজকে আছার বলে।

সনদঃ হাদীস বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতাকে সনদ বলে।

মতনঃ মুল হাদীস অংশকে মতন বলে।

খবরে মুতাওয়াতিরঃ ঐ হাদীসকে খবরে মুতওয়াতির বলে, প্রত্যেক যুগেই যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত অধিক, যাদের মিথ্যাচারে মতৈক্য হওয়া স্বাভাবিকভাবেই অসম্ভব।

খবরে ওয়াহিদঃ খবরে ওয়াহিদ সে হাদীসকে বলে, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌছায়নি। মুহাদ্দিসগণ এরূপ হাদীসকে তিন ভাগে ভাগ করেছেনঃ

(ক) **মশহুরঃ** বর্ণনাকারী সাহাবীর পরে কোনো যুগেই যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা তিনের কম ছিলনা।

(খ) **আযীযঃ** যার বর্ণনাকারী সংখ্যা কোনো যুগেই দুই-এর কম ছিলনা।

(গ) **গরীবঃ** যার বর্ণনাকারী সংখ্যা কোনো কোনো যুগে এক পর্যন্ত নেমেছে।

মারফুঃ যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র রাসূলুল্লাহ (সঃ) পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে হাদীসে মারফু বলে।

মওকুফঃ যে হাদীসের বর্ণনা পরম্পরা (সনদ) সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে, অর্থাৎ কোনো সাহাবীর কথা ও কাজ যে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তাকে হাদীসে মওকুফ বলে।

মাকতুঃ তাবেয়ী পর্যন্ত যে হাদীসের সূত্র পৌছেছে তাকে হাদীসে মাকতু বলে। (অনুবাদক)

মুত্তাসিলঃ উপর থেকে নিচ পর্যন্ত যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রয়েছে এবং কোনো পর্যায়ে কোনো বর্ণনাকারী উহ্য থাকেনি এরূপ হাদীসকে হাদীসে মুত্তাসিল বলে।

মুনকাতিঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন না থেকে মাঝখান থেকে কোনো বর্ণনাকারী উহ্য বা লুপ্ত হয়ে গেছে তাকে হাদীসে মুনকাতি বলে।

মুয়াল্লাকঃ যে হাদীসের সনদের প্রথম থেকে কোনো বর্ণনাকারী উহ্য হয়ে যায় কিংবা যার গোটা সনদ উহ্য থাকে এরূপ হাদীসকে হাদীসে মুয়াল্লাক বলে।

মু'দালঃ যে হাদীসে ধারাবাহিক ভাবে দুই বা ততোর্ধ্ব বর্ণনা কারী উহ্য থাকে, তাকে মু'দাল বলে।

মুরসালঃ যে হাদীসের বর্ণনা সুত্রে তাবেয়ী এবং হুজুর (সঃ) এর মাঝখানে সাহাবী রাবীর নাম উহ্য হয়ে যায় তাকে হাদীসে মুরসাল বলে।

শাযঃ ঐ হাদীসকে 'শায' বলে যে হাদীসের বর্ননাকারী বিশ্বস্ত, কিন্তু সে হাদীস তার চেয়েও অধিকতর বিশ্বস্ত রাবীর বর্ণনার বিপরীত।

মুনকার ও মা'রূফঃ কোনো 'জয়ীফ' রাবী যদি কোনো 'সেক্বাহ' রাবীর বর্ণনার বিপরীত হাদীস বর্ণনা করে, তবে জয়ীফ রাবীর হাদীসকে 'মুনকার' এবং সেক্বাহ রাবীর হাদীসকে মা'রূফ বলে।

মুয়াল্লালঃ যে হাদীসের সনদে এমন সুক্ষ ত্রুটি থাকে, যা কেবল হদীস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরাই পরখ করতে পারেন।

সহীহঃ যে হাদীসের বর্ণনাসূত্রে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো মওজুদ, তাকে সহীহ হাদীস বলেঃ

(ক) মুত্তাসিল সনদ অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাসূত্র
(খ) বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকরী
(গ) স্বচ্ছ স্মরণ শক্তি
(ঘ) শায নয় এবং
(ঙ) মুয়াল্লাল নয়।

হাসানঃ '**স্বচ্ছ স্মরণ শক্তি**' ব্যতিত সহীহ হাদীসের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই যে হাদীসে পাওয়া যায় তাকে 'হাসান হাদীস' বলে।

জয়ীফঃ যে হাদীসে উপরোক্ত সকল বৈশিষ্ট্য কিংবা কোনো কোনোটায় উল্লেখ যোগ্য ত্রুটি থাকে তাকে 'জয়ীফ' হাদীস বলে।

জয়ীফ হাদীস সে অবস্থায় কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না, যখন বর্ণনাকারীদের তাকওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থাকে। এরূপ হাদীসকে হাদীসে মওদু' বা 'মনগড়া হাদীস' বলে।

২. ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বুনিয়াদী দর্শন

ইসলামের আকায়িদ ও আরকান

١- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ
عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ
عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا
يُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ حَتّٰى جَلَسَ
اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلٰى
رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ
اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِسْلَامِ قَالَ الْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا
اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِىَ
الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ
اِلَيْهِ سَبِيْلًا - قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْئَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ
قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ
وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ
وَشَرِّهٖ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِحْسَانِ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ
اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ
عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ
قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنْ اِمَارَاتِهَا قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَاَنْ
تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْيَانِ
قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِىْ يَا عُمَرُ اَتَدْرِىْ مَنِ
السَّائِلُ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهُ جِبْرِيْلُ
اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ - (مسلم)

১. উমার (রাঃ) ইবনে খাত্তাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর দরবারে উপস্থিত। হঠাৎ এক ব্যক্তি আমাদের মজলিসে আত্মপ্রকাশ করলেন। ধবধবে সাদা তাঁর পোষাক। চুল তাঁর কুচকুচে কালো। তাঁর মধ্যে না ছিলো সফর করে আসার কোনো চিহ্ন আর না আমাদের কেউ তাকে চিনতে পেরেছেন। তিনি এসেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট বসে পড়লেন। হুজুরের হাটুর সাথে তাঁর হাটু মিলিয়ে দিলেন। তাঁর দু'হাত তাঁর উরুর উপর রেখে বললেনঃ "হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন।" তিনি বললেনঃ "ইসলাম হচ্ছে এই যেঃ তুমি সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লার রাসুল, নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযান মাসে রোযা রাখবে এবং পথ পাড়ি দেবার সামর্থ থাকলে বায়তুল্লার হজ্জ করবে"। শুনে আগন্তুক বললেনঃ "আপনি সত্যিই বলছেন।" আমরা বিস্মিত হলাম যে, তিনি একদিকে রাসূলের নিকট জানতে চাচ্ছেন, অপরদিকে রাসূলের বক্তব্যকে সঠিক বলে আখ্যায়িত করছেন! অতপর তিনি আবার নিবেদন করলেনঃ "আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন।" হুজুর বললেনঃ "ঈমান হচ্ছে এই যে, আল্লাহ,তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল এবং পরকালকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে। এছাড়া জীবন ও জগতে মঙ্গল অমঙ্গল যা কিছু সংঘটিত হচ্ছে সবই আল্লাহর ইচ্ছায় হচ্ছে-একথার প্রতিও বিশ্বাস রাখবে"। শুনে আগন্তুক বললেনঃ "আপনি ঠিকই বলছেন" অতপর তিনি আবার আবেদন করলেনঃ "আমাকে ইহ্সান সম্পর্কে বলুন।" হুজুর বললেনঃ "ইহসান হচ্ছে এই যে, তুমি এমনভাবে আল্লার ইবাদত করবে যেনো তুমি তাঁকে দেখছো, আর তুমি যদি তাকে না-ও দেখো-তিনি কিন্তু তোমাকে অবশ্যি দেখছেন।" আগন্তুক বললেনঃ "আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে বলুন।" জাবাবে হুজুর বললেনঃ "কিয়ামত সম্পর্কে যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তিনি প্রশ্নকারীর চাইতে অধিক কিছু জানেন না।" আগন্তুক বললেনঃ "তবে কিয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে বলুন।" হুজুর বললেনঃ "কিয়ামতের নিদর্শন হচ্ছে এই যে, দাসী তার কর্তীকে জন্ম দেবে এবং দেখতে পাবে-খালি পায়ের উলঙ্গ কাঙ্গাল-রাখালরা বড় বড় অট্টালিকায় গর্ব ও অহংকার করবে।" উমার বলেনঃ অতপর আগন্তুক প্রস্থান করলেন আর আমি অবাক হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। পরে হুজুর আমাকে বললেনঃ "উমার! প্রশ্নকর্তাকে চিন্‌তে পেরেছো?" আমি বললামঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই অধিক জানেন। তিনি বললেনঃ "ইনি জিব্রাঈল। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছেন" (মুসলিম)।

ব্যাখ্যাঃ (ক) এ হাদীসে ইসলাম, ঈমান ও ইহসানের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। কুরআন এবং হাদীসে যে যে স্থানে ঈমান এবং ইসলাম একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব স্থানে ঈমান দ্বারা আন্তরিক বিশ্বাস ও প্রত্যয় এবং ইসলাম দ্বারা তৌহিদ ও রেসালাতের মৌখিক স্বীকৃতি ও ইবাদাতের প্রকাশ্য অনুষ্ঠান সমূহ পালন বুঝায়।

احسان শব্দটি حسن শব্দ থেকে নির্গত। حسن মানে সৌন্দর্য। ইবাদাতের সৌন্দর্য তখনই সৃষ্টি হতে পারে, যখন মনের মধ্যে একথার নিবীড় চিত্র অংকিত হবে যে, আমি আল্লার সামনে উপস্থিত এবং তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। এতটুকু গভীর চিত্র যদি কল্পনা করা না-ও যায় তবে, এ সত্য তো আর অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আল্লাহ সর্বাবস্থায় বান্দাহকে দেখছেন এবং বান্দার কোনো আমলই তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকে না।

(খ) "দাসী তার কর্তীকে জন্ম দেবে"-একথার অর্থ হচ্ছে এই যে, কিয়ামত নিকটবর্তী হলে সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি এবং আত্মীয়ের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের পরিবর্তে নির্দয়-নিষ্ঠুরতা এবং সম্পর্ক ছিন্নের ব্যাপক রেওয়াজ জারি হয়ে যাবে। বড়দের সম্মান ও আনুগত্য করা হবেনা, এমনকি কন্যা-জন্মগতভাবেই মায়ের সাথে যার সর্বাধিক নিগুঢ় সম্পর্ক, সেও তার মায়ের সাথে এমন আচরণ করবে, যা কোনো গৃহকর্তী তার দাসীর সাথে করে থাকে। যেনো সে তার কন্যা নয় বরং কর্তী।

(গ) খালি পায়ের উলঙ্গ কাঙ্গাল রাখালরা বড় বড় অট্টালিকায় বসে গর্ব অহংকার করার অর্থ হচ্ছে যে,জ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি, শরাফত ও নৈতিক চরিত্র বিবর্জিত লোকেরা ধন দৌলতের মালিক হয়ে বসবে।

তাওহীদ

٢- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ - (صحيح مسلم)

২. আবুযর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কোনো ব্যক্তি যদি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর ঘোষণা দেয় এবং এরি উপর মৃত্যুবরণ করে, তবে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহীহ মুসলিম)।

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসে যে বলা হয়েছে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, মূলত এ বলার অর্থ কেবল মুখে উচ্চারণ করাই নয়, বরং দৃঢ় প্রত্যয় ও ইয়াকীনের সাথে এ দর্শনের স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে এবং এ দর্শনের সত্যতা সম্পর্কে পূর্ণ বুঝ ও সন্তুষ্টি থাকতে হবে। যেমন অন্য হাদীসে বলা হয়েছে-

مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهٗ صِدْقًا بِهَا قَلْبُهٗ

অর্থাৎ-অন্তরের ইয়াকীন ও সত্যতার সাথে এ স্বীকৃতি দিতে হবে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, এরূপ স্বীকৃতি প্রদানের ফলে অবশ্যই ব্যক্তির আচার আচরণ, নৈতিক চরিত্র

এমনকি সার্বিক যিন্দেগীতে পরিবর্তন সূচিত হবেই। যিন্দেগীর প্রতিটি বিভাগ এ দর্শনের প্রভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবেই।

٣- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْ لِّيْ فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا اَسْئَلُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ - (صحيح مسلم)

৩. সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ সকফী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলামঃ "হে আল্লার রাসূল! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি শিক্ষা প্রদান করুন, যে সম্পর্কে আমাকে আপনার পরে আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না" তিনি আমাকে বললেনঃ বলো, আমি আল্লার প্রতি ঈমান আনলাম। অতপর এ কথার উপর অটল অবিচল হয়ে থাকো।" (সহীহ মুসলিম)

٤- عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ رَّضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا - (صحيح مسلم)

৪. আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ঐ ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পেরেছে, যে সন্তুষ্টি সহকারে আল্লাহ্কে নিজের রব, ইসলামকে জীবন-যাপনের পন্থা এবং মুহাম্মদ (সঃ) কে রাসূল ও নেতা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে" (সহীহ মুসলিম)।

মুহাম্মদ (সঃ) এর রিসালাতের প্রতি ঈমান

٥- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُّوْسٰى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِيْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَّ اَدْرَكَ نُبُوَّتِيْ لَاتَّبَعَنِيْ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَا وَسِعَهٗ اِلَّا اتِّبَاعِيْ

৫. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কসম সেই সত্তার, মুহাম্মদের জীবন যার মুষ্টিবদ্ধ! যদি মূসার পুনরাবির্ভাব ঘটে আর তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে

তাঁর অনুসরণ করো, তবে অবশ্যই তোমরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে। মূসা যদি আমার নবুওয়াত পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন, তবে অবশ্যই আমার অনুসরণ করতেন।" অপর একটি বর্ণনায় রয়েছেঃ "আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর কোনো গত্যন্তর থাকতো না" –(দারমী, মুসনাদে আহমদ, মিশকাত)।

রাসূলুল্লার (সঃ) অনুসরণ

٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ - (شرح السنة،مشكوة)

৬. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতোক্ষণ না তার ইচ্ছা ও খায়েশ সে শরীয়তের পূর্ণ অনুগত হয়ে যায়, যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি" (শরহে সুন্নাহ, মিশকাত)।

রাসূলুল্লাহর (সঃ) মহব্বত

٧- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ - (مشكوة كتاب الايمان)

৭. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কোনো ব্যক্তি মুমিন হতে পারবে না, যতোক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতামাতা, সন্তান–সন্তুতি ও সমস্ত মানুষের তুলনায় অধিক প্রিয় হই। –(মিশকাত–কিতাবুল ঈমান)

٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابُنَيَّ اِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ وَلَيْسَ فِيْ قَلْبِكَ غِشٌّ لِاَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ يَابُنَيَّ وَذَالِكَ مِنْ سُنَّتِيْ وَمَنْ اَحَبَّ سُنَّتِيْ فَقَدْ اَحَبَّنِيْ وَمَنْ اَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيْ فِي الْجَنَّةِ -(رواه الترمذى)

৮. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলে খোদা (সঃ) আমাকে বলেছেনঃ "বেটা! সম্ভব হলে সকাল-সন্ধ্যা (অর্থাৎ-গোটা যিন্দেগী) এমনভাবে অতিবাহিত করো যে কারো প্রতি তোমার কোনো বিদ্বেষ ও অমঙ্গল-চিন্তা থাকবে না।" অতপর বললেনঃ প্রিয় বৎস! এটাই হচ্ছে আমার সুন্নাত-আমার পন্থা। যে আমার পন্থাকে ভালোবাসে, সে আমাকে ভালোবাসলো আর যে আমাকে ভালোবাসবে, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" -(তিরমিযী, মিশকাত)।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করা এবং সঠিক আক্বীদা পোষণ করা

٩- عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ قَالَ قَدِمَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُؤَبِّرُوْنَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُوْنَ قَالُوْا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوْا لَكَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوْهُ فَنَفَضَتْ قَالَ فَذَكَرُوْا ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْئٍ مِّنْ أَمْرِ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْئٍ مِّنْ رَّأْيِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ - (مسلم)

৯. রাফে (রাঃ) ইবনে খাদীজ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) হিজরত করে এলে দেখতে পেলেন মদীনা বাসীরা খেজুর গাছে পায়ন্ধ লাগায়। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমরা এটা কি করো?" তারা বললোঃ "আমরা পূর্বে থেকেই এরূপ করে আসছি।" তিনি বললেনঃ "এমনটি না করলেই হয়তো তোমাদের কল্যাণ হবে।" সুতরাং তারা এ কাজ বর্জন করে। কিন্তু এর ফলে তাদের উৎপাদন হ্রাস পায় এবং ব্যাপারটি তারা হুজুর (সঃ) এর নিকট উত্থাপন করে। তখন তিনি বলেনঃ আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমি যখন তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে তোমাদের কোনো নির্দেশ দান করবো, তখন তা তোমরা অবশ্যই পালন করবে। আর যখন কোথাও আমার ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করবো। তখন তো সেটা একজন মানুষেরই মত্। (মুসলিম)।

ব্যাখ্যাঃ অপর একটি হাদীসে আছে, তখন হুজুর (সঃ) বলেছিলেনঃ "তোমাদের পার্থিব ব্যাপারসমূহ তো তোমরাই ভাল জানো।" এ হাদীসে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত হয়েছেঃ

(ক) রাসূলুল্লাহ (সঃ) একজন মানুষ ছিলেন। তিনি অতিমানব ছিলেননা। তাই প্রতিটি পার্থিব ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা সঠিক হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু অহীর মাধ্যমে তিনি যা কিছু বলতেন, তাতে বিন্দুমাত্র শোবা-সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

(খ) এ হাদীস দ্বারা বাহ্যিকভাবে দীন ও দুনিয়ার যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। এখানে 'পার্থিব ব্যাপার সমূহ' বলতে মানুষের পেশা সংক্রান্ত বিষয়াদির কথা বলা হয়েছে। যেমন–কৃষি, কারিগরি ব্যবসা–বানিজ্য ইত্যাদি।

একথা ভালভাবে মনে রাখা দরকার যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম বিভিন্ন পেশা সংক্রান্ত জ্ঞান–বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্যে প্রেরিত হননি। হাদীসের পূর্বাপর বর্ণনা থেকেই একথা প্রমাণিত হয়।

বাকী থাকলো মানব জীবনের বিভিন্ন দিক সংক্রান্ত কথা। যেমন অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। বস্তুত আম্বিয়ায়ে কিরাম যেমন ইবাদাতের বিস্তারিত নিয়ম–পন্থা শিক্ষাদান করেছেন, তেমনি মানবজীবনের বিভিন্ন বিভাগ সংক্রান্ত খোদায়ী শিক্ষাও মানুষের নিকট পৌছে দেয়া তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

তাকদীরের প্রতি ঈমান

١٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ مِنَ الضَّعِيْفِ وَفِيْ كُلٍّ خَيْرٌ إِحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّيْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلٰكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللّٰهُ مَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ 'لَوْ' تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ-

১০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লার নিকট দুর্বল মুমিনের চেয়ে শক্তিশালী মুমিন অধিক প্রিয়। তবে উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তোমার কল্যাণে আসবে এমনসব জিনিসের জন্যে লোভ করো। আল্লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো। কাপুরুষ হয়োনা। কোনো বিপদ এলে এরূপ কিছু বলো না যে, 'আমি' যদি ওটা করতাম তাহলে এমন হতো।' বরঞ্চ এরূপ বলো যে,এটা আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনি যা চেয়েছেন, তা–ই করে ফেলেছেন।" কারণ 'যদি' শব্দ শয়তানের তৎপরতার পথ খুলে দেয়।"

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসে শক্তিশালী মুমিন বলতে এমন মুমিনকে বুঝানো হয়েছে–সাহস, সিদ্ধান্ত গ্রহনে ও বীর্যবত্তার দিক থেকে যে হবে অত্যন্ত মুজবুত। আর 'দুর্বল মুমিন বলতে এমন মুসলমানকে বুঝানো হয়েছে, সামান্য আঘাতেই যে ভেঙ্গে পড়ে, সামান্য অসাফল্য ও প্রতিবন্ধকতাতেই যার সাহস শীতল হয়ে আসে।

١١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ إِنِّيْ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، إِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ، إِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تِجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ

لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْئٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ اِلَّا بِشَيْئٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلٰى اَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَيْئٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلَّا بِشَيْئٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ ـ

১১. আবদুল্লাহ্ ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদিন আমি রাসূলুল্লার পিছে সোয়ারীতে বসা ছিলাম। তিনি বললেনঃ বৎস! তোমাকে আমি কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি; (১) আল্লার দ্বীনের হেফাযত করো, তবে আল্লাহ্ তোমার হেফাযত করবেন; (২) আল্লার (দ্বীনের) হেফাযত করো তবে সম্মুখে তাঁর রহমত পাবে, (৩) যখন কিছু চাও, আল্লাহর নিকট চেয়ো, (৪) যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, আল্লার নিকট ক'রো। (৫) জেনে রেখো, গোটা জাতিও যদি তোমার কল্যাণ সাধণের জন্যে ঐকমত্যে পৌঁছে, তবুও তারা তোমার কোনো কল্যাণ সাধন করতে পাররে না কেবল ততোটুকু ব্যতিত, যা আল্লাহ্ তোমার জন্যে লিখে দিয়েছেন এবং (৬) "গোটা জাতি যদি তোমার ক্ষতি সাধনের জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়, তবু তারা আল্লার নির্ধারিত সীমার বাইরে তোমার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।" –(মিশকাত)।

١٢- عَنْ اَبِىْ خُزَامَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوٰى بِهٖ وَتُقَاةً نَتَّقِيْهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدْرِ اللّٰهِ شَيْئًا قَالَ هِىَ مِنْ قَدْرِ اللّٰهِ ـ

১২. আবু খাযামা তাঁর পিতা থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাকে বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্কে জিজ্ঞাসা করেছিলামঃ আমাদের এখানে ঝাঁড়–ফুঁকের রেওয়াজ আছে, ঔষধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রচলন আছে এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে ঢাল দ্বারা আত্মরক্ষা করা হয়ে থাকে। এসব প্রচেষ্টা কি আল্লার নির্ধারিত তকদীর প্রতিরোধ করতে সক্ষম? জবাবে তিনি বলেছেনঃ "এসব প্রচেষ্টাও তকদীরের অন্তর্ভুক্ত।"

আখিরাতের জবাবদেহী

١٣- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ اٰدَمَ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا اَنْفَقَهُ وَمَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ ـ

১৩. আবদুল্লাহ (রাঃ) ইবনে মাসউদ রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেনঃ কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের দু'পা (স্বস্থান থেকে) এক কদমও নড়তে পারবে না যতোক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে নেয়া হবেঃ (১) তার জীবনকাল কোন্ কাজে অতিবাহিত করেছে? (২) যৌবনের শক্তি-সামর্থ কোন্ কাজে লাগিয়েছে? (৩) ধন-সম্পদ, অর্থ-কড়ি কোথা থেকে উপার্জন করেছে? (৪) কোথায় তা ব্যয় করেছে? এবং (৫) সে (দ্বীনের) যতোটুকু জ্ঞানার্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে? -(তিরমিযী)।

নশ্বর পৃথিবী

١٤- عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة - (ابن ماجه، مشكوة)

১৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেনঃ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। হাঁ, এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো। কারণ কবর যিয়ারত দুনিয়ার প্রতি অনাশক্তি সৃষ্টি করে দেয় আর পরকালের কথা অন্তরে সজীব করে তোলে। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত)

١٥- عن ابن عبد الله بن عمر قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل وكان ابن عمر يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك -

১৫ আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার ঘাড় ধরে বলেছেনঃ দুনিয়াতে এমন ভাবে থাকো যেনো তুমি একজন দরিদ্র অথবা পথিক। ইবনে উমার বলতেন, "সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকলে সকালের অপেক্ষা করোনা। সুস্থ থাকাকালে অসুস্থতার সময়ের জন্য পাথেও সংগ্রহ করে নাও এবং বেঁচে থাকাকালে মৃত্যুর জন্য পুঁজি তৈরি করে নাও"। -(বুখারী, মিশকাত)।

١٦- عن عمرو بن ميمون الاودي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل

خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيٰوتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ـ (ترمذى، مشكوة)

১৬. আমর ইবনে মাইমুন আল-আওদী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক ব্যক্তিকে উপদেশ দান করতে গিয়ে বলেনঃ পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে গনীমত মনে করবেঃ (১) বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবনকে (২) অসুস্থ হবার পূর্বে সুস্থতাকে (৩) অসচ্ছলতা আসার পূর্বে সচ্ছলতাকে (৪) ব্যস্ত হয়ে পড়ার পূর্বে-অবকাশকে এবং (৫) মৃত্যু আসার পূর্বে জীবনকে। -(তিরমিযী, মিশকাত)।

١٧- عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِظْنِىْ وَاَوْجِزْ فَقَالَ اِذَا قُمْتَ فِىْ صَلٰوتِكَ فَصَلِّ صَلٰوةَ مُوَدِّعٍ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا وَاجْمَعِ الْاِيَاسَ مِمَّا فِىْ اَيْدِى النَّاسِ ـ

১৭. আবু আইউব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সঃ) এর নিকট এসে আরয করলোঃ আমাকে সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ যখন নামাযে দাঁড়াবে এমনভাবে নামায পড়বে যেনো এটাই তোমার শেষ নামায। এমন কথা বলোনা, যার জন্যে আগামীকাল ওযর পেশ করতে হবে এবং যে জিনিস লোকদের হাতে রয়েছে, সে ব্যাপারে নিরাশ থাকো। -(মিশকাত)।

١٨- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا رَاَيْتَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِى الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيْهِ مَا يُحِبُّ فَاِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ ثُمَّ تَلَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ـ (مشكوة)

১৮. উকবা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ "যখন দেখবে নাফরমানী করা সত্ত্বেও আল্লাহ বান্দাহ্‌কে তার আকাংখা অনুযায়ী দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ প্রদান করছেন, তখন মনে করবে এটা তার জন্যে অবকাশ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) কুরআনের

আয়াত তেলাওয়াত করলেনঃ যখন তারা সেসব কথা ভুলে গেলো, যা তাদেরকে উপদেশ দান করা হয়েছিলো, তখন সব কিছুর দুয়ার আমি তাদের জন্যে উম্মুক্ত করে দিলাম। অতপর যখন তারা এসব সামগ্রী দ্বারা আনন্দ উপভোগে মত্ত হয়ে উঠলো, তখন আকস্মিকভাবে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম আর তখন তাদের দেখাচ্ছিল নিরাশ হতম্ভব।" (মিশকাত)

ব্যাখ্যাঃ কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতিকে বৈষয়িক-ভোগবিলাস এবং ক্ষমতা ও নেতৃত্বের মসনদে অধিষ্ঠিত দেখে এমন ধারণা করা ঠিক নয় যে, আল্লাহ তায়ালা এদের প্রতি সন্তুষ্ট। বরঞ্চ এটা তাদের জন্যে বিরাট পরীক্ষার শিকল। কারণ সহসাই আল্লার আযাব এসব পাপীদের গ্রাস করবে।

আল্লার অবকাশ দানের উদাহরণ হচ্ছে এরূপ, যেমন কোনো শিকারীর বড়শীতে মাছ আটকে গেলো। শিকারী কিন্তু সংগে সংগে মাছ টেনে উপরে উঠায়না। রশি ঢিল দিতে থাকে। অবশেষে মাছ যখন এদিক সেদিক ছুটো ছুটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন শিকারী আকস্মিক টান দিয়ে তাকে উপরে উঠিয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু শিকারী যখন রশি ঢিল দিচ্ছিল, তখন বোকা মাছ মনে করছিল যে সে মুক্ত পরিবেশে ঘুরছে।

ইসলামের রূহ (ইখলাস)

١٩- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِاِمْرِئٍ مَا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِمْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ-

১৯. উমার (রাঃ) ইবনুল খাত্তাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ মানুষের যাবতীয় কাজ কর্ম ও আমল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। মানুষ তাই পাবে যা সে নিয়্যত করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে পাওয়ার নিয়্যতে হিজরাত করেছে, তবে বাস্তবিকই তার হিজরাত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্য। আর যে ব্যক্তি হিজরাত করেছে কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যে, কিংবা কোনো নারীকে বিয়ের নিয়্যতে, তবে তার হিজরাতের উদ্দেশ্যে তাই, যা লাভের নিয়্যতে সে হিজরাত করেছে। -(বুখারী মুসলীম, মিশকাত)।

٢٠- عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانُهُ فَمَنْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ

قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

২০. আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী করীম (সঃ) এর নিকট এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলোঃ "কোনো ব্যক্তি গনীমত লাভের নিয়্যতে লড়াই করে, কেউ লড়াই করে খ্যাতি লাভের নিয়্যতে আবার কেউ লড়াই করে তার বাহাদুরী প্রদর্শনীর নিয়্যতে। (ইয়া রাসূলুল্লাহঃ) এদের মধ্যে আল্লার পথের মুজাহিদ কে?" জবাবে রাসূলুল্লাহ বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লার কালেমা ও আল্লার দীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে লড়াই করে সেই আল্লার পথের মুজাহিদ।"(মুসলিম)।

٢١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ - (مسلم)

২১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তায়ালা তোমাদের চেহারা-সূরত এবং ধন-দৌলত দেখবেন না। তিনি দেখবেন তোমাদের অন্তর (নিয়্যত) ও আমল"। (মুসলিম)।

٢٢- عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ - (ابوداؤد، مشكوٰة)

২২. আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লার সন্তোষ লাভের নিয়্যতে কাউকে মহব্বত করলো, তাঁরই জন্যে কাউকে ঘৃণা করলো, তাঁরই জন্যে কাউকে দান করলো এবং তাঁরই সন্তোষ লাভের নিয়্যতে কাউকে দান করা থেকে বিরত থাকলো" তবে নিঃসন্দেহে সে নিজ ঈমানকে পূর্ণতা দান করলো"। (আবু দাউদ, মিশকাত)।

মধ্যপন্থা ও সুষম নীতি অবলম্বন

٢٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوْا مِنَ الْاَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا - (بخاری، مشكوة)

২৩. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমল এতোটা পরিমাণ করো, যতোটা তোমাদের সামর্থ রয়েছে। কারণ আল্লাহ তায়ালা বিরক্ত হন না, যতোক্ষণ না তোমরা বিরক্ত হও। " (বুখারী, মিশকাত)।

অর্থাৎ–আল্লাহ তায়ালা ততোক্ষণ পর্যন্ত তার সওয়াব ও বখশিশের দরজা বন্ধ করে দেননা, যতোক্ষণ না বান্দা নিজেই নিজের গাফলতি ও নিস্ক্রিয়তা দ্বারা নিজেকে বঞ্চিত করে নেয়।

٢٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَاْكُلُوْنَ اَشْيَاءَ وَيَتْرُكُوْنَ اَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ ، وَاَنْزَلَ كِتَابَهُ وَاَحَلَّ حَلَالَهُ وَ حَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا اَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ-

২৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ জাহেলী যুগের লোকেরা অনেক জিনিস খেতো। আবার ঘৃণা করে অনেক জিনিস বর্জন করতো। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে প্রেরণ করেন, কিতাব অবতীর্ণ করেন এবং হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম ঘোষণা করেন। বাস্, এখন তিনি যা হালাল করেছেন, তা–ই হালাল এবং যা হারাম করেছেন, তাই হারাম। আর যে জিনিস সম্পর্কে তিনি নীরবতা অবলম্বন করেছেন, তা মাফ। (আবু দাউদ, মিশকাত)।

অর্থাৎ–যেসব জিনিস সম্পর্কে সরাসরি অনুমতিও দেননি এবং নিষেধও করেননি, শরয়ী দিক থেকে সেসব ব্যবহারে কোন দোষ নেই।

٢٥- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَحْسَنَ الْقَصْدَ فِى الْغِنٰى مَا اَحْسَنَ الْقَصْدَ فِى الْفَقْرِ وَمَا اَحْسَنَ الْقَصْدَ فِى الْعِبَادَةِ- (مسند بزار)

২৫. হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ সুসময়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা কতই না উত্তম। দারিদ্রে মধ্যপন্থা কতইনা ভালো। ইবাদাতে মধ্যপন্থা কতইনা সুন্দর। –(মুসনাদে বাযযার, কানযুল উম্মাল)।

٢٦- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُّشَادَّ الدِّيْنَ اَحَدٌ اِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوْا وَ قَارِبُوْا وَاَبْشِرُوْا وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْئٍ مِنَ الدُّلْجَةِ- (مشكوة)

২৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'দীন' (ইসলাম) সহজ–সরল। যে ব্যক্তিই দীনের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে, দীন তার উপর বিজয়ী হয়ে যায়। সহজ–সরল হয়ে থাকো। মধ্যপন্থা অবলম্বন করো। হাসি–খুশী থাকো। এবং সকাল, সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে সাহায্য চাও। –(মিশকাত)।

ব্যাখ্যাঃ একজন উষ্ট্রারোহী পথিক যেমন কিছুক্ষণ পথ চলে আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয় এবং নিজের সোয়ারীকেও বিশ্রামের অবকাশ দেয়, আল্লার দীনের মুসাফিরদের অবস্থাও ঠিক তেমনি হওয়া উচিত। সামর্থের বাইরে কঠোরতা অবলম্বন এবং নফল ইবাদাতে সুন্নাতের খেলাফ অযথা কড়াকড়ি আরোপ এ সবই এমন আমল, যা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির দরজা উন্মুক্ত করে দেয়।

যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি ও কঠোরতার পথ অবলম্বন করে দীনের ব্যাপারে যুলুম করে, তার এ কর্মনীতি দ্বারা দীনের কোনই ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ সে নিজেই শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে পিছপা হতে থাকে।

٢٧- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَغِيْ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يُّذِلَّ نَفْسَهٗ قَالُوْا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهٗ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيْقُ - (ترمذى)

২৭. হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "নিজেকে নিজে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও ছোট করা মুমিনের জন্যে উচিত নয়।" লোকেরা জিজ্ঞেস করলোঃ "মুমিন কিভাবে নিজিকে লাঞ্ছিত করে?" তিনি বললেনঃ সামর্থের চেয়ে বড় পরীক্ষায় নিজেকে অবতীর্ণ করা । (তিরমিযী)।

٢٨- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى شَيْخًا يُّهَادٰى بَيْنَ اِبْنَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ هٰذَا قَالُوْا نَذَرَ اَنْ يَّمْشِىَ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى عَنْ تَعْذِيْبِ هٰذَا نَفْسَهٗ لَغَنِيٌّ وَاَمَرَهٗ اَنْ يَّرْكَبَ -

২৮. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) দেখলেনঃ এক বৃদ্ধ তার দুই পুত্রের মাঝে তাদের ঘাড় ধরে পা ঘেষতে ঘেষতে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বৃদ্ধের কি হয়েছে? লোকেরা বললোঃ "বৃদ্ধ পায়ে হেঁটে বায়তুল্লাহ সফর করার মান্নত করেছে।" হুজুর (সঃ) বললেনঃ 'এ ব্যক্তি নিজেকে যে কষ্টে নিমজ্জিত

করেছে, এ কষ্টের কোনো প্রয়োজন আল্লার নেই।' অতপর তিনি তাকে সোয়ারীতে আরোহন করে সফর করার নির্দেশ দেন।

ব্যাখ্যাঃ 'মানুষ নিজেকে যতোবেশী কষ্ট ও কঠোরতায় নিমজ্জিত করবে আল্লাহ ততোই তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, এখানে এ ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করে তার সংশোধনী পেশ করা হয়েছে।

٢٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ
تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ
فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ
حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ
حَقًّا لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ صَوْمُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ
شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ صُمْ كُلَّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ وَاقْرَاءِ
الْقُرْاٰنَ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ إِنِّيْ أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ
صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوٗدَ صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ
وَاقْرَأْ فِيْ كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً وَلَا تَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ. (بخارى، مشكوة)

২৯. আমর ইবনুল আসের পুত্র আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "আব্দুল্লাহ! আমি কি এ সংবাদ পাইনি যে তুমি প্রতিদিন রোযা রাখ এবং আর সারা রাত দাঁড়িয়ে দাড়িঁয়ে নামায পড়ো?" আমি বললামঃ " হে আল্লার রাসূল, জী-হাঁ।" তিনি বললেনঃ এমনটি করো না। (নফল) রোযা মাঝে মধ্যে রাখবে, আবার মাঝে মধ্যে ভাংবে। তাহাজ্জুদ রাতে কিছুক্ষণ পড়বে, আবার কিছুক্ষণ ঘুমাবে আরাম করবে। কারণ তোমার উপর তোমর শরীরের দাবী আছে, চোখের দাবী আছে, বিবির দাবী আছে এবং মেহমানের দাবী আছে। জেনে রেখো, যে ব্যক্তি সারা জীবন রোযা রাখলো, মূলতঃ সে রোযাই রাখেনি। প্রতিমাসে তিন দিন রোযা রাখা সারা জীবন রোযা রাখার সমান। প্রতি মাসে তিনটা রোযা রাখবে। মাসে একবার কুরআন খতম করবে।" আমি আরয করলামঃ "আমি আরো অধিক করার সামর্থ রাখি।" তিনি বললেনঃ তবে, দাউদ (আঃ) এর মত রোযা রাখো। এটাই নফল রোযার সর্বোত্তম পন্থা। অর্থাৎ"-একদিন পর একদিন রোযা রাখো এবং সপ্তায় একবার কুরআন পড়ে শেষ করো। এর চেয়ে অধিক (বাড়াবাড়ি) করোনা" (বুখারী মিশকাত)।

ব্যাখ্যাঃ কুরআন পড়ার অর্থ তোতা পাখীর মতো–পড়ে যাওয়া নয়। বরঞ্চ কুরআন এমনভাবে পড়তে হবে, যেনো তা বুঝা যায় এবং কুরআনের বিষয় বস্তু নিয়ে গবেষণা ও চিন্তা ফিকির করা যায়। অপর একটি হাদীস থেকে জানা যায়, তিনদিনের কমে কোনো ক্রমেই কুরআন খতম করা ঠিক নয়।

٣٠ - عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ جَاءَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِىْ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجْعٍ اِشْتَدَّ بِىْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ قَدْ بَلَغَ بِىْ مِنَ الْوَجْعِ مَا تَرٰى وَاَنَا ذُوْ مَالٍ وَلَا يَرِثُنِىْ اِلَّا ابْنَةٌ لِىْ اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِىْ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَّتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ -

৩০. সায়াদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ "বিদায় হজ্জের বছর আমার এক কঠিন পীড়ায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) সেবা–সান্ত্বনা দানের জন্যে আমার নিকট আগমন করেন। আমি আরয করলামঃ হে আল্লার রাসূল, আমার পীড়া যন্ত্রণা যে কতো কঠিন পর্যায়ে পৌঁছেছে, তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আমার অনেক ধন–সম্পদ রয়েছে। অথচ আমার ওয়ারিশ একমাত্র কন্যা। আমি আমার দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ দান করতে পারি?" হুজুর বললেনঃ "না।" আমি বললামঃ "তবে অর্ধেক?" তিনি বললেনঃ 'না', আমি আরয করলাম, "তবে এক তৃতীয়াংশ?" তিনি বললেন, হাঁ, এক তৃতীয়াংশ। আর এক তৃতীয়াংশও অনেক। কারণ তুমি তোমার ওয়ারিশদের খোশহালে রেখে যাওয়া সে অবস্থা থেকে উত্তম যে তুমি তাদের দরিদ্র অবস্থায় রেখে মারা যাবে আর তারা মানুষের নিকট হাত পাতবে।"

নেকীর বিস্তৃত ধারণা

٣١ - عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا اَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا اَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا اَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا اَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ - (ادب المفرد)

৩১. মেকদাদ ইবনে মা'দীকারব থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছেনঃ তুমি নিজে যে খানা খাচ্ছ, তা তোমার জন্যে সদকা। তোমার সন্তানদের যে খানা খাওয়াচ্ছ, তা তোমার জন্যে সদকা, তোমার বিবিকে যে খানা খাওয়াচ্ছ, তা তোমার জন্যে সদকা। এমনকি তোমার চাকরকে যে খানা খাওয়াচ্ছ, তাও তোমার জন্য সদকা। –(আদাবুল মুফরাদ)।

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ হালাল উপার্জন দ্বারা কোনো ব্যক্তি যা নিজে খায় এবং সন্তান-সন্ততি ও পরিবার পরিজনকে খাওয়ায়, আল্লার দরবারে সে এর বিনিময়ে সওয়াব ও পুরস্কার লাভ করবে।

٣٢- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِىْ بُضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَأْتِىْ اَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا اَجْرٌ قَالَ اَرَاَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِىْ حَرَامٍ كَانَ عَلَيْهِ فِيْهِ وِزْرٌ فَكَذَالِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلَالِ كَانَ لَهُ اَجْرٌ - (مسلم)

.৩২. আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ একবার 'সুবহানাল্লাহ' বলা সদকা। একবার 'আল্লাহু আকবর' বলা সদকা। একবার 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা সদকা। একবার 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা সদকা। ভালো কাজের আদেশ দেওয়া সদকা। মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা সদকা। নিজের যৌন চাহিদা মিটানো সদকা। "লোকেরা আরয করলো আমাদের কেউ নিজের খায়েশ পূরণ করলে, সেজন্যেও কি সে সওয়াব ও পুরস্কারের অধিকারী হবে?" তিনি বললেনঃ হাঁ, যদি সে না জায়েয পন্থায় নিজের কামনা পূর্ণ করতো, তবে কি সে গুনাহগার হতো না? অতএব সে যখন জায়েয পন্থায় নিজের খায়েশ মিঠাবে, তখন সে সওয়াব ও পুরস্কার অধিকারী হবে। –(মুসলিম, মিসকাত)।

দুনিয়ার যিন্দেগী সম্পর্কে মুমিনের দৃষ্টিকোণ

٣٣- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ - (مسلم)

৩৩. আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ দুনিয়া খুবই মিষ্টি-সুস্বাদু, সবুজ মনোরম। আর আল্লাহ তায়ালা তাতে তোমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দিয়ে দেখছেন, তোমরা কিরূপ আমল করো। -(সহীহ মুসলিম)।

ব্যাখ্যাঃ বান্দাদের আল্লাহ তায়ালা যেসব নেয়ামত দান করেছেন, মূলত তারা সেগুলোর মালিক নয়। প্রকৃত মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। মানুষকে কেবল খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বই অর্পণ করা হয়েছে। সুতরাং বান্দাহর কর্তব্য হচ্ছে, তার নিকট যেসব সামগ্রী রয়েছে, সে এগুলো দ্বারা প্রকৃত মালিকের মর্জি পূর্ণ করবে।

٣٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِرِ- (مسلم)

৩৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ দুনিয়া মুমিনের কারাগার আর কাফিরের জান্নাত।

ব্যাখ্যাঃ শরীয়তের চার দেয়ালের ভিতরে থেকে মুমিনকে যিন্দেগী যাপন করতে হয়। এ জন্যেই একজন বন্দীর জেলখানার মতোই মুমিনের দুনিয়া। পক্ষান্তরে, কাফির নিজেকে শরীয়তের আনুগত্য থেকে মুক্ত মনে করে। এ জন্যই সে লাগামহীন ঘোড়া এবং মুক্ত ষাঁড়ের মতো যেখানে মন চায়, সেখানেই মুখ লাগায়।

দুনিয়ার জীবনে মুমিনের কর্মনীতি

٣٥- عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَ عَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ-

৩৫. সাদ্দাদ ইবনে আউস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "বুদ্ধিমান-জ্ঞানী সে ব্যক্তি, যে আত্মসমালোচনা করলো এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য আমল করলো। আর দুর্বল কাপুরুষ সে ব্যক্তি, যে তার নফসকে খাহেশ ও কামনা-বাসনার অনুসারী করে দিয়েছে অথচ আল্লার অনুগ্রহের আশা করে বসে আছে"। (তিরমিযী)।

٣٦- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْاِيْمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِيْ اٰخِيَّتِهٖ يَجُوْلُ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى اٰخِيَّتِهٖ وَاِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُوْ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى الْاِيْمَانِ فَاَطْعِمُوْا طَعَامَكُمُ الْاَتْقِيَاءَ وَاَوْلُوْا مَعْرُوْفَكُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ- (بيهقى)

৩৬. আবুসায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ মুমিন এবং ঈমানের উদাহরণ হচ্ছে সেই ঘোড়ার মতো, যে খুঁটির সাথে বাঁধা রয়েছে এবং ঘুরে ফিরে খুটির দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। ঠিক এমনিভাবে মুমিনেরও ভুল ত্রুটি হয়ে যায়। অবশেষে সে ঈমানের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। নেককার লোকদেরকে তোমাদের খানা খেতে দাও এবং মুমিনদের প্রতি ইহসান করো। –(বায়হাকী, মিশকাত)।

٣٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرْبَعٌ مَنْ اُعْطِيَهُنَّ اُعْطِىَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ قَلْبٌ شَاكِرٌ وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ وَزَوْجَةٌ لَا تَبْغِيْهِ خَوْنًا فِىْ نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ - (بيهقى)

৩৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেনঃ চারিটি জিনিস আছে। যাকে সেগুলো দান করা হলো, দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ তাকে দান করা হলোঃ (১) কৃতজ্ঞ অন্তর (২) আল্লাহ স্মরণকারী যবান (৩) মসীবতে ধৈর্যাবলম্বনকারী দেহ এবং (৪) এমন স্ত্রী যে তার নিজেকে এবং স্বামীর সম্পদে খেয়ানত করে না।

٣٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ الَّذِىْ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلٰى اَذَاهُمْ اَفْضَلُ مِنَ الَّذِىْ لَا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلٰى اَذَاهُمْ -

৩৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে মুসলমান মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং তাদের দেয়া কষ্টে সবর করে, সে ঐ মুসলমান থেকে উত্তম যে মানুষের সাথে মিশেনা এবং তাদের দেয়া কষ্টে সবর করে না"। (তিরমিযী)।

٣٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ (رواه الترمذى والنسائى وزاد البيهقى فى شعب الايمان برواية فضالة) وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهٗ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوْبَ -(مشكوة)

৩৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মুসলমান সে ব্যক্তি, যার মুখ এবং হাত থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে। মুমিন সে ব্যক্তি, যার দ্বারা লোকেরা জান-মাল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকে। মুজাহিদ সে ব্যক্তি যে আল্লার আনুগত্যের ব্যাপারে আত্মার সাথে লড়াই করে। আর মুহাজির সে ব্যক্তি, যে গুনাহ-খাতা বর্জন করে চলে। (মিশকাত)

৩. দীনের জ্ঞানার্জন করার ফযীলত

ইল্‌ম্ হিকমাত এবং দ্বীনি জ্ঞানার্জন করার ফযীলত

٤٠- عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ اِلَّا فِىْ اِثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهٗ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا - (بخارى، مسلم ، مشكوة :كتاب العلم)

৪০. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দু'ব্যক্তির ব্যাপারে 'হাসাদ' জায়েজঃ (১) যাকে আল্লাহ তায়ালা ধণ সম্পদ দান করেছেন। অতপর সে সম্পদ সত্য পথে বিলিয়ে দেবার তৌফিক তাকে দিয়েছেন। (২) যাকে আল্লাহ তায়ালা (দীনের) হিকমাত দ্বারা বিভূষিত করেছেন। অতপর সে ব্যক্তি এ হিকমাত অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে এবং লোকদের তা শিক্ষাদান করে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত কিতাবুল ইলম-পৃঃ ২৪)।

ব্যাখ্যাঃ এখানে 'হাসাদ' মানে-ঈর্ষা বা কারো সমান হবার আকাঙ্খা। হাদীসটির মূল বক্তব্য হচ্ছে, এদুটি এমন নেকীর কাজ যেগুলোর ব্যাপারে ঈর্ষা করা যায়; বরং করাই উচিত।

٤١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِّنْ اِحْيَائِهَا - (دارمى ، مشكوة:كتاب العلم)

৪১. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাতের কিছু অংশ জ্ঞান চর্চা করা গোটা রাত জেগে (নফল) ইবাদত করার চাইতে উত্তম। দারমী, মিশকাত-কিতাবুল ইলম-পৃঃ ২৮)।

٤٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا - (الترمذى ، مشكوة)

৪২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ জ্ঞানের কথা বিজ্ঞজনের হারানো সম্পদ। সে যেখানেই তা পাবে সে-ই হবে তার সবচেয়ে বেশী অধিকারী। (তিরমিযী, মিশকাত)।

٤٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ -

(৪৩) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ একজন সমুঝদার আলেম শয়তানের নিকট এক হাজার আবেদের তুলনায় অধিক ভয়াবহ।

ব্যাখ্যাঃ একজন আবেদ ও যাহেদ ব্যক্তি সাধ্যানুযায়ী ব্যক্তিগত ভাবে দীনের কমবেশী মাসায়েলের উপর আমল করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তার এই ব্যক্তিগত নেকী দ্বারা পরিবেশের পরিবর্তন হয় না এবং শয়তানী ফেতনা-ফাসাদও বন্দ হয়ে যায় না। এ কারণেই দীনের সঠিক সমুঝদার ব্যক্তি শয়তানের জন্যে বিচলিত হবার কারণ।

٤٤- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَضَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَاَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى لَهَا مِنْ سَامِعٍ-

৪৪. ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ তাঁর সে বান্দাকে সবুজ-সতেজ করে রাখবেন, যে আমার কথা শুনলো, তার হেফাযত করলো, তা স্মরণে রাখলো এবং যেভাবে শুনেছে ঠিক সেভাবেই হুবুহু অন্য লোকের নিকট পৌঁছে দিলো। অনেক সময় এমন হয় যে, (পরোক্ষভাবে) যার নিকট একটি কথা পৌঁছেছে, সে তার (প্রত্যক্ষ) শ্রবণকারী অপেক্ষা বেশী ও ভালো করে তা স্মরণ রেখেছে। (মিশকাত পৃ-৩৫)

প্রচার ও সংশোধনের হিকমাত

٤٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمُوْا وَيَسِّرُوْا وَعَلِّمُوْا وَيَسِّرُوْا ثَلٰثَ مَرَّةٍ وَاِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ مَرَّتَيْنِ - (الادب المفرد)

৪৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'দীন শিক্ষা দাও এবং তা লোকদের জন্য সহজ সাধ্য করো'-একথা (তিনবার বললেন)। 'আর তোমার মধ্যে যখন রাগ ও ক্রোধের উদ্ভব হয়, তখন নীরব-নিশ্চুপ হয়ে যাও' (একথা দু'বার বললেন)। (আল-আদাবুল মুফরাদ)।

٤٦ - عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِىْ كُلِّ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهٗ رَجُلٌ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَوَدِدْتُ اَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا فِىْ كُلِّ يَوْمٍ قَالَ اَمَا اَنَّهٗ يَمْنَعُنِىْ مِنْ ذَالِكَ اَنِّىْ اَكْرَهُ اَنْ اُمِلَّكُمْ وَاَنِّىْ اَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا -

৪৬. শাকীক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) প্রত্যেক বিষ্যুদবারে লোকদের ওয়ায-নসীহত করতেন। একবার একজন লোক তাঁকে বললোঃ হে আবু আব্দুর রহমান! আমার অন্তরের একান্ত বাসনা যে, আপনি প্রতিদিনই আমাদের এরূপ নসীহত করুন। তিনি বললেনঃ এ ভয়টাই এ কাজ থেকে আমাকে বিরত রাখে যে, আমি তোমাদের মধ্যে বিরক্ত ও অনীহা সৃষ্টিকে অপছন্দ করি। আমি তোমাদের প্রতি ওয়ায-নসীহতের ব্যাপারে সেরূপ দৃষ্টি রাখছি, যেরূপ আমাদের বিরক্ত হবার আশংকায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের প্রতি খেয়াল রাখতেন। (বুখারী, মুসলিম)

٤٧ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّ مَا يُوَاجِهُ الرَّجُلَ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهٗ فَدَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا رَجُلٌ وَعَلَيْهِ اَثَرُ صُفْرَةٍ فَلَمَّا قَامَ قَالَ لِاَصْحَابِهٖ لَوْ غَيَّرَ اَوْ نَزَعَ هٰذِهِ الصُّفْرَةَ - (الادب المفرد)

৪৭. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী করীম (সঃ)-কারো কোনো কিছু অপছন্দ হলে সামনাসামনিই তার দোষ ধরতেন-এরূপ খুব কমই দেখা গিয়েছে। একদিন একটা লোক তাঁর নিকট আসলো। লোকটার পরিচ্ছেদে হলুদ রঙের দাগ ছিলো। সে যখন (বিদায় নিয়ে চলে যেতে) দন্ডায়মান হলো তখন হুজুর (সঃ) সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেনঃ এ লোকটি যদি হলুদ বর্ণের চিহ্নটি পালটিয়ে ফেলতো কিংবা তা ধুয়ে পরিচ্ছন্ন করে ফেলতো, (তবে কতই না ভালো হতো)। (আল আদাবুল মুফরাদ, পৃঃ ৬৪)।

ব্যাখ্যাঃ সমাজের প্রভাবশালী ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি যদি কথায় কথায় লোকদের সামনা সামনি দোষ ধরতে থাকেন, তবে তা দ্বারা তার মধ্যে ভাল প্রভাব পড়ার পরিবর্তে জিদ এবং হঠকারিতা পয়দা হয়ে যেতে পারে। এ কারণে সংশোধনের ব্যাপারে নেতৃবৃন্দকে বিজ্ঞান সম্মত কর্মপন্থা অবলম্বন করা উচিত।

٤٨ - عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ
مَرَّةً فَاِنْ اَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ فَاِنْ اَكْثَرْتَ فَثَلٰثَ مَرَّاتٍ وَلَا
تُمِلَّ النَّاسَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ وَلَا اُلْفِيَنَّكَ تَأْتِى الْقَوْمَ وَهُمْ فِىْ
حَدِيْثٍ مِنْ حَدِيْثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ
حَدِيْثَهُمْ فَتُمِلُّهُمْ وَلٰكِنْ اَنْصِتْ فَاِذَا اَمَرُوْكَ
فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُوْنَهُ وَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ
فَاجْتَنِبْهُ فَاِنِّىْ عَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَاَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُوْنَ -

৪৮. ইকরামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ প্রত্যেক জুমায় (সপ্তাহে) লোকদের একবার ওয়ায–নসীহত করবে। আরো অধিক করতে চাইলে দু'বার, তার চাইতেও অধিক করতে চাইলে তিনবার। লোকদের এ কুরআনের ব্যাপারে বিরক্ত করে তুলোনা। এমন যেনো না হয় যে, তোমরা লোকদের নিকট গিয়ে তাদেরকে তাদের নিজস্ব কথা–বার্তায় মশগুল দেখতে পাও আর এমতাবস্থায়ই তাদেরকে ওয়ায–নসীহত করতে শুরু করে দিয়ে তাদের আলোচনার ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে তাদের অন্তরকে ঘৃণা ও বিরক্তিতে পরিপূর্ণ করে দাও। বরং তোমরা ধৈর্যের সাথে চুপ থাকো এবং তারা যখন আগ্রহ ও উৎসাহের সাথে তোমার কথা শুনতে চাইবে, তখন তাদের নসীহত করো। দোয়ায় ছন্দ মিল থেকে বিরত থাকো। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে দেখেছি–তাঁরা এরূপ করতেন না।

٤٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّكَ تَأْتِىْ قَوْمًا اَهْلَ
كِتَابٍ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا
رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدِ
افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَاِنْ
هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ
صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ
فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ
دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ -

৪৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুয়াযকে ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন। পাঠাবার কালে তাকে বলেছিলেনঃ তুমি আহ্‌লে

কিতাবদের নিকট যাচ্ছো। তাদেরকে (সর্ব প্রথম) 'আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নেই, মুহাম্মদ 'আল্লার রাসূল'-একথার সাক্ষ্যদানের প্রতি আহ্বান করবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তবে তাদের শিক্ষা দেবে যে, আল্লাহতায়ালা দিন রাতে তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা তা গ্রহণ করে, তবে তাদের জানাবে যে, তাদের উপর 'সদকা' (যাকাত) ফরয করা হয়েছে-যা তাদের ধনীদের থেকে আদায় করা হবে এবং গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হবে। এ কথা যদি তারা মেনে নেয়, তবে তাদের দামী দামী সম্পদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকো, মযলুমের ফরিয়াদ থেকে আত্মরক্ষা করবে। কারণ মযলুম ও আল্লার মাঝে কোনো আড়াল থাকে না। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)।

٥٠ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيْهُ فِى الدِّيْنِ اِنِ احْتِيْجَ اِلَيْهِ نَفَعَ وَاِنِ اسْتُغْنِىَ عَنْهُ اَغْنٰى نَفْسَهُ - (مشكوة)

৫০. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ দীন সম্পর্কে বুঝ-জ্ঞান রাখে-এমন ব্যক্তি কতইনা উত্তম! তার মুখাপেক্ষী হলে-ফায়দা দান করে আর তার প্রতি অনাগ্রহ দেখালে-সে আত্মনির্ভরশীল। (রিযযিন, মিশকাত-কিতাবুল ইলম-পৃঃ ২৭)

٥١ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتّٰى تُفْهَمَ عَنْهُ وَاِذَا اَتٰى عَلٰى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا -

৫১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কোনো কথা বলতেন, তা তিন তিনবার বলতেন, যাতে করে তা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। আর যখন কোনো কওম বা লোক সমষ্টির নিকট আসতেন, তখন তিনবার তাদের সালাম করতেন। (বুখারী, মিশকাত)।

সন্তান ও পরিবার পরিজনকে দীনি শিক্ষা প্রদান

٥٢ - عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهٗ مِنْ نُحْلٍ اَفْضَلُ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ - (ترمذى، مشكوة)

৫২. আইউব বিন মূসা তাঁর পিতার নিকট থেকে, তিনি তার দাদার নিকট হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ কোনো

পিতা তার সন্তানদের উত্তম চরিত্রের শিক্ষাদান অপেক্ষা অধিক ভালো কোনো জিনিসই দান করতে পারে না। (তিরমিযি, মিশকাত)।

٥٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهٗ اِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهٗ - (مسلم، مشكوة)

৫৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত,–রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ মানুষ যখন মরে যায়, তখন তার আমলও শেষ হয়ে যায়। অবশ্য তখনো তিন প্রকারের আমল বাকী থকে যায়ঃ (১) সদাকায়ে জারিয়া; অর্থাৎ–এমন দান সদকা যদ্বারা মানুষ দীর্ঘদিন পর্যন্ত লাভবান হতে থাকে। (২) এমন ইলম, যদ্বারা ফায়দা লাভ করা যেতে পারে এবং (৩) এমন সচ্চরিত্রবান সন্তান, যারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। (মুসলিম, মিশকাত)

٥٤- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشَرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ

৫৪. আমর ইবনে শুয়াইব, তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের সন্তান সাত বৎসর বয়েসে পৌঁছুলে তাদের নামায পড়তে তাকীদ করো এবং দশ বৎসর বয়েসে (নামায না পড়লে) শারিরিক শাস্তি প্রদান করো ও তাদের জন্যে আলাদা আলাদা বিছানার ব্যবস্থা করো। (আবু দাউদ, মিশকাত, সালাত অধ্যায় পৃঃ ৫০)

অর্থাৎ–সন্তানদের শৈশব থেকেই দীনি বিধি–বিধান মেনে চলায় অভ্যস্থ করে তুলতে হবে। বুঝানো এবং মৌখিক তাকিদের পরও যদি নামায না পড়ে, তবে এমতাবস্থায় উপযুক্ত মানের কঠোরতাও প্রয়োগ করা যেতে পারে। সন্তান যখন দশ বৎসর বয়স্ক হয়ে যায়, তখন তাদের বিছানা পৃথক পৃথক করে দিতে হবে। এ বয়স থেকে একত্রে শুতে দেয়া দুরুস্ত নেই।

দ্বীনের ব্যাপারে দায়িত্বহীন কথা বার্তা বলার নিষেধাজ্ঞা

٥٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْاٰنِ بِرَائِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ - (ترمذى)

৫৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি, বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে নিজের মতমতো কোনো কথা বলে, সে যেনো জাহান্নামে নিজের বাসস্থান বানিয়ে নেয়। (অন্য হাদীসে আছে) "যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞতা নিয়ে কোনো কথা বলে, সে যেনো জাহান্নামে নিজের ঠিকানা তৈরী করে নেয়।" (তিরমিযী)

٥٦ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ هَجَّرْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَالَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ -

৫৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদিন দুপুর বেলায় আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট গেলাম। তিনি দু'জন লোকের আওয়ায শুনলেন; তারা কোনো একটি আয়াত সম্পর্কে মতবিরোধ করছিলো। শুনে হুজুর (সঃ) বাইরে এলেন। তাঁর চেহারায় রাগের চিহ্ন উদ্ভাসিত। তিনি এসে তাদের বললেনঃ "তোমাদের পূর্বের লোকেরা আল-কিতাব সম্পর্কে মতবিরোধে লিপ্ত হওয়ার কারণে হালাক হয়েছে।" (মুসলিম মিশকাত)

ব্যাখ্যাঃ মনে রাখা দরকার কুরআন অধ্যয়ন কালে বুঝের বিভিন্নতা সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু নিজের মতকে আঁকড়ে ধরে তা নিয়ে ঝগড়া ও মুনাযেরা করা ইসলামী স্বভাবের সম্পূর্ণ খেলাফ।

٥٧ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيْرٌ أَوْ مَأْمُوْرٌ أَوْ مُخْتَالٌ -

৫৭. আউফ ইবনে মালেক আশজায়ী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ (দীনের ব্যাপারে) "বক্তৃতা করে আমীর, কিংবা

মা'মুর অথবা সেচ্ছাচারী–অহংকারী–দাগাবায।" (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যাঃ জনগণকে ওয়ায–নসীহত ও বক্তৃতা করার অধিকার ও দায়িত্ব হচ্ছে আমীরের কিংবা আমীরের মনোনীত ব্যক্তির। এ দু'ধরনের লোক ছাড়া অন্য কোন লোক যদি এ কাজ করে, তবে সে দায়িত্বহীন কথাবর্তা বলে থাকে এবং ভ্রান্ত পথে অগ্রসর হয়, যার ফলে সমাজে ফেতনা–ফাসাদ ও বিভেদ–বিচ্ছিন্নতা শুরু হয়ে যায়। (আবু দাউদ)

٥٨- عَنِ ابْنِ اَبِى نُعَيْمٍ قَالَ كُنْتُ شَاهِدًا ابْنَ عُمَرَ اِذْ سَئَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوْضَةِ فَقَالَ مِمَّنْ اَنْتَ قَالَ مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ اُنْظُرُوْا اِلٰى هٰذَا يَسْئَلُنِىْ عَنْ دَمِ الْبَعُوْضَةِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ هُمَا رَيْحَانَتَىَّ فِى الدُّنْيَا - (الادب المفرد)

৫৮. ইবনে আবু নয়ীম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার উপস্থিতিতে এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে উমারকে মশার রক্ত (হত্যা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি জানতে চাইলেনঃ "তুমি কোথাকার লোক?" সে বললোঃ "ইরাকী।" ইবনে উমার বললেনঃ দেখো, এ ব্যক্তি মশার রক্তের মাসআলা জানতে এসেছে; অথচ এই ইরাকীরাই রাসূলুল্লাহর (সঃ) কলিজার টুকরাকে কতল করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছিঃ এরা দু'জন (হাসান, হুসাইন) দুনিয়াতে আমার দুটি ফুল। (আদাবুল মুফরাদ)।

অর্থাৎ–এটা অত্যন্ত তাজ্জবের ব্যাপার যে, এরা নিশ্চিন্তে মানুষ হত্যা করার মতো অপরাধ করে, আর মশা মারা মাসআলা খুঁজে বেড়ায়।

ইসলামে এরূপ ধার্মিকতার কোনো দাম নেই। ক্ষুদ্র–তুচ্ছ মাসআলা সম্পর্কে মাথায় পাহাড় তুলে নেয় আর ইসলামের বুনিয়াদী বিধান লংঘন করতে কিংবা পদদলিত হতে দেখে টু শব্দটিও করে না।

٥٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَفْتٰى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهُ عَلٰى مَنْ اَفْتَاهُ وَمَنْ اَشَارَ عَلٰى اَخِيْهِ بِاَمْرٍ يَعْلَمُ اَنَّ الرُّشْدَ فِىْ غَيْرِهٖ فَقَدْ خَانَهُ - (ابوداؤد)

৫৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অজ্ঞতা ও বিনা ইলমে ফতোয়া দিলো, তবে এ

ভ্রান্ত ফতোয়ার গুনাহ্ ফতোয়া দানকারীর উপর বর্তাবে। যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইকে এমন পরামর্শ দিলো, অথচ সে জানে যে তার এ পরামর্শে কল্যাণ নেই, কল্যাণ অন্যকাজে–তবে 'নিঃসন্দেহে এ ব্যক্তি খেয়ানত করলো।'

বদ আলেম

٦٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللهِ لَا يَتَعَلَّمُهٗ اِلَّا لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَعْنِىْ رِيْحَهَا - (مشكوة)

৬০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি এমন শিক্ষা লাভ করলো, যে শিক্ষা দ্বারা আল্লার সন্তোষ লাভ করা যায়। অথচ যে ব্যক্তি কেবল দুনিয়ার সামগ্রী লাভের উদ্দেশ্যেই সে শিক্ষা লাভ করেছে –এমন ব্যক্তি বেহেশ্তের সুগন্ধিও পাবে না।"

٦١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهٗ ثُمَّ كَتَمَهٗ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ - (مسند احمد)

৬১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কোনো ব্যক্তিকে যদি কোনো ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়; অথচ জানা সত্বেও সে তা গোপন রাখে, এমন ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন আগুনের লেগাম পরিধান করানো হবে"। (মসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী,)

٦٢- عَنْ سُفْيَانَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِكَعْبٍ مَنْ اَرْبَابُ الْعِلْمِ قَالَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ بِمَا يَعْلَمُوْنَ قَالَ فَمَا اَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوْبِ الْعُلَمَاءِ قَالَ الطَّمَعُ - (دارمى)

৬২. সুফিয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব কায়াবের (রাঃ) নিকট জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'জ্ঞানী লোক কারা?" জবাবে কায়াব বললেনঃ "তারাই হচ্ছে জ্ঞানী লোক–যারা নিজেদের ইল্ম অনুযায়ী আমল করে।" উমার বললেনঃ কোন্ জিনিস আলেমদের অন্তর

থেকে ইলমের নূর ও বরকত উঠিয়ে নিলো? কায়াব (রাঃ) বললেনঃ দুনিয়ার প্রতি লোভ–লালসা। (দারমী)।

٦٣- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْلِيُمَارِىَ
بِهِ السُّفَهَاءَ اَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْهِ اَدْخَلَهُ
اللهُ النَّارَ- (ترمذى)

৬৩. কায়াব ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ইল্‌ম অর্জন করে অন্য আলেমদের সমকক্ষতা লাভের উদ্দেশ্যে, কিংবা বেওকুফদের সাথে তর্ক–বহছ করার উদ্দেশ্যে অথবা এর দ্বারা লোকদের দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট করার নিয়্যতে। তবে এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তায়ালা জাহান্নামে দাখিল করবেন। (তিরমিযী)।

٦٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اِنَّ اُنَاسًا مِّنْ اُمَّتِىْ سَيَتَفَقَّهُوْنَ فِى الدِّيْنِ وَ
يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ يَقُوْلُوْنَ نَاْتِى الْاُمَرَآءَ فَنُصِيْبُ مِنْ دُنْيَا
هُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِيْنِنَا وَلَا يَكُوْنُ ذَالِكَ كَمَا لَا يُجْتَنٰى
مِنَ الْقَتَادِ اِلَّا الشَّوْكُ كَذٰلِكَ لَا يُجْتَنٰى مِنْ قُرْبِهِمْ
اِلَّا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَاَنَّهُ يَعْنِى الْخَطَايَا -(مشكوة)

৬৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমার উম্মতের কিছু লোক দীনের বুঝ–সমুঝ অর্জন করবে, কুরআন পড়তে এবং পড়াতে থাকবে। সাথে সাথে তারা এ কথাও বলবে যে, আমরা শাসকদের নিকট এ জন্যে যাই যেনো তাদের দুনিয়াদারী থেকে আমরাও অংশ পাই আর আমাদের দীন তাদের থেকে আমরা আলাদা রাখবো। কিন্তু এটা অসম্ভব ব্যাপার। যেমন কাঁটাযুক্ত গাছে (আরোহনকালে) কাঁটার আঘাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। তেমনি (বদ) শাসকদের নৈকট্য থেকে গুণাহ্ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।"" (ইবনে মাজাহ, মিশকাত)।

٦٥- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوْا
الْعِلْمَ وَوَضَعُوْهُ عِنْدَ اَهْلِهِ سَادُوْا بِهِ اَهْلَ زَمَانِهِمْ
وَلٰكِنَّهُمْ بَذَلُوْهُ لِاَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوْا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ
فَهَانُوْا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ

اٰخِرَتِهٖ كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ
الْهُمُوْمُ اَحْوَالَ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ فِىْ اَىِّ اَوْدِيَتِهَا
هَلَكَ - (ابن ماجه)

৬৫. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আলেমরা যদি ইল্‌মের হেফাযত করতো এবং তা উপযুক্ত পাত্রে দান করতো, তাহলে তারা নিজ যুগের নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করতো। কিন্তু তারা তা দুনিয়াদারদের মধ্যে লুটিয়ে দেয়, যেনো দুনিয়াদারদের কিছু অংশ তারা লাভ করতে পারে। (এর ফল এ দাঁড়ায় যে) দুনিয়াদারদের দৃষ্টিতে এরূপ আলেমরা লাঞ্ছিত, অপমানিত ও মর্যাদাহীন হয়ে যায়। আমি তোমাদের নবী (সঃ) কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি সর্ব প্রকার চিন্তা-ফিকির ভুলে একমুখী হয়ে আখিরাতের চিন্তায় মগ্ন হয়ে যাবে, তার দুনিয়ার চিন্তার জন্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনায় উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে, এমন ব্যক্তি কোন্ মরু ময়দানে পড়ে হালাক হলো, সে খবরের পরোয়া আল্লাহ্ তায়ালা করেন না।" (ইবনে মাজাহ)

٦٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ
اللّٰهِ وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ قَالَ وَادٍ فِىْ جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ
كُلَّ يَوْمٍ اَرْبَعَ مِائَةِ مَرَّةٍ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ
يَدْخُلُهَا قَالَ الْقُرَّاءُ الْمُرَاءُوْنَ بِاَعْمَالِهِمْ - رواه الترمذى
وكذا ابن ماجة و زاد فيه وَاِنَّ مِنْ اَبْغَضِ الْقُرَّاءِ اِلَى
اللّٰهِ تَعَالَى الَّذِيْنَ يَزُوْرُوْنَ الْاُمَرَاءَ قَالَ الْمُحَارِبِىُّ يَعْنِىْ
الْجَوَرَةَ -

৬৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ 'জুব্বুল হুয্‌ন' থেকে "আল্লার 'নিকট আশ্রয় চাও।" লোকেরা বললোঃ "হে আল্লার রাসূল" জুব্বুল হুয্‌ন' কি? "তিনি বললেন, জাহান্নামের একটা ঘাটি। খোদ জাহান্নামই দৈনিক চারশবার এ ঘাটি থেকে পানাহ্ চায়।" জিজ্ঞাসা করা হলোঃ হে আল্লার রাসূল। "তাতে কারা প্রবেশ করবে?" তিনি বললেনঃ "সেসব আলেম যারা নিজেদের ইলম ও আমলের প্রদর্শনী করে বেড়ায়।" (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যাঃ ইবনে মাজাতেও একই হাদীস রয়েছে। তবে সেখানে এ কথাটিও রয়েছে যে, আল্লার নিকট সর্বাধিক ঘৃনিত আলেম তারা, যারা শাসকদের মসনদ তওয়াফ করে বেড়ায়। মুহাবেরী বলেন, শাসক বলতে এখানে যালেম শাসকদের বুঝানো হয়েছে।

৪. ইক্বামতে দ্বীন

দ্বীনের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবণের চেষ্টা সংগ্রাম

٦٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَءَ الْاِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ (صحيح مسلم) وفى رواية للترمذى هُمُ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِىْ مِنْ سُنَّتِىْ -

৬৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "দীনের সূচনা হয়েছে দরিদ্র-অজ্ঞাত ও অপরিচিত পরিবেশে আর এ প্রাথমিক অবস্থায় পূণরাবির্ভাব ঘটবে। সে সময়কার দরিদ্র-অজ্ঞাত লোকদের জন্যে সুসংবাদ ও মুবারকবাদ।" (মুসলিম)

তিরমিযীর একটি বর্ণনায় অতিরিক্ত একথাটিও আছেঃ এরা হবে ঐ সমস্ত লোক, যারা ঐ সব ভাংগনও বিপর্যয়কে সংস্কার-সংশোধন করবে, আমার মৃত্যুর পর লোকেরা আমার সুন্নাতে যে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

٦٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهُ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ - (بيهقى)

৬৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "আমার উম্মতের অধঃপতন ও বিপর্যয়কালে যে ব্যক্তি আমার পথ-পন্থা ও সুন্নাতকে আকড়ে ধরবে, তার জন্যে একশ' শহীদের সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে।" (বায়হাকী, মিশকাত)।

ব্যাখ্যাঃ সুন্নাতে রাসূলের সঠিক অনুসরণ ও অনুবর্তনের পন্থা হচ্ছেঃ যে সুন্নাত যত বেশী গুরুত্বপূর্ণ, তাকে ততো বেশী গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। যে সুন্নাতের দাবী অগ্রগন্য তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যেটির গুরুত্ব যতো কম, তার গুরুত্ব সেভাবেই দিতে হবে। এমনটি যেনো না হয় যে আপনি দ্বীনের বুনিয়াদী-সুন্নাতগুলোকে পদদলিত করছেন আর শাখা-প্রশাখা ও নফল-মোবাহ্ জাতীয় বিষয় নিয়ে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে পড়েছেন। মুসলমানের পক্ষে এরূপ অদূরদর্শী পন্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় নয়।

٦٩- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهٖ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ - (ترمذى ، مشكوٰة)

৬৯. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, এমন একটি যুগ আসবে, যখন দীনের উপর যারা অটল–অবিচল থাকবে, তাদের অবস্থা হবে হাতে জ্বলন্ত কয়লা ধারণকারীর মতো। (তিরমিযী, মিশকাত)।

ব্যাখ্যাঃ এখানে দীন শব্দটি তার পারিভাষিক ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এ দীন মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগ পরিব্যাপ্ত। এ হচ্ছে সে দীন যার উত্থান ঘটলে সমস্ত কাফেরী ও ফাসেকী শক্তি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত ধুলিস্মাৎ হয়ে যায়। কিন্তু দীন দ্বারা যদি কেবলমাত্র নামায, রোযা, জানাযা ও খতনা এবং এগুলোর বিধি–বিধান বুঝানো হয়, তবে এমন দীন দ্বারা বাতিল শক্তির কিছুই যায় আসে না।

٧٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِقَامَةُ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ مَطَرٍ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فِىْ بِلَادِ اللّٰهِ - (ابن ماجه ، مشكوٰة)

৭০.আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালার কোনো একটি 'হদ' (দন্ড) কার্যকর করা আল্লার নগরসমূহে চল্লিশ রাত বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার চাইতে উত্তম। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত)।

٧١- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةَ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ -

৭১. আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যালেম ও অত্যাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ। (ইবনে মাজাহ)।

٧٢- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ -

৭২. আবু সায়ীদ খুদরী রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ কোনো অন্যায় ও অপরাধ হতে দেখলে সে যেনো হাত দ্বারা তার পরিবর্তন সাধন করে দেয়। একাজ

করতে যদি সে সক্ষম না হয় তাহলে যেন যবান দ্বারা সে এ কাজ করে।এতেও যদি সে সক্ষম না হয় তবে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে। আর এটা হচ্ছে ঈমানের দূর্বলতম পর্যায় (মুসলিম–মিশকাত)

ব্যাখ্যাঃ 'হাত দ্বারা' মানে–শক্তি দ্বারা। 'যবান দ্বারা' মানে–বক্তৃতা–বিবৃতি ও আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে এ কাজের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করা। শক্তি বা বল প্রয়োগের ব্যাপারে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অপরাধ নির্মূলের ব্যাপারে ব্যক্তিগত ভাবে কোনো ব্যক্তি নিজের হাতে আইন তুলে নেবেন না বরঞ্চ এ কাজের অনিবার্য দাবী হচ্ছে ইসলামী নেতৃত্ব।

٧٣- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِىْ حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا قَوْمٍ نِ اسْتَهَمُوْا سَفِيْنَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِىْ اَعْلَاهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِىْ اَسْفَلِهَا فَكَانَ الَّذِىْ فِىْ اَسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِيْنَ فِىْ اَعْلَاهَا فَتَاَذَّوْا بِهٖ فَاَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ اَسْفَلَ السَّفِيْنَةِ فَاَتَوْهُ فَقَالُوْا مَا لَكَ قَالَ قَدْ تَاَذَّيْتُمْ بِىْ وَلَا بُدَّ لِىْ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ اَخَذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ اَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا اَنْفُسَهُمْ وَاِنْ تَرَكُوْا اَهْلَكُوْهُ وَاَهْلَكُوْا اَنْفُسَهُمْ - (بخارى)

৭৩. নু'মান ইবনে বশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালার (প্রতিষ্ঠিত) বিধি–বিধানকে যারা দূর্বল মনে করে আর যারা তা লংঘণ করে এদের উদাহরণ হচ্ছে সেই লোকদের মতো, যারা একটি জাহাজে আরোহণের–জন্যে–'কোরা' ফেললো। এর ফলাফল অনুযায়ী কিছু লোক জাহাজের উপর তলায় আর কিছু লোক নীচ তলায় আরোহণ করলো। নীচের লোকেরা পানির জন্যে উপরের লোকদের অতিক্রম করলে উপর তলার লোকেরা কষ্ট অনুভব করলো। সুতরাং নীচ তলার একজন কুঠার হাতে নিয়ে জাহাজের তলা ছিদ্র করতে শুরু করলো। এতে উপরের লোকেরা এসে তাকে জিজ্ঞেস করলোঃ এ কি করছো? সে বললোঃ 'আমরা পানি আনতে গেলে তোমরা কষ্ট অনুভব করো। অথচ পানি আমাদের লাগবেই।' এখন যদি উপর তলার লোকেরা তার হাত চেপে ধরে তবে তারা তাকেও বাঁচাতে পারে এবং নিজেরাও বাঁচতে পারে। আর যদি তাকে এ অবস্থায় ছেড়ে দেয় তবে তাকেও ধ্বংস করলো এবং নিজেরাও ধ্বংস হলো। (বুখারী)

দীনি আত্ম মর্যাদা বোধ

٧٤- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ اِلَّا اخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا مَالَمْ يَكُنْ اِثْمًا فَاِذَا كَانَ اِثْمًا كَانَ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ اِلَّا اَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ - (الادب المفرد)

৭৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখনই রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে দুটি কাজের মধ্যে একটি গ্রহণের এখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তখন তিনি সহজতরটি গ্রহণ করতেন যদি না তা গুণাহের পর্যায়ে পড়তো। হাঁ যদি তা গুনাহের পর্যায়ে পড়তো তবে তিনি তা থেকে সকলের চেয়ে অধিক দূরে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) কখনো নিজের জন্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু যখনই আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত সীমা লংঘণ হওয়ার আশংকা দেখা দিতো, তখন আল্লার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। (আদাবুল মুফরাদ)

٧٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِى الْقَدْرِ فَغَضِبَ حَتّٰى احْمَرَّ وَجْهُهُ حَتّٰى كَاَنَّمَا فُقِئَ فِىْ وَجْنَتَيْهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ اَبِهٰذَا اُمِرْتُمْ اَمْ بِهٰذَا اُرْسِلْتُ اِلَيْكُمْ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْا فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ عَزَمْتُ - (ترمذى)

৭৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন আমরা 'তাকদীর' সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত ছিলাম। আমাদের বিতর্ক শুনে তিনি রাগান্বিত হলেন। এমনকি তাঁর মুখমন্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করলো, যেনো তাঁর দুটি কপোলে আনার ফলের রস নিংড়ে দেয়া হয়েছে। (এমতাবস্থায়) তিনি বললেন, এমনটি করার কি তোমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে? আর নাকি এ উদ্দেশ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি? তোমাদের পূর্বের লোকেরা যখনই এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে, তখনই তারা ধ্বংস হয়েছে। আমি তোমাদের সতর্ক করছি, আমি তোমাদের সতর্ক করছি। এ বিষয়ে যেনো তোমরা বিতর্কে লিপ্ত না হও। (তিরমিযী)

٧٦- عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلٌ اَهْلَهُ اَنْ يَّاتُوْا
الْمَسَاجِدَ فَقَالَ اِبْنٌ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَاِنَّا نَمْنَعُهُنَّ
فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَتَقُوْلُ هٰذَا قَالَ فَمَا كَلَّمَهُ عَبْدُ اللّٰهِ حَتّٰى مَاتَ-

৭৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমারের সূত্রে মুজাহিদ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ কেউ যেনো নিজ পরিবার পরিজনকে মসজিদে আসতে নিষেধ না করে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার থেকে এ হাদীস শুনে তাঁর এক পুত্র বললোঃ আমরা অবশ্যই নারীদের মসজিদে আসতে নিষেধ করবো। পুত্রের কথা শুনে আব্দুল্লাহ বললেনঃ আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহর হাদীস শুনাচ্ছি, অথচ তুমি এমন কথা বললে! (মুজাহিদ বলেন) এ ঘটনার পর আব্দুল্লাহ ইবনে উমার তাঁর–এ পুত্রের সাথে মৃত্যু পর্যন্ত কথা বলেননি। (মুসনাদে আহমদ)

٧٧- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى
قَوْمٍ فِيْهِمْ مُتَخَلِّقٌ بِخَلُوْقٍ فَنَظَرَ اِلَيْهِمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ
وَاَعْرَضَ عَنِ الرَّجُلِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَعْرَضْتَ عَنِّيْ قَالَ بَيْنَ
عَيْنَيْهِ جَمْرَةٌ- (مشكوٰة)

৭৭. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এমন এক কওমের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যাদের এক ব্যক্তি জরদ রঙের খুশবু লাগিয়েছিলো। তিনি তাদের দিকে তাকালেন এবং তাদের সালাম করলেন এবং সে ব্যক্তির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে ব্যক্তি বললোঃ আপনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন! হুজুর (সঃ) বললেনঃ তার দুচোখের মাঝখানে অঙ্গার। (মিশকাত)।

ব্যাখ্যাঃ এখানে এমন আতর বা খোশবুর কথা বলা হয়েছে যার মধ্যে জাফরানের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। এ আতর যেখানে লাগানো হয়, সেখানে কাপড় জরদ রং ধারণ করে। হুজুর (সঃ) এ'মনটি অপসন্দ করতেন।

٧٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَا تَعُوْدُوْا شُرَّابَ
الْخَمْرِ اِذَا مَرِضُوْا- (الادب المفرد)

৭৮. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ শরাবখোর রোগগ্রস্থ হলে তোমরা তার সেবা–যত্ন করতে যেয়ো না।

৭৯ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ فِيْ دَارِهَا كَانُوْا
سُكَّانًا فِيْهَا عِنْدَهُمْ نَرْدٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ لَئِنْ لَمْ
تُخْرِجُوْهَا لَأُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ دَارِيْ وَأَنْكَرَتْ ذَالِكَ
عَلَيْهِمْ - (الادب المفرد)

৭৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি জানতে পারলেন তার বাড়ীতে বসবাস রত একটি পরিবারের নিকট শতরঞ্জ (দাবা) খেলার সরঞ্জাম রয়েছে। তিনি তাদের বলে পাঠালেনঃ "তোমরা যদি জুয়া বাজীর এসব সরঞ্জাম বাইরে ফেলে না দাও, তাহলে আমি তোমাদের আমার বাড়ী থেকে বের করে দেবো।" (আল–আদাবুল মুফরাদ)।

৮০ - عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ رض قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا مَعَ عُمَرَ
بْنِ الْخَطَّابِ الشَّامَ أَتَاهُ الدِّهْقَانُ قَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ
إِنِّيْ قَدْ صَنَعْتُ لَكَ طَعَامًا فَأُحِبُّ أَنْ تَأْتِيَنِيْ بِأَشْرَافِ
مَنْ مَعَكَ - فَإِنَّهُ أَقْوَى لِيْ فِيْ عَمَلِيْ وَأَشْرَفُ لِيْ - قَالَ
إِنَّا لَا نَسْتَطِيْعُ أَنْ نَدْخُلَ كَنَائِسَكُمْ هٰذِهِ مَعَ الصُّوَرِ
الَّتِيْ فِيْهَا - (الادب المفرد)

৮০. উমারের (রাঃ) আযাদকৃত গোলাম আসলাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা যখন উমারের সাথে সিরিয়া পৌছুলুম, তখন একজন গ্রাম্য মাতাব্বর এসে তাঁর নিকট আরয করলোঃ 'আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার জন্যে খানা তৈরী করেছি। আমর ইচ্ছা আপনি আপনার সম্মানিত সঙ্গীদের নিয়ে আমার ওখানে তাশরীফ আনুন। এতে করে আমি আমার কর্মে প্রেরণা পাবো আর এটা আমার সম্মানও বৃদ্ধি করবে।' উমার (রাঃ) বললেনঃ 'আমরা তোমাদের এসব গীরজায় প্রবেশ করতে পারব না, যাতে এসব চিত্র (ও মূর্তি) রয়েছে'। (আল–আদাবুল মুফরাদ)।

ব্যাখ্যাঃ এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তো মক্কী জীবনে কা'বা ঘরে দু'রাকায়াত নামায পড়ার একান্ত বাসনা পোষণ করতেন। অথচ তখন কা'বা ঘর হাজারো মূর্তিতে ভরপুর ছিলো। তবে কি হযরত উমার রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকেও অধিক দীনি আত্ম–মর্যাদা বোধ সম্পন্ন ছিলেন? এর জবাব হচ্ছে এই যে, মূলত নবী করীম (সঃ) মক্কী যিন্দেগীতে না ছিলেন ক্ষমতার অধিকারী আর না ছিলেন শাসক। বরঞ্চ তিনি তো সেখানে অত্যন্ত অসহায় ও মযলুমের জীবন যাপন করতেন। এমতাবস্থায় এসব চিত্র ও মূর্তিকে সাময়িক ভাবে বরদাশত করে নেয়ার মধ্যে শরয়ীভাবে কোনো দোষ ছিল না। কিন্তু হযরত উমার (রাঃ) যখন সিরিয়া আগমন করেন, তখন তিনি ছিলেন দুদন্ড প্রতাপশালী শাসক। এমতাবস্থায় এসব নিষিদ্ধ ও অপরাধমূলক কাজের ব্যাপারে সহনশীল হওয়া ছিলো সরাসরি ইসলামী মেযাজের বিরুদ্ধাচরণ।

٨١ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ اُمَرَاءُ ظَلَمَةٌ وَ وُزَرَاءُ فَسَقَةٌ وَقُضَاةٌ خَوَنَةٌ وَفُقَهَاءُ كَذَبَةٌ فَمَنْ اَدْرَكَ مِنْكُمْ ذَالِكَ الزَّمَنَ فَلَا يَكُوْنَنَّ لَهُمْ جَابِيًا وَلَا عَرِيْفًا وَ شُرْطِيًّا . (طبرانى)

৮১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ শেষ যামানায় যালেম শাসক, ফাসেক মন্ত্রী, অনিষ্টকারী বিচারক এবং মিথ্যাবাদী ফকীহদের আবির্ভাব ঘটবে। তোমাদের মধ্যে যারা সে যুগে বেঁচে থাকবে তারা যেনো এদের কর আদায়কারী না হয়। তাদের কোনো সরদারী জমিদারী গ্রহণ না করে এবং পুলিশ ও নিরাপত্তা বিভাগে কোনো পদ গ্রহণে রাজী না হয়। (তাবরানী)।

ব্যাখ্যাঃ এ নির্দেশের তাৎপর্য এই যে, কোনো মুমিন ব্যক্তি এমন অসৎ লোকদের অধীনে কোনো পদ গ্রহণ করলে, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও নীতির সাথে টক্কর লাগতে বাধ্য। এবং অসৎ শাসকদের চাপে পড়ে তাকে অনেক না জায়েয কাজে অংশ গ্রহণ করতে হতে পারে।

٨٢ - عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الْاِسْلَامِ . (بيهقى)

৮২. ইব্রাহীম ইবনে মাইসারাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোনো বেদআতপন্থীকে সম্মান বা ইজ্জত করলো, সে ইসলামের (আট্টালিকা) ভাংগার ব্যাপারে সাহায্য করলো। (বায়হাকী)।

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ

٨٣ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهٗ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ . (مسلم)

৮৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যু বরণ করলো যে সেঃ (ইসলামের জন্যে) যুদ্ধ-জিহাদ করেনি এবং অন্তরে একাজ করার চিন্তাও করেনি, তবে মুনাফেকীর একটা অংশের উপর তার মৃত্যু হলো। (মুসলিম)।

٨٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرِسُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - (مشكوة)

৮৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "দু'প্রকার চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। (১) যে চোখ আল্লার ভয়ে অশ্রুপাত করেছে আর (২) যে চোখ রাত জেগে আল্লার পথে পাহারারত থেকেছে।" (মিশকাত)

৫. ইবাদাত

নামাযের গুরুত্ব

٨٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ وَلَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَا طُهُوْرَ لَهٗ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا صَلٰوةَ لَهٗ اِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلٰوةِ مِنَ الدِّيْنِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ - (المعجم الصغير)

৮৫. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ যার আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই। যার পবিত্রতা নেই. তার নামায নেই। যার নামায নেই তার দীন নেই। গোটা শরীরের মধ্যে মাথার যে মর্যাদা, দীন ইসলামে নামাযের সে মর্যাদা। (আল–মুজামুস সগীর)।

٨٦ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْءٌ قَالُوْا لَا يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْءٌ قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلٰوتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا - (بخاري)

৮৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের ধারনা কি, যদি তোমাদের কারো বাড়ীর সম্মুখে একটা প্রবাহমান নদী থাকে এবং সে তাতে দৈনিক পাঁচ বার গোসল করে, তবে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকবে?' সাহাবায়ে কিরাম বললেনঃ 'জী–না, তার গায়ে কোনো ময়লা থাকবে না। হুজুর (সঃ) বললেনঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অবস্থাও এরূপই। আল্লাহ্ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাধ্যমে যাবতীয় গুনাহ্–খাতা মা'ফ করে দেন। (বুখারী)।

٨٧ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ

بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ
عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطٰى اِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ
الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ وَفِىْ حَدِيْثِ مَالِكِ
بْنِ اَنَسٍ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ رَدَّدَ مَرَّتَيْنِ

৮৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আমি কি তোমাদের এমন কিছু কথা শিক্ষা দেবো, যা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা গুণাহসমূহ মিটিয়ে দেন এবং উচ্চ মর্যাদা দান করেন? সাহাবায়ে কিরাম বললেনঃ অবশ্যই, হে রাসূলুল্লাহ! নবী করীম (সঃ) বললেনঃ (১) আবহাওয়া কষ্টদায়ক হওয়া সত্ত্বেও অযু পূর্ণ করা (২) মসজিদের দিকে অধিক পা উঠানো (অর্থাৎ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে হলেও মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে নামায পড়া) (৩) এক ওয়াক্ত নামায আদায় করার পর আরেক ওয়াক্তের জন্যে অপেক্ষায় থাকা। এটাই হলো 'রিবাত' (অর্থাৎ জিহাদের কাজে সীমান্ত পাহারা দেয়ার সমান। মালিক ইবনে আনাসের বর্ণনায় রয়েছে 'এটাই হলো 'রিবাত' একথাটা হুজুর (সঃ) দু'বার বলেছেন । (মুসলীম)

١٨ - عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَاَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ
فَاشْهَدُوْا لَهٗ بِالْاِيْمَانِ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ
مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ - (ترمذى)

৮৮. আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যখন কাউকেও নিয়মিতভাবে মসজিদে হাযির হতে দেখবে, তখন তোমরা তার মুমিন হওয়ার সাক্ষ্য দেবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লার মসজিদের আবাদ করে, সে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে। (তরমিযী)।

١٩ - عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِى الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ - (ترمذى، مشكوة)

৮৯. বুরাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যারা অন্ধকার রাতে সমজিদে গমন করে, কিয়ামতের দিন তাদের পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও। (তিরমিযী, মিশকাত)।

যাকাত

٩٠ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدْ اِضْطَرَّتْ اَيْدِيْهِمَا اِلٰى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيْهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ اِنْبَسَطَتْ عَنْهُ وَجَعَلَ الْبَخِيْلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَاَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا - (صحيح مسلم)

৯০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কৃপণ এবং সদকা দানকারীর উদাহরণ এমন দু'ব্যক্তির মতো, যারা লোহার বর্ম পরিধান করেছে। এতে করে সিনা এবং কণ্ঠের মাঝখানে তাদের হাত গুলো আটকে রয়েছে। দানশীল ব্যক্তি যখনই কোনো কিছু দান করে, তখন তখনই তার বর্ম প্রশস্ত হয়ে যায়। আর কৃপন ব্যক্তি যখনই কোনো দান সদকার চিন্তা করে, তখন তার বর্ম আরো অধিক মজবুত ভাবে তাকে আঁকড়ে ধরে। (সহীহ মুসলিম)।

٩١ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا خَالَطَتِ الزَّكٰوةُ مَالًا قَطُّ اِلَّا اَهْلَكَتْهُ -

৯১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাকে (সঃ) বলতে শুনেছেনঃ যে সম্পদের মাথে যাকাতের (সম্পদ ও টাকা পয়সার) সংমিশ্রণ ঘটে তা হালাক হয়ে যায়।

ব্যাখ্যাঃ হাদীসের ব্যাখ্যাতাগণ যাকাতের সংমিশ্রণ ঘটা কথাটার দুটি অর্থ বর্ণনা করেছেনঃ (১) যে সম্পদের যাকাত ওয়াজিব হলো, অথচ তার যাকাত দেয়া হলো না, তবে এ সম্পদের ধ্বংস ও অবনতি ঘটবে। নৈতিক ও শরয়ী দিক থেকে এ সম্পদ আর একজন মুসলমানের ব্যবহার যোগ্য থাকে না। তার নিকট যেনো ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্পদ।

কোনো স্বচ্ছল ব্যক্তি যকাত ও খয়রাত গ্রহণ করার যোগ্য না হওয়া সত্বেও যদি সে তা গ্রহণ করলো, তবে এমন ব্যক্তি তার হালাল উপার্জনের সাথে যাকাত ও দান খয়রাতের সম্পদ ও টাকা পায়সার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তার গোটা পুঁজি ও সম্পদই অপবিত্র করে দিলো।

রোযা

٩٢ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ لَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ - (بخارى)

৯২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং তদানুযায়ী আমল পরিত্যাগ করতে পারলোনা, তবে এমন ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করার প্রয়োজন আল্লার নেই।

হজ্জ

٩٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَتٰى هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ - (مسلم)

৯৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এ ঘরে (অর্থাৎ কা'বা ঘরে হজ্জ করতে) এলো এবং কোনো প্রকার অশ্লীলতা ও ফিস্‌ক ফুজরীতে নিমজ্জিত হয়নি, তবে সেখান থেকে সে (এমন পবিত্র পরিচ্ছন্ন হয়ে) ফিরে আসে, যেমন নিষ্পাপ অবস্থায় তার মা তাকে ভূমিষ্ট করে ছিলো। (সহীহ মুসলিম)।

নফল ইবাদতের গুরুত্ব

٩٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلٰوتُهٗ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَاِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهٖ شَيْئٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهٖ عَلٰى ذٰلِكَ وَفِىْ رِوَايَةٍ ثُمَّ الزَّكٰوةُ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْاَعْمَالُ عَلٰى حَسَبِ ذٰلِكَ - (ابو داؤد)

৯৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম বান্দাহর নামাযের হিসাব নেয়া হবে। এতে যদি তাকে সঠিক-শুদ্ধ পাওয়া যায়, তবে সে সফল ও কামিয়াব হলো। আর এতে (নামায) যদি সে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে বলে প্রমাণ হয়, তবে সে ব্যর্থ ও ধ্বংস হলো। যদি তার ফরযসমূহে কোনো প্রকার কমতি থাকে,তখন আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ দেখো, আমার বান্দাহর নফল কিছু আছে কি? (থেকে থাকলে) তা দিয়ে ফরযের কমতি পূর্ণ করে দেয়া হবে। অতপর এ নিয়মেই সমস্ত আমলের হিসাব নেয়া হবে। (আবু দাউদ, মিশকাত)।

٩٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى وَاَيْقَظَ
امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَاِنْ اَبَتْ نَضَحَ فِىْ وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ
اللّٰهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا
فَاِنْ اَبٰى نَضَحَتْ فِىْ وَجْهِهِ الْمَاءَ - (ابو داؤد، مشكوة)

৯৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ঐ ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ তায়ালা অনুগ্রহ ও করুণা করবেন, যে ব্যক্তি রাত জেগে নফল নামায পড়বে, নিজ সহধর্মিনীকে জাগাবে এবং সেও নামায পড়বে। স্ত্রী উঠতে না চাইলে তার–মুখ মন্ডলে পানি ছিটিয়ে দেবে। ঐ নারীর প্রতিও আল্লাহ্ অনুগ্রহ ও করুণা করবেন, যে রাত জেগে নফল নামায পড়বে এবং স্বামীকেও জাগাবে, আর স্বামী উঠতে না চাইলে তার মুখমন্ডলে পানি ছিটিয়ে দেবে। (আবু দাউদ, মিশকাত)।

٩٦- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلٰى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ
مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلَ اللّٰهَ خَيْرًا اِلَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ اِيَّاهُ - (مسند احمد)

৯৬. মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে মুসলমান অযু করা অবস্থায় আল্লাহ্ তায়ালাকে স্মরণ করে শুয়ে পড়ে। অতপর রাত্রে উঠে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট খায়ের বরকত ও কল্যাণের দোয়া করে–এমন ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ্ তায়লা অবশ্যই কবুল করেন, সে যা চাইবে আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই তাকে তা দান করবেন। (মুসনাদে আহমদ, মিশকাত)।

যিক্‌র ও তিলাওয়াত

٩٧- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِىْ قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ
فَاِنَّهَا جِمَاعُ كُلِّ خَيْرٍ وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَاِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ
الْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللّٰهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ فَاِنَّهُ
نُوْرٌ لَكَ فِى الْاَرْضِ وَذِكْرٌ لَكَ فِى السَّمَاءِ وَاخْزُنْ لِسَانَكَ
اِلَّا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّكَ بِذٰلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ - (المعجم الصغير)

৯৭. আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট এসে আরয করলোঃ হে আল্লার রাসূলঃ

আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেনঃ আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। কারণ এটাই সমস্ত কল্যাণের চাবি কাঠি। জিহাদকে অবশ্য কর্তব্য কাজ বলে গ্রহণ করার নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা জিহাদই মুসলমানদের 'রোহ্‌বানিয়াত'–(বৈরাগ্যবাদ)। আল্লার যিকর এবং তাঁর কিতাবের তেলাওয়াতকে তোমার কর্তব্য কাজ বলে গ্রহণ করার উপদেশ দিচ্ছি। কেননা এটা পৃথিবীতে তোমার জন্যে আলোকবর্তিকার কাজ করবে এবং এর দ্বারা আকাশ জগতে তোমার সম্পর্কে চর্চা হতে থাকবে। উত্তম ও কল্যাণের কথা ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে তোমার বাকশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত রাখো। কেননা এর দ্বারা তুমি শয়তানকে পরাজিত করতে পারবে। (আল মুজামুস সগীর)।

٩٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَاُ كَمَا يَصْدَاُ الْحَدِيْدُ اِذَا اَصَابَهُ الْمَاءُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جِلَاؤُهَا قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ ـ (بيهقى)

৯৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ লোহার মধ্যে পানি পড়লে যেমনি করে জং ধরে, তেমনিভাবে মানুষের অন্তরেও মরিচা পড়ে, একথা শুনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ হে আল্লার রাসূলঃ অন্তরের এ মরিচা কিভাবে পরিষ্কার করা যায় ? তিনি বললেনঃ অধিক অধিক মরণকে স্মরণ ও কুরআনের তেলওয়াত দ্বারা! (বায়হাকী, মিশকাত)।

٩٩. عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَاءُوا الْقُرْاٰنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوْبُكُمْ فَاِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُوْمُوْا عَنْهُ ـ (بخارى مسلم)

৯৯. আবদুল্লার পুত্র জুন্দুব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ তোমরা কুরআন পড়তে থাকো যতোক্ষণ তোমাদের মন চায় আর বিরক্তি অনুভব করলে উঠে যাও। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)।

ব্যাখ্যাঃ কুরআন পড়ার ব্যাপারে এ পন্থা অনুসরণ করা উচিত যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত মনের টান ও আকর্ষণ থাকবে, ততোক্ষণই কুরআন পড়তে হবে। কিন্তু যখন বিরক্তি আসবে, তখন জোর জবরদস্তি কুরআন পড়তে চেষ্টা করা ঠিক নয়।

আল্লার স্মরণে যবান সিক্ত রাখা

١٠٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ اَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ فَقَالَ طُوْبٰى
لِمَنْ طَالَ عُمْرُهٗ وَ حَسُنَ عَمَلُهٗ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ
الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَ لِسَانُكَ رَطْبٌ مِّنْ
ذِكْرِ اللّٰهِ - (مسند احمد)

১০০. আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক বেদুঈন রাসূলে করীমের দরবারে হাযির হয়ে আরয করলোঃ মানুষের মধ্যে কোন্ ধরনের মানুষ ভালো? তিনি বললেনঃ সুসংবাদ সে ব্যক্তির জন্যে যে বেঁচে থাকে দীর্ঘ বয়স এবং তার আমল হয় নেক ও পবিত্র। বেদুঈন পুনরায় জিজ্ঞেস করলোঃ 'হে রাসূলুল্লাহ্! সর্বোত্তম আমল কি? তিনি বললেনঃ দুনিয়ার মোহ্ ত্যাগ করবে আর আল্লার স্মরণে সিক্ত রাখবে তোমার যবান। (মুসনাদে আহমদ, মিশকাত)।

١٠١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَ سَلَّمَ مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَتْ
عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ وَ مَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ
اللّٰهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ - (ابوداود)

১০১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি একটি বসা এমন বসলো, যে বসায় সে আল্লাহকে স্মরণ করেনি, তার প্রতি আল্লার আযাব নাযিল হলো। আর যে ব্যক্তি সামান্য সময় ও এমন ভাবে শুইলো, যে শোয়ায় সে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করেনি তার প্রতি আল্লার পক্ষ থেকে ধ্বংস অনিবার্য হলো। (আবু দাউদ মিশকাত)।

দো'য়া এবং দো'য়ার আদব

١٠٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ
رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِسْتِعْجَالُ قَالَ
يَقُوْلُ دَعَوْتُ وَ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِيْ فَيَسْتَحْسِرُ
عِنْدَ ذٰلِكَ وَ يَدَعُ الدُّعَاءَ - (مسلم)

১০২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ বান্দাহ্র দোয়া কবুল হতে থাকে যতোক্ষণ না তার সম্পর্কে কোনো গুণাহ্ কিংবা রক্ত সম্পর্ক ছিন্নের কোনো প্রশ্ন না থাকে এবং যতোক্ষন না সে 'জলদি পেতে চায়।' একথা শুনে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ হে আল্লার রাসুলঃ 'জলদি পেতে চাওয়ার' অর্থ কি? তিনি বললেনঃ বান্দাহ্র এমন কথা বলা যে, আমি দোয়ার পর দোয়া করে আসছি। অথচ আমার দোয়া কবুল হয়নি। অতঃপর বিরক্ত হয়ে সে দোয়া করা ছেড়ে দেয়। (মুসলিম, মিশকাত)।

١٠٣ - عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلٰوتِهِ يَقُوْلُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلٰى لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ـ (مسلم)

১০৩. হযরত (আবদুল্লাহ্) ইবনে যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন নামাযের সালাম ফিরাতেন, তখন তিনি উচ্চস্বরে এ দোয়া পড়তেনঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি এক লা শারীক। বাদশাহী ও শাসন ক্ষমতা তাঁরই জন্যে। তাঁরই জন্যে সমস্ত প্রশংসা এবং প্রতিটি জিনিষের উপর তিনি ক্ষমতাবান। সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা তাঁরই মুষ্টিবদ্ধে। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমরা শুধুমাত্র তাঁরই গোলামী করি। সমস্ত নিয়ামত তাঁরই ,অনুগ্রহ তাঁরই, উত্তম গুণাবলী ও প্রশংসা তারই জন্যে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। আমাদের দীন ও আনুগত্যকে তারই জন্যে নির্দিষ্ট করে (আমরা তার ইবদাত করি)। এ পন্থা কাফেরদের যতোই অপছন্দনীয় হোকনা কেন"। (মুসলিম, মিশকাত)।

١٠٤ - عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَ وَسَقٰى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا ـ (ابو داؤد)

১০৪. আবু আইউব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ পানাহার করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এ দোয়া পড়তেনঃ শোকর সেই সত্তার যিনি

পানাহার করালেন, যিনি খাদ্যকে মজাদার করলেন এবং (নিষ্প্রয়োজনীয় অংশ) বের করার ব্যবস্থা করেছেন। (আবু দাউদ, মিশকাত)

١٠٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اسْتَوٰى عَلٰى بَعِيْرِهٖ خَارِجًا اِلَى السَّفَرِ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ. اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِلَنَا بُعْدَهٗ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَّعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَاٰبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ فَاِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيْهِنَّ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ - (مسلم)

১০৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন সফরের জন্যে উটে আরোহন করতেন, তখন তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন অতপর এ দোয়া পড়তেনঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ -

(এবং আরো দোয়া করতেনঃ) "হে আল্লাহ! এ সফরে আমরা তোমার নিকট কল্যাণ ও এমন তাকওয়াভিত্তিক আমালের প্রার্থনা করছি, যদ্বারা তুমি সন্তুষ্ট হবে। হে আল্লাহ। আমাদের এ সফরকে আমাদের জন্যে সহজ করে দাও এবং আমাদের জন্যে এর দূরত্ব সংক্ষিপ্ত করে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই আমাদের সফর সংগী আর আমাদের (অবর্তমানে) আমাদের পরিবারে তুমি আমাদের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ সফরের কষ্ট থেকে আমি তোমার নিকট পানাহ চাই এবং সফর থেকে এসে ধন-সম্পদ ও পরিবার পরিজনের কোন খারাপ অবস্থা দেখার কষ্ট থেকে তোমার নিকট পানাহ চাই। অতপর সফর থেকে ফিরে এসেও এ দোয়া করতেন এবং সে সাথে একথাগুলো সংযোজন করতেনঃ আমরা তওবাকারী হিসাবে ফিরে এসেছি, আমাদের রবের ইবদাতকারী ও প্রশংসাকারী হিসবে আমরা ফিরে এসেছি" । (মুসলিম)।

١٠٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ دِيْنِىَ الَّذِىْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ دُنْيَاىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَاشِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ اٰخِرَتِىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَادِىْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّىْ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّىْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ - (مسلم)

১০৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসুলূল্লাহ (সঃ) এরূপ দোয়া করতেনঃ হে আল্লাহ! আমার জন্য আমার দীনকে কল্যাণকর করে দাও যা নাকি আমার মুক্তির কারণ। আমার দুনিয়াকে আমার জন্য কল্যাণকর করে দাও যা নাকি আমার জীবিকার ক্ষেত্র । আমার পরকালকে কল্যাণকর করে দাও, যেখানে আমাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আমার যিন্দেগীকে আমার জন্যে সকল কল্যাণের আধিক্যের কারণ বানিয়ে দাও আর মৃত্যুকে আমার জন্যে সমস্ত অকল্যাণ ও ক্ষতি থেকে নাজাত ও নিরাপত্তা লাভের কারণ বানিয়ে দাও। (মুসলিম, মিশকাত)।

١٠٧- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ هُمُوْمٌ لَزِمَتْنِىْ وَ دُيُوْنٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَفَلَا اُعَلِّمُكَ كَلَامًا اِذَا قُلْتَهُ اَذْهَبَ اللّٰهُ هَمَّكَ وَقَضٰى عَنْكَ دَيْنَكَ قَالَ بَلٰى قَالَ قُلْ اِذَا اَصْبَحْتَ وَاِذَا اَمْسَيْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعِجْزِ وَالْكَسْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَ قَهْرِ الرِّجَالِ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَالِكَ فَاَذْهَبَ اللّٰهُ هَمِّىْ وَقَضٰى عَنِّىْ دَيْنِىْ - (ابو داؤد)

১০৭. আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একব্যক্তি আরয করলো, হে আল্লার রাসূল! দেনা ও দুশ্চিন্তায় আমি বিধ্বস্ত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ আমি কি তোমাকে এমন একটি কথা (দোয়া) শিক্ষা দেবনা, যা পড়লে তোমার দুশ্চিন্তা দূর হবে এবং ঋণ পরিষোধ হবে? লোকটি বললোঃ জী-হা শিক্ষা দিন। তিনি বললেনঃ সকাল সন্ধায় এ দোয়া করবেঃ "হে আল্লাহ আমি শংকা ও দুশ্চিন্তা থেকে তোমার নিকট পানাহ চাই। দূরাবস্থা ও অলসতা থেকে তোমার নিকট পানাহ চাই। কৃপনতা, ভীরূতা ও কাপুরুষতা থেকে তোমার নিকট পানাহ চাই। আরো পানাহ চাই ঋণের দৌরাত্য ও লোকদের কহর থেকে।"

লোকটি বললোঃ "আমি রাসূলুল্লাহ্‌র নির্দেশমত এ দোয়া করলাম। আল্লাহ তায়ালা–আমার দুশ্চিন্তা দুর করে দিলেন এবং ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিলেন"। (আবু দাউদ, মিশকাত)

١٠٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّأْتِىَ اَهْلَهٗ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاِنَّهٗ اِنْ يُّقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِىْ ذَالِكَ لَمْ يَضُرُّهٗ شَيْطَانٌ اَبَدًا - (بخارى)

১০৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ স্ত্রী সহবাসে উদ্যত হলে তোমরা এ দোয়া পড়বেঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا -

বিসমিল্লাহ। "হে আল্লহ; আমাদের শয়তান থেকে দূরে রাখো এবং আমাদের যে সন্তান দান করবে, তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখো" (এ দোয়া পড়ে সহবাস করলে) আল্লাহ তায়ালা যদি স্বামী স্ত্রীকে কোনো সন্তান দিতে চান, তবে শয়তান কখনো তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)।

١٠٩- عَنْ اَبِىْ مَالِكِ نِ الْاَشْعَرِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهٗ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ثُمَّ يُسَلِّمْ عَلٰى اَهْلِهٖ -

১০৯. আবু মালেক আশয়ারী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কোনো ব্যক্তি যখন নিজের ঘরে প্রবেশ করবে, তখন যেনো সে এ দোয়া পড়েঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঘরে প্রবেশ করার কল্যাণ এবং ঘর থেকে বের হবার কল্যাণের প্রার্থনা করছি। আমরা আল্লার নামে প্রবেশ করলামঃ এবং আল্লার উপর ভরসা করলাম। অতপর ঘরবাসীদের প্রতি সালাম করবে।"

١١٠- عَنْ اُمِّ مَعْبَدٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِىْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِىْ مِنَ

لرِّيَا وَلِسَانِىْ مِنَ الْكَذِبِ وَعَيْنِىْ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا يُخْفِى الصُّدُوْرِ - (بيهقى)

১১০. মা'বাদের মা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে এ দোয়া পড়তে শনেছিঃ 'হে আল্লাহ নেফাকের কালিমা থেকে আমার অন্তরকে পবিত্র করো। প্রদর্শনেচ্ছা থেকে আমার আমলকে মুক্ত করো। আমার যবানকে মিথ্যা থেকে পবিত্র রাখো, চক্ষুদ্বয়কে হেফাযত করো খেয়ানত থেকে । তুমি অবশ্যই চোখের খেয়ানত ও মনের গোপন কথা সম্পর্কে অবগত রয়েছো।' (বায়হাকী, মিশকাত)।

৬. নৈতিক চরিত্র

ইসলামে নৈতিক চরিত্রের গুরুত্ব

١١١- عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ بَلَغَهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ - (موطا مالك)

১১১. ইমাম মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁর নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'মাকারেমে আখলাকের' পূর্ণতা সাধনের জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি । (মুয়াত্তা)।

ব্যাখ্যাঃ 'মাকারেমে আখলাক' মানে সেই মহোত্তম নৈতিক ধারনা-বিশ্বাস নিয়ম-কানুন ও গুণ-বৈশিষ্ট, যেগুলোর ভিত্তিতে একটি পবিত্র মানবযিন্দেগী এবং একটি সৎমানবিক সমাজ কায়েম হয়ে থাকে।

'মাকারেমের আখলাকের পূর্ণতা সাধনের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, নবী করীম (সঃ) এর পূর্বে আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং তাদের সালেহ অনুসারীগণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশ ও জাতির নিকট নৈতিক গুণাবলীর বিভিন্ন দিক প্রচার করেন এবং বাস্তব যিন্দেগীতে সে অনুযায়ী আমল করে উত্তম নমুনা পেশ করতে থাকেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত এমন পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অবির্ভাব ঘটেনি, যিনি মানব জীবনের সকল বিভাগ সম্পর্কে সঠিক নৈতিক নিয়ম-কানুন পূর্ণাংগভাবে প্রচার করতে পেরেছেন।; নিজ যিন্দিগীতে সেগুলোর পূর্ণ প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।; সেসব নিয়ম কানুনের ভিত্তিতে একটা সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিচলনা করে দেখিয়েছন। একাজটা বাকী ছিলো এবং এ উদ্দেশ্যেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন।

স্বয়ং নবী করীম (সঃ) একাজটাকে তাঁর প্রেরিত হবার উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করেছেন। এ থেকে জানা যায় যে তিনি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে প্রেরিত হননি । বরঞ্চ এটাই ছিলো তাঁর আসল দায়িত্ব এবং এ উদ্দেশ্যেই তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন।

ঈমান ও নৈতিক চরিত্রের সম্পর্ক

١١٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا - (مشكوة)

১১২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মুমিনদের মধ্যে সে ব্যক্তিই ঈমানের পূর্ণতা লাভ করেছে, নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে যে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম। (মিশকাত)

এ হাদীসে উত্তম নৈতিক-চরিত্রকে ঈমানের পূর্ণতার মানদন্ড বলে অভিহিত করা হয়েছে।

١١٣- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاالْإِيْمَانُ قَالَ إِذَاسَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَمَا الْإِثْمُ قَالَ إِذَا حَاكَ فِيْ نَفْسِكَ شَيْئٌ فَدَعْهُ - (مسند احمد)

১১৩. আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।, তিনি বলেনঃ একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করেছিলঃ ঈমান কি? তিনি বললেনঃ 'যখন তোমার নেক কাজ তোমাকে আনন্দ দান করবে এবং বদ কাজ তোমাকে দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত করবে তখন তুমি হবে মুমিন।' লোকটি পূণরায় জিজ্ঞেস করলোঃ ইয়া-রাসূলুল্লাহ! গুণাহ কাকে বলে ? তিনি বললেনঃ কোনো কাজে তোমার অন্তর দ্বিধা-সংশয় ও খটকায় নিমজ্জিত হলে তা পরিত্যাগ করো। (মুসনাদে আহমদ)।

ব্যাখ্যাঃ নেকী ও বদীর মনদন্ড তখনই চিহ্নিত হতে পারে যখন মানুষের অন্তর ও অনুভূতি সজীব ও সচেতন থাকে এবং মূল মানব প্রকৃতি দূষিত পরিবেশ ও বদ আমল দ্বারা প্রভাবিত না হয়।

৭. উত্তম নৈতিক চরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য

তাকওয়া

١١٤- عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالَا بَأْسَ بِهٖ حَذَرًا لِمَا بِهٖ بَأْسٌ - (ترمذى)

১১৪. আতিয়া সাআদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ বান্দাহ্ ততোক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না, যতোক্ষণ না সে গুনাহর কাজে নিমজ্জিত হবার আশংকায় ঐ সব কাজও পরিত্যাগ করে, যে সবে কোনো গুনাহ্ নেই। (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যাঃ কোনো কোনো সময় জায়েয বিষয়ও হারামে জড়িয়ে পড়ার কারণ হয়। তাই একজন মুমিন কোন কাজ করার সময় কেবল মাত্র তার জায়েয দিকই চিন্তা করবে না, বরঞ্চ তাকে অত্যন্ত সচেতন ভাবে একথাও চিন্তা করতে হবে যে, কোথাও এ জায়েয কাজ হারামে নিমজ্জিত হবার কারণ হয়ে না বসে।

পরহেযগারীর যিন্দেগী

١١٥- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَائِشَةُ اِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا -

১১৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ হে আয়েশা! ক্ষুদ্র–নগণ্য গুনাহ্ থেকেও আত্মরক্ষা করে চলবে। কারণ আল্লাহর দরবারে সেগুলো সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (ইবনে মাজাহ্)।

ব্যাখ্যাঃ কবীরা গুনাহ যেমন একজন মুসলমানের নাজাত ও মুক্তি লাভকে আশংকাযুক্ত করে দেয়, তেমনিভাবে সগীরা গুনাহর ব্যাপারটাও কম বিপদজনক নয়। সগীরা গুনাহ্ বাহ্যিক ভাবে যদিও হালাকা তুচ্ছ মনে হয়, কিন্তু তা বার বার করলে অন্তরে মরিচা পড়ে যায় এবং কবীরা থেকে পবিত্র থাকার অনুভূতি নিঃশেষ হয়ে যায়।

হাফেয ইবনে কাইয়্যেম লিখেছেনঃ "এটা দেখোনা যে গুনাহ কতো ছোট; বরঞ্চ সেই মহান আল্লার শ্রেষ্ঠত্বকে সামনে রাখো যার নাফরমানী করার দুঃসাহস করা হচ্ছে।"

মানুষ যদি আল্লার 'মালিক ইয়াওমিদ্দীন' এর মর্যাদা এবং তার ভয়াবহ আযাবের কথা মনে রাখে, তবে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গুণাহ করার সাহসও কোনো মানুষের হতে পারে না।

উপায়—উপাদানের পবিত্রতা

١١٦- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا اَلَا فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ اَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعَاصِى اللّٰهِ فَاِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَهُ اِلَّا بِطَاعَتِهِ-

১১৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কোনো মানুষই ততোক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতোক্ষণ না সে আল্লার নির্ধারিত রিযিক লাভ করবে। শোনো, খোদাভীতি অবলম্বন করো। জীবিকা উপার্জনে জায়েয উপায়-উপকরণ অবলম্বন করো। রিযিক লাভে বিলম্ব তোমাদের যেনো না-জায়েয পন্থা অবলম্বনের পথে ঠেলে না দেয়। কারণ আল্লার নিকট যা কিছু আছে , তা কেবল তার অনুগত ও বাধ্যগত থাকার মাধ্যমেই লাভ করা যেতে পারে।

শিক্ষাঃ এ হাদীসে কয়েকটি দীনি তত্ত্ব প্রকাশ করা হয়েছেঃ

একঃ কোনো ব্যক্তি যদি কখনো রিযিক লাভে ব্যর্থতা কিংবা বিড়ম্বনা অনুভব করে, তবে তার নিরাশ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে যে রিযিক নির্ধারণ করেছেন শীঘ্র হোক কিংবা বিলম্বে হোক তা সে লাভ করবেই।

দুইঃ আল্লার নাফরমানী করেও দুনিয়াতে মানুষকে বাহ্যত স্বাচ্ছন্দে থাকতে দেখা যায়। মূলত, এটা আল্লার পক্ষ থেকে একটা অবকাশ মাত্র। এর পরই আল্লার আযাব তাদের পরিবেষ্টন করবে। প্রকৃত সুখ-স্বাচ্ছন্দ তো তাই যা আল্লার অনুগত জীবন যাপনের মাধ্যমে লাভ করা যায়।

١١٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلَ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيْهِ وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهٖ اِلَّا كَانَ زَادَهُ اِلَى النَّارِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلٰكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ اِنَّ الْخَبِيْثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيْثَ-

১১৭. আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কোনো ব্যক্তি হারাম ধন-সম্পদ উপার্জন করে তা থেকে দান করলে তা কখনো কবুল করা হয় না এবং তার জন্যে সে মাল বরকতপূর্ণও করা হয় না। তার পরিত্যক্ত হারাম ধন-সম্পদ তার জন্যে জাহান্নামের পাথেয় ছাড়া আর কিছুই হয় না। (অর্থাৎ এর দ্বারা পরকালীন কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করা যায় না)। আল্লাহ্ তায়ালার চিরন্তন নিয়ম এই যে, তিনি কখনো মন্দ দ্বারা মন্দ দূরীভূত করেন না। বরঞ্চ তিনি ভালো দ্বারা মন্দকে অপনোদন করেন। (এ এক বাস্তব ব্যাপার যে) নাপাক নাপাককে বা নোংরা বস্তু নোংরা বস্তুকে দূরীভূত করে পবিত্র . পরিচ্ছন্ন করতে পারে না।

শিক্ষাঃ এ হাদীস দ্বারা একথা পরিষ্কার ভাবে জানা যায় যে, কেবলমাত্র উদ্দেশ্য ও নিয়্যতের পবিত্রতাই যথেষ্ট নয়; বরঞ্চ সে সাথে উপায় উপাদানের পবিত্রতাও একান্ত প্রয়োজন।

তাকওয়ার কেন্দ্র

١١٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوٰى هٰهُنَا وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهٖ ثَلٰثَ مِرَارٍ بِحَسْبِ امْرَءٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ-

১১৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করে না। তাকে ঘৃণা করে না। অসহায়-নির্বান্ধব করে না। তাকওয়া এখানে (এ কথা বলে তিনি তাঁর বক্ষের প্রতি তিনবার ইংগিত করেন)। মানুষের দুষ্কৃতির জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণ্য-নিকৃষ্ট মনে করবে। প্রতিটি মুসলমানের খুন, সম্পদ ও ইযযত সমস্ত মুসলানের জন্য সম্মানার্হ।

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ইংগিত করা হয়েছেঃ

একঃ ইসলামী ভ্রাতৃত্বের (Brotherhood) দাবী হচ্ছে এই যে, এক মুসলমান অপর মুসলমানের প্রতি যুলুম করবে না। তাকে যালেমদের হাতে সোপর্দ করবে না। নিজ সম্পদ, বংশ মর্যাদা এবং দৈহিক ও ইলমী যোগ্যতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে তাকে ঘৃণা করবে না কিংবা ছোট মনে করবে না।

দুইঃ তাকওয়ার কেন্দ্র হচ্ছে অন্তর। মানুষের অন্তরে যদি তাকওয়ার বীজ শিকড় গেড়ে নিতে পারে, তবে তার বাহ্যিক দিকও আমলে সালেহর কুসুম কলিতে তরুতাজা হয়ে উঠতে বাধ্য। কিন্তু অন্তরেই যদি তাকওয়ার নামগন্ধ না থাকে তবে কেবল বাহ্যিক পরহেযগারী দ্বারা নৈতিক চরিত্র সংশোধন হয় না এবং তাতে পরকালীন সাফল্যেরও আশা করা যায় না।

তিনঃ মুসলিম সমাজে কোনো মুসলমানের জান মাল ও ইযযত আবরুর উপর হামলা করা নিকৃষ্টতম নাফরমানী। এরূপ নাফরমানী দুনিয়াতেও কঠিন শাস্তিযোগ্য আর পরকালেও সে আল্লাহর ভয়াবহ শাস্তি থেকে মুক্তি পাইতে পারে না।

তাকওয়ার নিদর্শণ

١١٩- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَالَا يُرِيْبُكَ فَاِنَّ الصِّدْقَ طُمَانِيْنَةٌ وَالْكِذْبُ رِيْبَةٌ - (ترمذى، مشكوٰة)

১১৯. আলীর পুত্র হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট থেকে এ কথাগুলো মুখস্ত করেছিঃ সন্দেহজনক জিনিস পরিত্যাগ করে সেই জিনিস গ্রহণ করো যাতে কোনো সন্দেহ–সংশয় নেই। কেননা সত্যই শান্তি ও প্রশস্তির প্রতীক আর মিথ্যা হচ্ছে সন্দেহ সংশয়ের বাহন।

ব্যাখ্যাঃ কোনো বিষয়ে যদি সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে তা হালাল কিংবা হারাম কোনোটাই যদি সুস্পষ্ট না হয়, তবে সে বিষয়ে সন্দেহ সংশয়ে নিমজ্জিত থাকার পরিবর্তে দৃঢ় বিশ্বাস কিংবা অন্তত বিজয়ী ধারণার ভিত্তিতে কোনো একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছা উচিত। কেউ যদি সত্যি কোনো সন্দেহজনক বিষয়ের সম্মুখীন হন, কেবলমাত্র তার জন্যেই এ ফায়সালা।

ধারণার ভিত্তিতে সন্দেহ–সংশয় সৃষ্টির কথা এ হাদীসে বলা হয়নি।

١٢٠- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدٍ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ خِيَارُكُمُ الَّذِيْنَ اِذَا رُءُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ -

১২০. আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছেনঃ আমি কি তোমাদের উত্তম লোকদের সম্পর্কে বলবো? লোকেরা বললোঃ জীহা বলুন, হে আল্লার রাসূল! তিনি বললেনঃ তোমাদের মধ্যে তারাই ভালো মানুষ যাদের দেখলে আল্লার কথা স্মরণ হয়।

ব্যাখ্যাঃ কোনো ব্যক্তির অন্তরে যখন তাকওয়ার অনুভূতি সজীব সচেতন থাকে, তখন তার বাহ্যিক দিকও তাকওয়ার প্রভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। তার গোটা ব্যক্তি সত্তা

খোদাভীতির জ্যান্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। এমন ব্যক্তির তাকওয়া ও খোদাভীতি দ্বারা তার আশ-পাশের পরিবেশ প্রভাবিত হতে বাধ্য।

পরহেজগারীর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করা

١٢١ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمْ عَلٰى اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ فَلْيَاْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسْئَالْ وَيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْئَالْ -

১২১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যদি তার মুসলমান ভায়ের ঘরে যায়, তখন সে যেনো তার সাথে পানাহার করে এবং (খাবারের পবিত্রতা সম্পর্কে) জিজ্ঞাসাবাদ না করে।

অর্থাৎ-সুধারণা নিয়ে পানাহার করতে হবে। কোনো মুসলমানের হাদিয়া গ্রহণকালে কিংবা তার ঘরে দাওয়াত খাওয়া কালে হালাল

١٢٢ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْقِلُهَا وَاَتَوَكَّلُ اَوْ اُطْلِقُهَا وَاَتَوَكَّلُ ؟ قَالَ اِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ -

হারামের প্রশ্ন উঠানো ঠিক নয়। একজন মুসলমানের ব্যাপারে এ সুধারনা রাখাই উচিত যে, তিনি হালাল আহার করেন এবং বন্ধু-বান্ধবদেরও হালাল আহার করান।

তাওয়াক্কুল

১২২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলোঃ হে আল্লার রাসূল! আমি কি উটকে বেঁধে তাওয়াক্কুল করবো নাকি ছেড়ে দিয়ে? তিনি বললেনঃ "উট আগে বেঁধে নাও, অতঃপর আল্লার উপর ভরসা করো।" (তিরমিযী)।

١٢٣ - عَنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا - (ترمذى)

১২৩. উমার ফারুক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা যদি আল্লার উপর এমনভাবে তাওয়াক্কুল করো যেমনটি করা উচিত, তবে তিনি এমনভাবে তোমাদের জীবিকা দেবেন যেমন করে দেয়া হয় পাখীদের। প্রত্যুষে পাখীরা খালি

পেটে বের হয়ে পড়ে আর সন্ধ্যায় ফিরে আসে ভরা পেট নিয়ে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যাঃ পাখীর সাথে উপমা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এখানে এ সত্য প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, তাওয়াক্কুল অর্থ এ নয় যে, মানুষ হাত গুটিয়ে ঘরে বসে থাকবে। বরঞ্চ তাওয়াক্কুল হচ্ছে মানুষ আল্লার দেয়া উপায় উপাদানসমূহ সাধ্যানুযায়ী কাজে লাগাবে এবং পরিণাম কালের জন্যে আল্লার উপর ভরসা করবে।

١٢٤- عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْمُقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا اَدْبَرَ قَالَ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَلُوْمُ عَلَى الْعِجْزِ وَلٰكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَاِذَا غَلَبَكَ اَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ -

১২৪. আউফ ইবনে মালেক থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) দু'ব্যক্তির মাঝে ফায়সালা করে দিলেন। ফায়সালা যে ব্যক্তির বিপক্ষে পড়লো, ফিরে যাবার কালে সে বললোঃ "হাসবিয়াল্লাহু–অনি'মাল অকীল।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ আল্লাহ তায়ালা কাপুরুষত্বকে নিন্দা করেন। তোমার উচিত বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার সাথে কাজ করা। (তা সত্ত্বেও) যখন তুমি পরাভূত হবে, তখন বলবেঃ হাসবিয়াল্লহু অনি'মাল অকীল -" । (আবু দাউদ)।

তাওয়াক্কুলের নমুনা

١٢٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ قَالَهَا اِبْرَاهِيْمُ حِيْنَ اُلْقِيَ فِى النَّارِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالُوْا اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ -

১২৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ 'হাসবুনাল্লহু অনি'মাল অকীল' বাক্যটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সে সময় বলেছিলেন, যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। আর এ বাক্যটিই মুহাম্মদ (সঃ) বলেছিলেন, যখন লোকেরা (মুসলমানদের) বললোঃ "তোমাদের বিরুদ্ধে (লড়বার) জন্যে শত্রুবাহিনীর লোকেরা জমায়েত হয়েছে সুতরাং তাদের ভয় করো।" কিন্তু এ ধমকে মুসলমানদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা বলেছেঃ হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল। অর্থাৎ আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট আর তিনি কতোইনা উত্তম দায়ীত্বশীল ও কর্মকর্তা। (সহীহ বুখারী)।

শোকর—কৃতজ্ঞতা

١٢٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ - (ترمذى)

১২৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ একজন শোকর-গুযার কৃতজ্ঞ রোযাহীন ব্যক্তি (মর্যাদার দিক থেকে) ঐ ব্যক্তির সমান যে ধৈর্যশীল রোযাদার"। (তিরমিযী)।

সারকথাঃ অর্থাৎ-যে ব্যক্তি সবরের সাথে নফল রোযা রাখেন আর যে ব্যক্তি শোকরের সাথে খোদা প্রদত্ত হালাল জীবিকা আহার করে কালাতিপাত করেন, খোদার নিকট এরা দুজন-সমমর্যাদার অধিকারী।

–এ হাদীস থেকে অনুমান করা যায় যে, আল্লাহর নিকট শোকরের কতো উচ্চ মর্যাদা।

١٢٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْفَلُ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ اَجْدَرُ اَنْ لَا تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ اِذَا نَظَرَ اَحَدُكُمْ اِلٰى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِى الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْفَلُ مِنْهُ - (مسلم)

১২৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে যারা (ধন সম্পদ এবং উপায় উপকরণের দিক থেকে) শ্রেষ্ঠ, তাদেরকে দেখোনা। বরঞ্চ (এসব দিক থেকে) যারা তোমাদের চেয়ে নিম্নে অবস্থান করছে তাদের অবস্থার প্রতি দেখো। তোমার প্রতি আল্লার যেসব নিয়ামত রয়েছে, এভাবেই সেগুলোকে খাটো করে না দেখার যোগ্যতা তোমার মধ্যে পয়দা হবে। মুসলিম শরীফের অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ তোমাদের কারো নযর যখন এমন ব্যক্তির প্রতি পড়ে, যে স্বাস্থ্য ও সম্পদে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তখন যেনো সে এমন লোকের প্রতি লক্ষ্য করে, যে এসব দিক থেকে তার চেয়েও নিম্নে অবস্থান করছে । (মুসলিম-মিশকাত)।

সবর

١٢٨- عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَالِكَ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا

لَـهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ .(مسلم)

১২৮. সুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ মুমিনের সকল কাজ বিস্ময়কর। তার প্রতিটি কাজই তার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনে। আর (এ সৌভাগ্য) মুমিন ছাড়া আর কেউই লাভ করে না। দুঃখকষ্টে নিমজ্জিত হলে সে সবর করে, আর এটা হয় তার জন্যে কল্যাণকর। সুখ-শান্তি লাভ করলে সে শোকর আদায় করে, আর এটাও তার জন্যে কল্যাণই বয়ে আনে। অর্থাৎ-সর্বাবস্থায় সে কেবল কল্যাণই লাভ করে। (মুসলিম)।

বিপদ মুসীবতে ধৈর্য ধারণ

١٢٩- عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِيْ عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اتَّقِي اللّٰهَ وَاصْبِرِيْ قَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّيْ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيْبَتِيْ وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيْلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِيْنَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلٰى - (بخارى، مسلم)

১২৯. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী করীম (সঃ) এক মহিলার নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। মহিলা একটি কবরের নিকট বসে বসে কাঁদছিলো। তিনি তাকে বললেন (হে নারীঃ) আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্যধারণ করো। মহিলাটি বললেনঃ 'আপনি যান। আমার মতো বিপদে তো আর পড়েননি।' মহিলাটি নবী করীম (সঃ) কে চিনতে পারেনি। কেউ একজন তাকে বললোঃ উনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)। তখন সে দৌড়ে হুজুর (সঃ) এর দরজায় এলো। সে তাঁর নিকট কোনো দারোয়ান দেখতে পায়নি। সে এসেই আরয করলোঃ হুজুর আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। তিনি বললেনঃ 'জেনে রেখো, অন্তরে প্রথম চোট লাগার সময় যে সবর করা হয় তাই প্রকৃত সবর।' (বুখারী-মুসলিম)

খোদার নির্দেশ পালনে সবর

١٣٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

১৩০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ এমন সব জিনিস জান্নাতকে পরিবেষ্টন করে আছে, যা মানুষের অপছন্দনীয়–কষ্টকর। আর জাহান্নামকে ঘিরে আছে এমন সব জিনিস যা আকর্ষণীয় । (মিশকাত)।

ব্যাখ্যাঃ দুনিয়ার আকর্ষণ ও আরাম আয়েশ পরিত্যাগ করা ছাড়া একজন মুসলান জান্নাতের হকদার হোতে পারে না। অনুরূপভাবে যারা হারাম–হালালের তোয়াক্কা না করে মন যা চায় তাই করে তাদের জন্যে জাহান্নামের দরজা উম্মুক্ত।

সুশৃংখল জীবন–যাপনে সবর

١٣١- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُوْنُوْا اِمَّعَةً تَقُوْلُوْنَ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنَّا وَاِنْ اَسَاءُوْا ظَلَمْنَا وَلٰكِنْ وَطِّنُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تُحْسِنُوْا وَاِنْ اَسَاءُوْا فَلَا تَظْلِمُوْا - (مشكوٰة)

১৩১. হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তোমরা একথা বলে 'আমমেয়া' হয়ে বসোনা যে, লোকেরা যদি ভালো ব্যবহার করে তবে আমরাও ভালো ব্যবহার করবো আর লোকেরা অসদাচরণ করলে আমরাও যুলুম করবো। বরঞ্চ তোমরা নিজেদেরকে এমনভাবে অভ্যস্থ করে তোল যে, লোকেরা ভাল ব্যবহার করলেও তোমরা ভাল ব্যবহার করবে আর তারা অসদ্ব্যবহার করলেও তোমরা যুলুম করবে না। (মিশকাত)

সারকথাঃ অর্থাৎ তোমাদেরকে সর্বাবস্থায়ই সত্য ও ন্যায়ের আচরণ অবলম্বন করতে হবে। সমাজ যতোই ন্যায় ও সত্য বিচ্যুত হোক না কেন।

দুশমনের মোকাবিলায় সবর

١٣٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَعْضِ اَيَّامِهِ الَّتِىْ لَقِىَ فِيْهَا الْعَدُوَّ اِنْتَظَرَ حَتّٰى اِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيْهِمْ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْئَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ -(بخارى)

১৩২. আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা তেকে বর্ণিতঃ যেদিনগুলাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) দুশমনদের মোকাবিলা করছিলেন, তার কোনো একদিন তিনি অপেক্ষা করেন। এমনকি সূর্য মধ্যাহ্ন অতিক্রম করে ঝুলে পড়লো।

তখন তিনি মুসলমানদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেনঃ হে লোকেরা! দুশমনের সাথে সাক্ষাতের কামনা করোনা। আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর যখন দুশমনের সম্মুখীন হয়ে যাও, তখন ধৈর্যের সাথে অটল-অবিচল হয়ে থাকো। জেনে রেখো, জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে। (বুখারী, রিয়াদুস সালেহীন)।

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীস থেকে জানা গেলো দুশমনের মোকাবিলা করার কামনা করা ঠিক নয়। হ্যাঁ, যদি দুশমনরা নিজেরাই মোকাবেলা করতে উদ্যত হয়, তখন পূর্ণ বীর্যবত্তার সাথে তার মোকাবিলা করা উচিত।

অসচ্ছল ও দারিদ্রবস্থায় সবর

١٣٣- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتّٰى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُمْ حِيْنَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ مَا يَكُنْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ - (بخاری و مسلم)

১৩৩. আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ কিছু সংখ্যক আনসার রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর-নিকট তাদের অভাব-অভিযোগের কথা উত্থাপন করে। তিনি তাদের দান করেন। তারা পুনরায় তাঁর নিকট প্রার্থনা করে। তিনি আবারো তাদের দান করেন। এমনকি তাঁর নিকট যা ছিলো সবই ফুরিয়ে গেলো। সবকিছু দান করার পর তিনি তাদেরকে বললেনঃ আমার নিকট যতো সম্পদই আসে আমি তা তোমাদের না দিয়ে জমা করে রাখি না। যে ব্যক্তি তুষ্ট থাকে আল্লাহ ত'য়ালা তাকে সে গুণে-গুণান্বিত করেন। আর যে অধিক অধিক পেতে চায়, আল্লাহ তাকে ধনী করে দেন। আর যে সবর অবলম্বন করে, আল্লাহ তায়ালা এ পথে তাকে অটল-অবিচল রাখেন। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বান্দাহকে যেসব নৈতিক গুণ দান করা হয় তন্মধ্যে (পরিণাম ফলের দিক থেকে) সবর হচ্ছে সর্বোত্তম ও প্রশস্ততম গুণ। (বুখারী-মুসলিম)।

প্রতিশোধোন্মুখ উত্তেজনায় সবর

١٣٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ عَلٰى عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ وَقَالَ هِيْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَوَاللّٰهِ مَا تُعْطِيْنَا

الْجَزْلَ وَلاَ تَحْكُمُ فِيْنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوْقِعَ بِهِ فَقَالَ الْحُرُّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ لِنَبِيِّهِ خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ وَاللّٰهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلاَهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ - (بخارى)

১৩৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ উয়াইনা ইবনে হিসন উমার ইবনে খাত্তাবের নিকট এসে বললোঃ "হে খাত্তাবের পুত্র! খোদার শপথ, তুমি আমাদের অধিক মাল–সামান দান করোনা এবং ইনসাফের সাথে আমাদের মধ্যে ফায়সালাও করোনা। শুনে উমার ভীষণ রাগান্বিত হলেন। এমনকি তাকে মারধর করতে উদ্যত হলেন। ঠিক সেই মূহুর্তে হোর (হিসন এর ভাতিজা) বলে উঠলোঃ "হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবীকে বলেছেনঃ ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো, মা'রূফের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়োনা।" (বর্ণনাকরী বলেন) কসম আল্লার! এ আয়াত শুনে উমার আর বিন্দুমাত্র অগ্রসর হননি। আর তিনি এমন ব্যক্তি ছিলেন যে আল্লার কিতাবের হুকুম শুনা মাত্র থমকে দাঁড়াতেন। (বুখারী, রিয়াদুস সালেহীন)।

١٣٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عِيَاضٍ اَنَّ بِنْتَ الْحَارِثِ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهُمْ حِيْنَ اجْتَمَعُوْا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوْسٰى لِيَسْتَحِدَّ بِهَا فَاَعَرَتْهُ فَاَخَذَ ابْنًا لِيْ وَاَنَا غَافِلَةٌ حَتّٰى اَتَاهُ قَالَتْ فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلٰى فَخِذِهِ وَالْمُوْسٰى بِيَدِهٖ فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فِيْ وَجْهِيْ فَقَالَ تَخْشِيْنَ اَنْ اَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لِاَفْعَلَ ذٰلِكَ مَا رَاَيْتُ اَسِيْرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ -(بخارى)

১৩৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ উবাইদুল্লাহ ইবনে আইয়ায আমাকে বলেছেন যে, তাকে হারেছের কন্যা সংবাদ দিয়েছেঃ যখন মুশরিকরা জমায়েত হয়েছিলো, সে সময় খুবায়েব হারেছের কন্যার নিকট সাফাইর কাজের জন্য ক্ষুর তালাশ করেন। বিনতে হারেছ তাকে ক্ষুর দিয়ে দেন (বিনতে হারেছ বলেন) খুবায়ের আমার অজ্ঞাতে আমার একটা বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়ে যায়। আমি সেখানে গিয়ে বাচ্চাকে তাঁর উরুতে বসা অবস্থায় দেখতে পেলাম। তখনো তার হাতে ক্ষুর ছিলো। অবস্থা দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম। আমি বিচলিত হয়ে

পড়লাম। আমার অবস্থা লক্ষ্য করে খুবায়েব বলে উঠলোঃ তুমি কি এই ভেবে ভয় পেয়েছো যে আমি বাচ্চাকে হত্যা করবো? আমি এমন কাজ করবো না। বিনতে হারেছ বলেনঃ আমি আজ পর্যন্ত খুবায়েবের চেয়ে উত্তম কোনো কয়েদী দেখিনি। (বুখারী)

হাদীসটির প্রেক্ষাপটঃ এটা তখনকার ঘটনা, যখন মুশরিকরা প্রতারনা করে মদীনা থেকে কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে আসে এবং মক্কার বিভিন্ন ঘরে তাদেরকে কয়েদ করে রাখে। পরে তাদের ফাঁসী দেয়া হয়। খুবাইব (রাঃ) ছিলেন তাদেরই একজন।

মুশরিকরা তাদের হত্যা করবে, একথা অনেকটা নিশ্চিত ভাবেই হযরত খুবায়েব জানতেন। তা সত্ত্বেও প্রতিশোধোম্মুখ হয়ে তিনি তাদের শিশু হত্যা করাকে পছন্দ করেননি। যদিও এমনটি করার বিরাট সুযোগ তাঁর হাতে এসেছিলো। তিনি যদি সত্যিই এমনটি করতেন, তবে তা অবশ্যই শরীয়ত বিরোধী কাজ হতো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ (যুদ্ধে প্রতিপক্ষের) নারী ও শিশু হত্যা করো না। হযরত খুবায়েব কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম কয়েদীদের জন্য একটা উত্তম আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

৮. ব্যক্তিগত নৈতিক গুণাবলী

আত্ম সংযম

١٣٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ مَنْ يَّمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ - (مسلم)

১৩৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বীর সে ব্যক্তি নয়, যে (ময়দানে শত্রুকে) ধরাশায়ী করে দেয়; বরঞ্চ বীর সে ব্যক্তি যে রাগের সময় সংযম অবলম্বন করতে পারে। (সহীহ) মুসলিম)।

١٣٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصِنِيْ قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّ ذٰلِكَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ.

১৩৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে এসে বললোঃ 'আমাকে উপদেশ দিন।' তিনি বললেনঃ 'রাগান্বিত হয়োনা।' কথাটি তিনি কয়েকবার বললেনঃ রাগান্বিত হয়ো না। (বুখারী)।

ব্যাখ্যাঃ রাসূলে করীম (সা) কোনো ব্যক্তিকে সেই দুর্বলতার বিষয়েই উপদেশ দিতেন, যাতে সে অধিক মাত্রায় নিমজ্জিত থাকতো। খুব সম্ভব এ উপদেশ প্রার্থীর খুব বেশী রাগ ছিলো। এ জন্যে হুযুর (সা) তার এ দুর্বলতা দূর করার জন্যে তাকে বার বার তাকীদ করেন।

١٣٨- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلٰثٌ مِنَ الْاَخْلَاقِ الْاِيْمَانِ مَنْ اِذَا غَضِبَ لَمْ يُدْخِلْهُ غَضَبُهُ فِيْ بَاطِلٍ وَمَنْ اِذَا رَضِيَ لَمْ يُخْرِجْهُ رِضَاهُ مِنْ حَقٍّ وَمَنْ اِذَا قَدَرَ لَمْ يَتَعَاطَ مَا لَيْسَ لَهُ - (معجم الصغير)

১৩৮. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তিনটা গুণকে ঈমানী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে বর্ণনা করেছেনঃ (১) যখন কেউ রাগান্বিত হয় তখন তার রাগ তাকে কোনো বাতিল কাজে নিমজ্জিত করেনা, (২)

যখন সে আনন্দিত হয়, তখন তার আনন্দ তাকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করে না (৩) এবং যখন সে ক্ষমতা ও নেতৃত্ব লাভ করে, তখন সে এমন কিছু নেয়না যাতে তার কোনো অধিকার নেই। (আল মু'জামুস সগীর)।

ব্যাখ্যাঃ 'ঈমানী চরিত্র' কথাটার তাৎপর্য এযে, এখানে বর্ণিত তিনটি গুণ ঈমানের বুনিয়াদী দাবীসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর অবর্তমানে ঈমানের আসল অলংকার থাকেনা।

ক্ষমা ও বীরত্ব

١٣٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِيْ شَيْئٍ قَطُّ اِلَّا اَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ- (بخارى)

(১৩৯) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্নিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিজস্ব কোনো ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু যখনই আল্লার নির্ধারিত সীমা পদ দলিত হতো, তখন তিনি আল্লার উদ্দেশ্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। (বুখারী)।

উদারতা

١٤٠- عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ الْجُشَمِّىْ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَرَاَيْتَ اِنْ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ يَقْرِلِىْ وَلَمْ يُضِفْنِىْ ثُمَّ مَرَّبِىْ بَعْدَ ذٰلِكَ اَاَقْرِيْهِ اَمْ اَجْزِيْهِ قَالَ بَلْ اِقْرِهٖ-

১৪০. আবুল আহ্ওয়াস তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (তাঁর পিতা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর খেদমতে আরয করলাম। হে আল্লার রাসূল! আমি কোনো ব্যক্তির বাড়ীর পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করলাম। কিন্তু সে আমার মেহমানদারীর হক আদায় করেনি। কিছুদিন পর সে আমার বাড়ীর পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করে। আমি কি তার মেহমানদারীর হক আদায় করবো, নাকি তাঁর (উপেক্ষার) প্রতিশোধ নিবো। এ ব্যাপারে আপনার মত কি? তিনি বললেনঃ "বরঞ্চ তুমি তার মেহমানদারীর হক আদায় করো।"

লজ্জা

١٤١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ اَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْاِيْمَانِ- (بخارى ، مسلم)

১৪১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) একজন আনসারের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। সে সময় আনসার লোকটি তার ভাইকে লজ্জা সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিলেন। (অর্থাৎ–লজ্জাহীনতার জন্যে তিরস্কার করছিলেন)। নবী করীম (সঃ) তাকে (আনসারকে) বললেনঃ একে ছেড়ে দাও, লজ্জাতো ঈমানের একটি শাখা। (বুখারী মুসলিম)।

١٤٢- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتّٰى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ-

১৪২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী করীম (সঃ) যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণে অগ্রসর হতেন, তখন নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত কাপড় উত্তোলন করতেন না। (মিশকাত)।

١٤٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّىْ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِيْنَ يُفْضِى الرَّجُلُ إِلٰى أَهْلِهٖ فَاسْتَحْيُوْهُمْ وَأَكْرِمُوْهُمْ -

১৪৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তোমরা উলংগ হওয়া থেকে বিরত থাকো। কেননা তোমাদের সাথে তাঁরাও (ফেরেশতারা) রয়েছেন, যারা পায়খানা এবং স্ত্রী সহবাসের সময় ছাড়া কখনো তোমাদের সংগ ত্যাগ করেনা। সুতরাং তোমরা তাদের কারণে লজ্জিত হও এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো।

ধীর—চিত্ত

١٤٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلٰوةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ وَلَا تُسْرِعُوْا - (مشكوة)

১৪৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ইকামত শুনলে তোমরা নামাযে (মসজিদে) চলো। এমন ভাবে চলো, যেনো তোমাদের চলা থেকে প্রশস্তি ও ধরী–চিত্ততা ফুটে উঠে। তাড়াহুড়া ও তড়ি ঘড়ি করো না। (মিশকাত)

গোপনীয়তা রক্ষা করা

١٤٥- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَعِيْنُوْا عَلٰى اَنْجَاحِ حَوَائِجِكُمْ بِالْكِتْمَانِ فَاِنَّ كُلَّ ذِىْ نِعْمَةٍ مَحْسُوْدٌ - (طبرانى)

১৪৫. মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী লাভের গোপনীয়তা দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করো। কেননা প্রত্যেক নেয়ামত প্রাপ্ত ব্যক্তিই হিংসার লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয় । (আল মুজামুস সগীর তিবরাণী)।

ব্যাখ্যাঃ মানুষকে হালকা প্রকৃতির হওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ–তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবার পূর্বেই তা লোকদের সাথে বলে বেড়ানো ঠিক নয়। কারণ এতে করে হিংসুক ও পরশ্রীকাতর লোকদের থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না।

١٤٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ عَجِبْتُ مِنَ الرَّجُلِ يَفِرُّ مِنَ الْقَدْرِ وَهُوَ مُوَاقِعُهُ وَيَرَى الْقَذَاةَ فِىْ عَيْنِ اَخِيْهِ وَيَدَعُ الْجِذْعَ فِىْ عَيْنَيْهِ وَيُخْرِجُ الضِّغْنَ مِنْ نَفْسِ اَخِيْهِ وَيَدَعُ الضِّغْنَ فِىْ نَفْسِهِ وَمَا وَضَعْتُ سِرِّىْ عِنْدَ اَحَدٍ فَلُمْتُهُ عَلٰى اِفْشَائِهِ وَكَيْفَ اَلُوْمُهُ وَقَدْ ضِقْتُ بِهِ ذَرْعًا - (ادب المفرد)

১৪৬. আমর ইবনে আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ সে ব্যক্তির ব্যাপারটা আমার নিকট বড় বিস্ময়কর বোধ হয়, যে তকদীর–থেকে পালায়। অথচ (একদিন না একদিন) তাকে ভাগ্যলিপি বরণ করতেই হবে। ভায়ের চোখের পাতর খন্ডটুকুও সে দেখতে পায়। কিন্তু নিজ চোখের ইট–পাথরের কথা পর্যন্ত চিন্তা করে না। ভায়ের অন্তরের হিংসা খুঁজে বের করতে সে বড় উস্তাদ অথচ সে নিজের অন্তরেই অপরের জন্যে হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করে। এমনটি কখনো হয়নি যে আমি কারো নিকট আমার গোপন কথা রেখেছি অথচ তা প্রকাশ করায় তিরস্কার করেছি। যে কথা আমর নিজের কাছেই গোপন রাখতে পারিনি, তা প্রকাশ করে দেয়ায় অপরকে আমি কী করে তিরস্কার করি? (আল আদাবুল মুফরাদ)।

নিরহংকারিতা

١٤٧- عَنْ عُمَرَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوَاضَعُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللهُ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيْرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللهُ فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيْرٌ حَتّٰى لَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ وَخِنْزِيْرٍ -(مشكوة)

১৪৭. উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেনঃ হে লোকেরা! নিরহংকারী হও। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আল্লার উদ্দেশ্যে নিরহংকারী হয়, আল্লাহ তায়ালা তার মর্যাদা উচ্চ করে দেন। সে নিজেকে নিজে ছোট মনে করে, অথচ অন্য লোকদের দৃষ্টিতে সে মহান। যে ব্যক্তি অহংকার করে, সে লোকদের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট আর তার নিজের দৃষ্টিতে সে বিরাট কিছু। এমন ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত লোকদের নিকট কুকুর ও শুয়োরের চেয়েও নিকৃষ্ট বলে পরিগণিত হয়। (মিশকাত)।

١٤٨- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَا رُئِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلَانِ - (ابو داؤد)

১৪৮. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে কখনো হেলান দিয়ে খেতে দেখা যায়নি এবং তাঁর পিছে দু'জন লোক হাটতেও দেখা যায়নি। (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যাঃ রাসূলে করীম (সঃ) এতো বিনয়ী ও নিরহংকারী ছিলেন যে, তিনি কখনো হেলান দিয়ে ঠেস লাগিয়ে বসে খানা খাননি। তাঁর এ নীতিও ছিলনা যে তিনি আগে আগে চলতেন আর তাঁর সংগীসাথীরা তার পিছে পিছে চলতেন। এমনকি সংগে দু'জন লোক থাকলেও তিনি তাদের অগ্রবর্তী হতে পসন্দ করতেননা। এ দুটো জিনিসই অহংকারী ও শান-শওকত প্রদর্শনকারী লোকদের বৈশিষ্ট্য।

বিনয় ও নম্রতা

١٤٩- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ إِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ يَا أَفْلَحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ -(ترمذى)

১৪৯. উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমাদের একটা গোলাম ছিলো। নাম ছিল তার আফলাহ্। নবী করীম (সঃ) দেখলেন, সে সিজদা দিতে গেলেই, ফু দেয়। তিনি তাকে বললেনঃ হে আফলাহ! তোমার মুখমন্ডল ধুলা–মলিন করো। (তিরমিযী)।

আত্ম প্রকাশে বিরত থাকা

١٥٠- عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ - (مشكوٰة)

১৫০. সাআদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ পরহেযগার, ধনী ও নিরবচ্ছিন্ন বান্দাহকে আল্লাহ তায়ালা পসন্দ করেন। (মিশকাত)।

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসে 'গনী' শব্দের অর্থ আত্মসংযমশীল ও অল্পেতুষ্ট ব্যক্তিও হতে পারে। অথবা এর অর্থ খোশহালের অধিকারী সামর্থবানও হতে পারে। সম্পদ সামর্থ যদি পরহেযগারীর সাথে হয়, তবে এটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট নিয়ামত। যদি তা হয় আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রদর্শনের আকাংখ্যা মুক্ত। খফী বা নিরবচ্ছিন্নের এটাই অর্থ।

অল্পে তুষ্টি

١٥١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ
اللّٰهُ بِمَا اٰتَاهُ - (مسلم)

১৫১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ইসলাম কবুল করলো এবং তাকে জীবন–যাপনের উপযোগী জীবিকা দান করা হলো আর তাতে সন্তুষ্ট থাকার তৌফিক আল্লাহ তায়ালা তাকে দান করলেন তবে সে সফলতা ও সৌভাগ্যের অধিকারী হলো। (মুসলিম)।

١٥٢- عَنِ ابْنِ الْفَرَاسِيِّ اَنَّ الْفَرَاسِيَّ قَالَ قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْئَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَاِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَسْئَلِ الصَّالِحِيْنَ -

১৫২. ইবনে ফারাসী থেকে বর্ণিত। (তার পিতা) ফারাসী বলেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করলামঃ ওগো আল্লার রাসূল! আমি কি মানুষের নিকট হাত পাত্‌বো? নবী করীম (সঃ) বললেনঃ না,। যদি হাত পাতা তোমার জন্যে কখনো অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে নেককার লোকদের নিকট পাতবে। (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যাঃ প্রয়োজনে নেককারদের নিকট হাত পাতার অনুমতি এ জন্যে দেয়া হয়েছে, যেহেতু তারা প্রতিদান চাইবেন না এবং খোটা দিয়ে মনে কষ্ট দেবেন না।

١٥٣- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَسْئَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ لِذِىْ فَقْرٍ مُّدْقِعٍ وَلِذِىْ غُرْمٍ مُّفْظِعٍ أَوْ لِذِىْ دَمٍ مُّوْجِعٍ - (ابو داؤد)

১৫৩. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো জন্যে হাত পাতা (ভিক্ষা চাওয়া) জায়েয নয়ঃ (১) ফুটপাতে থাকা দীন দুঃখী (২) ঋণগ্রস্ত দেউলিয়া (৩) রক্ত মূল্যের যিম্মাদার। (আবু দাউদ)।

প্রেক্ষাপটঃ একবার একজন মদীনাবাসী আনসার নবী করীম (সঃ) এর খেদমতে হাযির হয়ে ভিক্ষা চাইলে তেনি তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার ঘরে কোনো বস্তু আছে কি? 'আনাস বললোঃ একখানা কম্বল আছে যার এক পাশ বিছিয়ে আমরা শুই এবং অপর পাশ গায়ে দিই। এ ছাড়া একটা পেয়ালা আছে যাতে করে আমরা পানি পান করি।

নবী করীম (সঃ) তার দুটি জিনিসই আনিয়ে নিয়ে দু দিরহামে নিলাম দিলেন। দিরহাম দুটি আনসারকে দিয়ে তিনি বললেন, যাও এক দিরহাম দিয়ে খানা কিনে নাও এবং আরেক দিরহাম দিয়ে কুঠার কিনে আমার নিকট নিয়ে এসো। আনসার তাই করলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজ হাতে কুঠারে হাতল লাগিয়ে বললেনঃ যাও জংগলে গিয়ে কাঠ কাটো। পনের দিন অতিবাহিত হবার পূর্বে আমার নিকট এসোনা। আনসার চলে গেলো। কাঠ কেটে বিক্রি করতে থাকলো।

পনের দিন পর সে রাসূলে করীমের খেদমতে ফিরে এলে তার নিকট দশ দিরহাম পূজি ছিলো। এ দিয়ে সে খাদ্য ও পোশাক খরিদ করলো। তখন নবী করীম (সঃ) বললেনঃ কিয়ামতের দিন মুখমন্ডলে ভিক্ষাবৃত্তির লাঞ্চনার নিদর্শন নিয়ে হাযির হওয়ার চাইতে তোমাদের জন্যে (পরিশ্রমের) এ পন্থাই বেহতর।

١٥٤- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقَصَ مَالٌ مِّنْ صَدَقَةٍ وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللّٰهُ بِهَا عِزًّا فَاعْفُوْا يُعِزُّكُمُ اللّٰهُ وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلٰى نَفْسِهٖ بَابَ مَسْئَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ-

১৫৪. উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ (১) সদকা দান দ্বারা সম্পদের ঘাটতি হয়না। (২) যে ব্যক্তি যুলুম ও বাড়াবাড়িকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে, আল্লাহ্ তায়লা তাঁর ইয্যত ও সম্মান বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন (৩) যে ব্যক্তি নিজের জন্য ভিক্ষা বৃত্তির দরজা খুলে দেয়, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর জন্য দারিদ্রের দরজা খুলে দেন। (মু'জামুস সগীর তাবরাণী)।

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসে তিনটি বড় বড় নৈতিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। একঃ দান সদ্‌কা বা যাকাত দ্বারা সম্পদে কমতি হয় না কুরআনে মজীদে বলা হয়েছে, এতে সম্পদ বৃদ্ধিই হয়ে থাকে।

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ـ

"তোমরা আল্লার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে যে যাকাত দিয়ে থাকো নিঃসন্দেহে এসব লোক নিজেদের পুঁজিকে বৃদ্ধি করে থাকে।"

যাকাত বা সদকা দ্বারা বাহ্যত সম্পদের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা দ্বারা সমষ্টিগত ভাবে সমাজে পুঁজি বৃদ্ধি হয়ে থাকে এবং যাকাতদাতা বা সদকা দানকারী কৃপনতার মতো নিকৃষ্ট ধরনের নৈতিক অধঃপতন থেকে মুক্তি পায়।

দুইঃ সাধারণত শত্রু থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করাকে কাপুরুষতা মনে করা হয়। কিন্তু এ হাদীসটির শিক্ষা হচ্ছে এই যে, যুলুম ও বাড়াবাড়িকে ক্ষমা করার মাধ্যমে মানুষের সম্মান ও ইয্যত বৃদ্ধি পায় এবং নৈতিক দিক দিয়ে লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বরেণ্য হওয়া যায়।

তিনঃ সম্পদ দান না করে পুঞ্জিভূত করে রাখা দ্বারা যদিও বাহ্যিকভাবে সম্পদের বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। মূলত জনগণের দৃষ্টিতে কৃপণ ব্যক্তি অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও নীচু বলে বিবেচিত।

সরল জীবন যাপন

١٥٥ ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوْا فِى الدُّنْيَا ـ

১৫৫. ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তোমরা সরঞ্জাম-সামগ্রী এবং জায়গীর গড়োনা। তাহলে দুনিয়ার মোহে আকৃষ্ট হয়ে দুনিয়াদার হয়ে থাকবে।

ব্যাখ্যাঃ অপর একটি হাদীস থেকে জানা যায়, জায়েয সীমার মধ্যে থেকে ঘর-বাড়ী তৈরী করা এবং ক্ষেত-খামার করা গুনাহের কাজ নয়। বর্তমান হাদীসে এ কাজের নিষেধ করা হয়নি। বরঞ্চ এখানে বিরাট ভূ-স্বামী হওয়া, বিরাট ইমারাত-অট্টালিকা বানানো এবং ব্যাপক দুনিয়াবী উপকরণের অধিকারী হয়ে দুনিয়ার মোহে নিমজ্জিত থাকতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এতে করে মানুষ জীবনের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে গাফিল হয়ে যায়।

١٥٦- عَنْ عَبْدِ الرُّوْمِى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى اُمِّ طَلْقٍ فَقُلْتُ مَا اَقْصَرَ سَقْفَ بَيْتِكِ هٰذَا قَالَتْ يَا بُنَىَّ اِنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ اِلَى عُمَّالِهِ اَنْ لَا تُطِيْلُوْا بِنَاءَكُمْ فَاِنَّهُ مِنْ شَرِّ اَيَّامِكُمْ -(الادب المفرد)

১৫৬. আব্‌দে রুমী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি একদিন উম্মে তলকের নিকট গিয়েছিলাম। তাঁকে আমি বললাম, আপনার ঘরের ছাদ খুবই খাটো।' জবাবে উম্মে তলক বললোঃ প্রিয় বৎস, আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনে খাত্তাব তাঁর কর্মাচারীদের লিখে পাঠিয়েছিলেনঃ তোমাদের ঘর ও ইমারত সমূহকে দীর্ঘ (উঁচু) করো না। কারণ এটা তোমাদের অধঃপতন যুগের নিদর্শন। (আদাবুল মুফরাদ)।

١٥٧- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا تَسْمَعُوْنَ اَلَا تَسْمَعُوْنَ اِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْاِيْمَانِ. اِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْاِيْمَانِ -(ابو داؤد)

১৫৭. আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তোমরা কি শুনতে পাও না? তোমরা কি শুনতে পাওনা? সরল সাদাসিধে যিন্দেগী ঈমানের নিদর্শন। সরল সাদা-সিধে যিন্দেগী ঈমানের নিদর্শন। (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যাঃ 'বযাযা' দ্বারা এখানে এমন জীবন যাপনকে বুঝানো হয়েছে যাতে কোনো শান-শওকত ও গর্ব অহংকার নেই। ইসলাম সৌন্দর্য প্রিয়তাকে অপসন্দ করেনা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সীমাতিক্রম করা ইসলাম পসন্দ করেনা। কারণ-সৌন্দর্য প্রিয়তার ক্ষেত্রে সীমাতিক্রম দ্বারা মানুষ অপব্যয় ও অপচয়ে লিপ্ত হয় এবং অহংকারের বশবর্তী হয়ে বল্গাহীন ভাবে অর্থ ব্যয় করে। এ জন্যেই ইসলাম বিলাসীতা এবং দুনিয়া ত্যাগ এ দুয়ের মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দেয়। এটাকেই 'বযাযা' বলা হয়েছে।

١٥٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْتَكْبَرَ مَنْ أَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالْأَسْوَاقِ وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا -

১৫৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ঐ সব লোক অহংকারে নিমজ্জিত নয়, যাদের চাকর চাকরাণী তাদের সংগে খাদ্য গ্রহণ করে, গাধায় আরোহন করে বাজারে যায় এবং বকরী পালে ও তা দুহন করে।

١٥٩- عَنْ جَدَّةِ صَالِحٍ قَالَتْ رَأَيْتُ عَلِيًّا اِشْتَرٰى تَمَرًا بِدِرْهَمٍ فَحَمَلَهُ فِيْ مِلْحَفَةٍ فَقَالَتْ لَهُ أَوْ قَالَ لَهُ أَحْمِلُ عَنْكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ لَا أَبُو الْعِيَالِ أَحَقُّ أَنْ يَحْمِلَ -

১৫৯. সালেহর দাদী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি দেখেছি আলী (রাঃ) এক দিরহামের খেজুর খরিদ করে তা চাদরে নিয়ে নিজেই তা উঠিয়ে নিলেন। (তখন) আমি কিংবা অন্যব্যক্তি তাকে বললেনঃ আমীরুল মুমেনীন! বোঝাটা আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। তিনি বললেন বাচ্চাদের পিতাই (অর্থাৎ যাদের জন্যে খেজুর খরিদ করা হয়েছে) বোঝা বহনের অধিক উপযুক্ত। (আদাবুল মুফরাদ)।

١٦٠- عَنْ عَمْرَةَ قِيْلَ لِعَائِشَةَ مَاذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ فِيْ بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِيْ ثَوْبَهُ وَيَحْلِبُ شَاتَهُ - (ادب المفرد)

১৬০.আমারাহ থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলোঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘরে কিকি কাজ করতেন? জবাবে তিনি বলেনঃ তিনি সকল মানুষের মতোই একজন মানুষ ছিলেন। তিনি কাপড়ে লেগে থাকা জুঁই বের করতেন এবং বকরী দুহন করতেন। (আদাবুল মুফরাদ)।

١٦١- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فَإِنَّ عِبَادَ اللّٰهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ - (احمد)

১৬১. মুয়ায ইবনে জাবাল থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে ইয়েমনের প্রশাসক নিযুক্ত করে পাঠাবার কালে বলেছিলেনঃ বিলাসীতা থেকে দূরে থাকবে। কারণ আল্লার বান্দারা বিলাস–যিন্দেগী যাপন করে না। (মুসনাদে আহমদ)।

ব্যাখ্যাঃ সুন্দর পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন এবং বিলাস ব্যায়বহুল জীবন যাপনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকেই সুন্দর পরিচ্ছন্ন জীবনের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ তিনি যখন নতুন পোষাক পরতেন, তখন তার দোয়ায় এ কথাগূলোও থাকতো ঃ 'এর দ্বারা আমার যিন্দেগী সৌন্দর্য-মন্ডিত করো'। অন্য হাদীসে এসেছেঃ তিনি সেজে-গোজে মেহমান ও সাক্ষাত প্রার্থীদের নিকট যেতেন।

কিন্তু সৌন্দর্য প্রিয়তার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন দ্বারা বিলাসীতার সূচনা হয়। আবার এ ক্ষেত্রে সীমাহীন নিয়ন্ত্রণ দ্বারা মানুষ দুনিয়া ত্যাগী হয়ে যায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনই মুমিনের জন্যে কাম্য। আর মুমিনের সচেতন বিবেকই তা নির্ধারণের জন্যে যথেষ্ট।

١٦٢- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَالْبَسُوْا مَا لَمْ يُخَالِطْ اِسْرَافٌ وَلَا مَخِيْلَةٌ -

১৬২. আমর ইবনে শূয়াইব তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তোমরা আহার করো, পান করো, দান করো এবং পরিধান করো যতোক্ষণ না অহংকারের ও অপচয়ের সংমিশ্রণ না ঘটে। (নাসাঈ)

মধ্যপন্থা

١٦٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلسَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالْاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِّنْ اَرْبَعٍ وَّعِشْرِيْنَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ - (ترمذى)

১৬৩. আবদুল্লাহ ইবনে সারজেস থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ নেক চাল-চলন, ধৈর্য-সাহিষ্ণুতা এবং মধ্যপন্থা নবুওয়াতের চব্বিশ ভাগের একভাগ। (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যাঃ একঃ অর্থাৎ-এসব গুণাবলী আম্বিয়ায়ে কিরামের জীবনের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। এসব গুণাবলী যে ব্যক্তি যতো বেশী পরিমাণ অর্জন করবে, সে আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুসরণের দিক থেকে ততো বেশী পূর্ণতা লাভ করবে।

দুইঃ মধ্যপন্থা হচ্ছে ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ পন্থার নাম। যেমন অপচয় অপব্যয় এবং কৃপণতা এ দুটোই বাড়াবাড়ি। এ উভয়ের মধ্যবর্তী পন্থা হলো দানশীলতা। ইসলামী শরীয়ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মধ্যপন্থার প্রতি গুরুত্বারোপ। করে।

١٦٤- عَنْ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ طُوْلَ صَلٰوةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهٖ مَئِنَّةٌ مِّنْ فِقْهِهٖ فَاَطِيْلُوا الصَّلٰوةَ وَاَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ وَاِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا - (مسلم)

১৬৪. আম্মার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলে করীম (সঃ) কে বলতে শুনেছিঃ দীর্ঘ নামায এবং সংক্ষিপ্ত খোতবা (বক্তৃতা) মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। সুতরাং তোমাদের নামায দীর্ঘ করো এবং বক্তৃতা সংক্ষেপ ও ছোট করো। নিঃসন্দেহে কোনো কোনো বক্তৃতা যাদুর মতো প্রভাব রাখে। (মুসলিম)।

স্থির চিত্ততা

١٦٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَحَبَّ الدِّيْنِ اِلَى اللّٰهِ مَادَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ -

১৬৫. আয়েশা (রাঃ)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ দীনের সে কাজ আল্লার সব চাইতে পসন্দনীয়, যার উপর আমলকারী তা স্থির চিত্ততার সাথে নিয়মিতভাবে করে। (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যাঃ সাময়িক ভাবে কোনো হাংগামী কাজ করে দীর্ঘদিন নীরব থাকার চেয়ে অল্প হলেও কোনো কাজ নিয়মিত করতে থাকা পরিণতির দিক থেকে অনেক উত্তম ও বেহতর।

١٦٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُوْمُ الَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ الَّيْلِ - (بخارى، مسلم)

১৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ হে আবদুল্লাহ! অমুকের মতো হয়োনা। সে তাহাজ্জুদের জন্যে রাত্রে উঠতো। অতঃপর সে তাহাজ্জুদ পড়া ছেড়ে দেয়। (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যাঃ ফরয এবং ওয়াজিবসমহূ তো অবশ্যই নিয়মিত ভাবে আদায় করতে হবে। নফলসমূহের ব্যাপারেও একজন মুমিনকে নিয়মিত হওয়া উচিত।

١٦٧- عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا سَبَّبَ اللّٰهُ لِاَحَدِكُمْ رِزْقًا مِنْ وَجْهٍ فَلَا يَدَعْهُ حَتّٰى يَتَغَيَّرَ لَهُ اَوْيَتَنَكَّرَ لَهُ -

১৬৭. নাফে আয়েশা (রাঃ) থেকে শুনে বর্ননা করেন। তিনি বলেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের কাউকেও যখন উপার্জনের কোনো পথ খুলে দেন, সে যেনো ততোক্ষণ পর্যন্ত সে পথ পরিত্যাগ না করে, যতোক্ষন না তাতে কোনো পরিবর্তন বা লোকসান দেখা দেবে। (মুসনাদে আহমদ)।

প্রেক্ষাপটঃ হাদীসটির প্রেক্ষাপট হচ্ছে এই যে, নাফে সিরিয়া এবং মিসরে ব্যবসায় সামগ্রী পাঠাতো। অতঃপর বিনা কারণে তিনি ইরাকের সাথে ব্যবসা শুরু করলেন। এ পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আয়েশা (রাঃ) তাকে রাসূলে করীম (সঃ) এর এ সংক্রান্ত বাণী শুনিয়ে দিলেন। এ হাদীস থেকে অনুমিত হয় যে শুধু ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রেই নয়, বরঞ্চ ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন ও পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারেও একজন মুমিনকে স্থির চিত্তের অধিকারী হতে হবে এবং নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় কাজ করতে হবে। তড়িঘড়ি এবং অস্থির চিত্ততা মুমিনের জন্যে শোভনীয় নয়।

١٦٨- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتِتْمَامُ الْمَعْرُوْفِ اَفْضَلُ مِنِ ابْتِدَائِهِ - (طبرانى)

১৬৮. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ভালো কাজের সূচনার চাইতে পূর্ণতা সাধন উত্তম। (মু'জামুস সগীর)।

ব্যাখ্যাঃ কারো সংগে উত্তম আচরণ ও সুসম্পর্কের সূচনা করলে পরিপূর্ণতায় পৌঁছানো উচিত। অসম্পূর্ণ সদাচার উত্তম চরিত্রের মধ্যে গণ্য হতে পারে না। কারণ তা দ্বারা সাধারণত অভিযোগই সৃষ্টি হয়ে থাকে।

বদান্যতা

١٦٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ مَا رَاَيْتُ امْرَاَتَيْنِ اَجْوَدَيْنِ مِنْ عَائِشَةَ وَاَسْمَاءَ وَجُوْدُهُمَا مُخْتَلِفٌ اَمَّا عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَجْمَعُ الشَّيْئَ اِلَى الشَّيْئِ حَتّٰى اِذَا كَانَ اجْتَمَعَ عِنْدَهَا قَسَّمَتْ وَاَمَّا اَسْمَاءُ فَكَانَتْ لَا تُمْسِكُ شَيْئًا لِغَدٍ -

১৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি আয়েশা এবং আসমা থেকে অধিক দানশীল নারী দেখিনি। কিন্তু তাদের উভয়ের বদান্যতার ধরণ বিভিন্ন। আয়েশা (তাঁর হাতে আগত অর্থ) কিছু কিছু করে জমাতেন। যখন মোটা অংক জমা হয়ে যেতো, তিনি তা দান করে দিতেন। কিন্তু আসমার নিয়ম ছিলো তাঁর উল্টা। তিনি আগামী কালের জন্যে কিছুই রেখে দিতেন না। যখন যা হাতে আসতো, তা-ই দান করে দিতেন।

নোটঃ আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ছিলেন আসমার (রাঃ) পুত্র। আর আসমা ছিলেন হযরত আয়েশার বোন।

সততা ও আমানতদারী

١٧٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرْبَعٌ اِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا حِفْظُ اَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيْثٍ، وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ وَعِفَّةٌ فِيْ طُعْمَةٍ - (مسند احمد)

১৭০. আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তুমি যদি চারটি জিনিস লাভ করতে পারো তবে দুনিয়ার কোনো জিনিষ থেকে বঞ্চিত হলে তোমার কিছুই যায় আসে না। সে চারটি জিনিস হচ্ছেঃ (১) আমানতের হিফাযত, (২) সত্য কথা বলা, (৩) সৎচরিত্র এবং (৪) উপার্জনে পবিত্রতা। (মুসনাদে আহমদ)।

١٧١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَدِّ الْاَمَانَةَ اِلٰى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ -

১৭১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ যে তোমার নিকট আমানত রাখে, তাকে তার আমানত ফেরত দাও আর যে তোমার খিয়ানত করে, তুমি তার খিয়ানত করোনা। (তিরমিযী)।

৯. চারিত্রিক দোষ ত্রুটিসমূহ

নিজ মতকে অগ্রাধিকার দেয়া

١٧٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ثَلٰثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلٰثٌ مُهْلِكَاتٌ فَتَقْوَى
اللّٰهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَوْلِ بِالْحَقِّ فِى الرِّضَا وَالسَّخَطِ
وَالْقَصْدُ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنَا. وَاَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوًى
مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهٖ وَهِىَ اَشَدُّ
هُنَّ -

১৭২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তিনটি মুক্তিদানকারী জিনিস আছে আর তিনটি আছে ধ্বংসকারী। মুক্তিদানকারী তিনটি জিনিষ হচ্ছে (১) গোপনে ও প্রাকাশ্যে খোদাভীতি অবলম্বন করা (২) সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টি (সর্বাবস্থায়) হক ও সত্য কথা বলা এবং (৩) সুসময় ও দুসময় (সর্বাবস্থা) মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। আর। ধ্বংসকারী তিনটি জিনিস হচ্ছে (১) এমন কামনা বাসনা, মানুষ যার অনুগত দাস হয়ে যায় (২) এমন লোভ–লালসা যাকে পরিচালক মেনে নেয়া হয় এবং (৩) নিজ মতকে অগ্রাধিকার দেয়া। আর এটিই হচ্ছে সর্বাধিক ভয়াবহ।

ব্যাখ্যাঃ নিজের ইলম, দৌলত, শারীরিক যোগ্যতা, জেহাদ ও তাকওয়ার অহংকার করা মানুষের এমন একটি নৈতিক রোগ যা তাকে পেয়ে বসলে সে এমন আত্মর বঞ্চনায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে যে, তখন নিজের ভুল ভ্রান্তির প্রতি তার আর কোনো লক্ষ্যই থাকেনা এবং সত্যান্বেষণে তার মধ্যে কোনো প্রকার পেরেশানী ও থাকে না।

আত্মপ্রশাংসার প্রতিরোধ

١٧٣- عَنِ الْمِقْدَادِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اِذَا رَاَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِىْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ

১৭৩. মিকদাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তোমরা যখন প্রশংসাকারীদের (চাটুকারদের) দেখবে, তখন তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে। (মুসলিম)

অর্থাৎ এ প্রশংসা, তোষামোদ ও চাটুকারিতা দ্বারা তারা যে উদ্দেশ্য ও স্বার্থ হাসিল করতে চায় তা ব্যর্থ করে দাও।

আত্ম প্রশংসা থেকে আত্মরক্ষা

١٧٤- عَنْ عَدِيٍّ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زُكِّيَ قَالَ اللّٰهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ وَاغْفِرْلِي مَالَا يَعْلَمُونَ - (ادب المفرد)

১৭৪. আদী (রাঃ) ইবনে হাতেম থেকে বর্ণিত। তনি বলেনঃ সাহাবায়ে কিরামের কারো যদি মুখের উপর প্রশংসা করা হতো, তখন তিনি সংগে সংগে বলতেনঃ হে আল্লাহ! এসব লোক যা কিছু বলছে সে জন্যে আমাকে পাকড়াও করোনা আর আমার যেসব (দুর্বলতার ব্যাপারে) এরা জানেনা, সে জন্যে তাদের মাফ করে দাও। (আল আদাবুল মুফরাদ)।

ব্যাখ্যাঃ নিজের প্রশংসা শুনে মানুষ সাধারণত গর্ব ও আত্মম্ভরিতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। সে কারণেই সাহাবায়ে কিরাম নিজের প্রশংসা শুনলে এ ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যে বিনীতভাবে আল্লার নিকট দোয়া করতেন।

একদিকে তাঁরা প্রশংসার অশুভ পরিণতি থেকে বাঁচার জন্যে দোয়া করতেন। অপর দিকে প্রশংসা শুনে মন গর্ভ ও অহংকারে মেতে উঠে কিনা সে ভয়ে তাঁরা নিজের যাবতীয় দোষ-ত্রুটি এবং দুর্বলতার কথা সে মুহূর্তে স্মরণ করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করতেন।

খ্যাতিলাভের প্রবণতা

١٧٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللّٰهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (ابو داؤد)

১৭৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি খ্যাতি ও প্রদর্শনীর পোষাক পরিধান করলো কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা তাকে অপমান ও লাঞ্ছনার পোষাক পরিধান করাবেন। (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যাঃ খ্যাতি প্রকাশের পোষাক দু'প্রকার হতে পারেঃ (১) শাসক, নেতা ও সম্পদশালীদের চাকচিক্য ও জৌলুসপূর্ণ পোষাক পরিধান করা, যাতে করে সাধারণ মানুষের অন্তরে তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। কিংবা

(২) ধর্মীয় নেতা, দুনিয়াত্যাগী দরবেশ সন্যাসী ইত্যাদি ধরনের লোকেরা দীনি ও পবিত্রতার সাইন বোর্ড লাগিয়ে যেসব পোষাক পরিধান করার চেষ্টা করে।

ইসলামী সমাজে ধনী ও নেতাদের বিশেষ কোনো পোষাক নেই আর ধর্মীয় বিশেষ শ্রেণীর আধ্যাত্মিক পবিত্রতা প্রকাশব্যঞ্জক কোনো বিশেষ ধরনের পোষাকের ব্যবস্থাও এখানে নেই।

গর্ব—অহংকার

١٧٦- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَّكُوْنَ
ثَوْبُهٗ حَسَنًا وَّنَعْلُهٗ حَسَنًا قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ وَّيُحِبُّ
الْجَمَالَ، اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ- (مسلم)

১৭৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ সে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার অন্তরে বিন্দুমাত্র গর্ব অহংকার থাকবে।'তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলোঃ মানুষ ভালো পোষাক ও ভালো জুতা পসন্দ করে (এটাও কি অহংকারের মধ্যে গণ্য হবে?) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ আল্লাহ সুন্দর তিনি সৌন্দর্য পসন্দ করেন। অহংকার হচ্ছে আল্লার গোলামীর পরোয়া না করা (বাস্তব অবস্থার উর্ধ্বে উঠা) এবং মানুষকে নিকৃষ্ট-নগণ্য জ্ঞান করা। (মুসলিম)।

ব্যাখ্যাঃ জায়েয সীমার ভিতর অবস্থান করে যদি কোনো ব্যক্তি নিজের অবস্থা ও সামর্থ অনুযায়ী নিজের পোষাক ও জীবন-যাপনে সৌন্দর্য অবলম্বন করে, তবে সে গর্ব ও অহংকারের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেনা। গর্ব ও অহংকার সে ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে, যখন কেউ এমন বিলাসিতা অবলম্বন করে, যাতে আল্লার হকও আদায় করা হয়না এবং বান্দাহর হকেরও পরোয়া করা হয়না।

আত্মার সংকীর্ণতা

١٧٧- عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىَّ ثَوْبٌ دُوْنٌ فَقَالَ لِىْ
اَلَكَ مَالٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مِنْ اَىِّ الْمَالِ ؟ قُلْتُ مِنْ كُلِّ
الْمَالِ قَدْ اَعْطَانِىَ اللّٰهُ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ
وَالرَّقِيْقِ، قَالَ فَاِذَا اَتَاكَ مَالًا فَلْيُرَ اَثَرُ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْكَ
وَكَرَامَتُهٗ - (نسائى)

১৭৭. আবুল আহওয়াস তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (তাঁর পিতা) বলেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট হাযির হলাম। আমার পরিধেয় ছিলো খুবই মা'মূলী ধরণের। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার কি ধন-সম্পদ আছে? আমি বললামঃ জী-হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ কী ধন-সম্পদ? আমি বললামঃ আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে সব

ধরণের ধন-মাল দান করেছেন। উট, গরু, ভেড়া, ঘোড়া, গোলাম-এ সব কিছুই আমার আছে। একথা শুনে নবী করীম (সঃ) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা যখন তোমাকে ধন-দৌলত দান করেছেন, তখন তাঁর নিয়ামত ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমার মধ্যে দেখা যাওয়া উচিত। (নাসাঈ)।

শিক্ষাঃ আত্মারসংকীর্ণতা দূর করাই এ হাদীসের উদ্দেশ্য। সংকীর্ণ আত্মা আল্লার নিয়ামতের প্রতি কুফরীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু নিয়ামতের এ প্রকাশে কোনো প্রকার গর্ব অহংকার ও অপচয়-অপব্যয় থাকতে পারবে না।

নিকৃষ্ট আচরণ

١٧٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْعَائِدُ فِىْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِىْ قَيْئِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ - (بخارى)

১৭৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দান ফেরত নেয়, তার উদাহরণ সেই কুত্তার মতো, যে বমি করে তা চেটে খায়। এ ব্যাপারে এর চেয়ে নিকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হতে পারে! (বুখারী)

স্বার্থপরতা

١٧٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْاَلُ الْمَرْاَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِىْ اِنَائِهَا وَلِتَنْكِحَ فَاِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا - (بخارى، مسلم)

১৭৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কোনো নারী যেনো তার মুসলমান বোনের তালাক দাবী না করে, যাতে তার পাত্রে যা কিছু আছে তা বদল হয়ে যায়। তার উচিত বিয়ে করে নেয়া । সে তা-ই পাবে যা তার কপালে আছে। (বুখারী মুসলীম)।

ব্যাখ্যাঃ যদি কোনো ব্যক্তি দ্বিতীয় বিয়ের ইচ্ছা করে, তখন (হবু স্ত্রী) পূর্ব স্ত্রীকে তালাক দেয়ার দাবী করা উচিত নয়। তার এমনটি বলা উচিত নয় যে, তার সাথে ছাড়াছাড়ি হলে আমি বিয়ে করবো।

এ ধরণের দাবীর উদ্দেশ্য এটাই হয়ে থাকে যে, সে যা কিছু পাচ্ছে, তার পরিবর্তে আমি সব পাবো । এরূপ নোংরা স্বার্থপরতা ইসলামী মেজাযের খিলাফ।

কৃপণতা

١٨٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِىْ يَشْبَعُ
وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلٰى جَنْبِهِ -(بيهقى)

১৮০. আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছিঃ সে ব্যাক্তি মুমিন নয়, যে পেট পুরে খায়, অথচ পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার যাতনায় ভূগছে। (বায়হাকী)

সম্ভ্রমহীনতা

١٨١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِىَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى
اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَمَنْ دَخَلَ عَلٰى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ
سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيْرًا - (ابوداؤد)

১৮১. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কোনো ব্যক্তিকে দাওয়াত দেয়া হলে সে যদি তা কবুল না করে, তবে সে আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী করলো। আর যে বিনা দাওয়াতে প্রবেশ করলো সে চোর হয়ে প্রবেশ করলো এবং ডাকাত হয়ে বের হলো। (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যাঃ ইসলামী ভ্রাতৃত্বকে টিকিয়ে রাখা এবং এ সম্পর্ককে আরো গভীর থেকে গভীরতর করার জন্যে প্রয়োজন একে অপরকে হাদীয়া তোহফা ও উপহার প্রদান করা এবং দাওয়াত ও মেহমানদারীর ব্যবস্থা করা। যে ব্যক্তি মুসলমান ভায়ের দাওয়াত কবুল করলনা সে মূলত এ ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে ছিন্ন করে। অথচ ইসলাম এ সম্পর্ককে মজবুত ও স্থায়ী করতে চায়।

কিন্তু বিনা দাওয়াতে কারো খাবার মজলিসে উপস্থিত হওয়া নিতান্তই সংকীর্ণ ও নিচু স্বভাবের পরিচায়ক। অবশ্য খাবার মজলিস যদি সর্বসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত হয় তবে তাতে কোনো দোষ নেই। এমনিভাবে কোনো শরয়ী ওযরের কারণে কেউ যদি কোনো মুসলমান ভায়ের দাওয়াত কবুল করতে না পারে তবে তাতেও কোনো দোষ নেই।

লোভ

١٨٢- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَوَاللّٰهِ لَا الْفَقْرَ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنْ اَخْشٰى

عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى
مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ
كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ - (بخارى، مسلم)

১৮২. আমর ইবনে আওফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কসম আল্লাহর, তোমাদের উপর দারিদ্রের ভয় আমি করিনা, বরঞ্চ আমার আশংকা হচ্ছে দুনিয়ার ধন–সামগ্রীর দরজা তোমাদের জন্যে খুলে যাবে যেমনটি খুলে গিয়েছিলো তোমাদের পূর্বেকার লোকদের জন্যে। অতঃপর দুনিয়ার প্রতি তোমাদের এমন লোভ লালসা লেগে যাবে যেমন করে লেগে গিয়েছিলো তোমাদের পূর্বেকার লোকদের। পরিণতিতে এ জিনিস তোমাদের ধ্বংস করে দিয়ে যাবে যেমন ধ্বংস করে দিয়েছিলো তোমাদের পূর্বেকার লোকদের। (বুখারী–মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ এ ব্যাপারেও ইসলাম মধ্যপন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দেয়। না সন্নাসীদের মতো দুনিয়ার সাথে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে আর না দুনিয়ার প্রতি এতোটা ঝুঁকে পড়া যাবে যাতে করে জীবনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়।

এ হাদীসে ধন–দৌলতের আধিক্য দারিদ্র থেকেও ভয়াবহ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দারিদ্রের অশুভ প্রভাব সীমিতই থাকে। দরিদ্র লোকেরা ধ্বংস, সীমা লংঘন ও নৈতিক অধঃপতনের কাজে সম্পদশালীদের মতো নিমজ্জিত হয় না।

কৃত্রিমতা

١٨٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ
مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ - (بخارى، مسلم)

১৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ সেসব পুরুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালা লা'নত বর্ষণ করেন যারা নারীদের অনুকরণ (বেশ–ভূষা ধারণ) করে। আর সেসব নারীর প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেন যারা পুরুষদের অনুকরণ (বেশ–ভূষা ধারণ) করে।

ব্যাখ্যাঃ এখানে প্রাকৃতিক ও সাধারণ বিষয়ের অনুকরণের কথা বলা হয়নি। বরঞ্চ হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী বা পুরুষের দেহ ও পোষাকে এমন বিকৃতি ও সাজ–সজ্জা গ্রহণ করা উচিত নয় যাতে করে নারীকে পুরুষ ভাবাপন্ন এবং পুরুষকে নারী ভাবাপন্ন বোধ হয়, কিংবা নারী ও পুরুষের মধ্যে তারতম্য করাই মুশকিল হয়ে পড়ে।

কৃত্রিম ও মনগড়া কথা বলা

١٨٤- عَنْ أَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّيْ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلاَقًا وَاِنَّ اَبْغَضَكُمْ اِلَىَّ وَاَبْعَدَكُمْ
مِنِّىْ مَسَاوِيْكُمْ اَخْلاَقًا، اَلثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ

১৮৪. আবু সা'লাবা খুশানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার সব চেয়ে প্রিয় ও নিকটবর্তী হবে তারা, যাদের চরিত্র সর্বসুন্দর সর্বোত্তম। আর আমার নিকট সবচাইতে ঘৃণ্য ব্যক্তি হবে তারা, তোমাদের মধ্যে যারা নিকৃষ্ট চরিত্রের, যাদের মুখে কথার খৈ ফোটে, যারা মুখ বাঁকিয়ে গর্ব ও অহংকারের সাথে কথা বলে। (বায়হাকী-মেশকাত)

ব্যাখ্যাঃ অসচ্চরিত্রের লোকদের অনেক অসৎ গুণ থাকে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে বানিয়ে কথা বলা, মনগড়া কথা, বাকপটুতা। মিথ্যা কথাকে সত্যের মতো চালিয়ে দেয়া তাদের কাছে সাধারণ ব্যাপার। মূলত যারা বাকপটু, অধিক অধিক কথা বলে-তারা মিথ্যা কথা বলে। কারণ, মনগড়া মিথ্যা কথা বলা ছাড়া বেশী কথা বলা সম্ভব নয়।

মিথ্যা কষ্ট সহ্য করা

١٨٥- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ زَفَفْنَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهِ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ
اَخْرَجَ عُسًّا مِّنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ اِمْرَاَتَهُ
فَقَالَتْ لاَ اَشْتَهِيْهِ فَقَالَ لاَ تَجْمَعِىْ جُوْعًا وَكِذْبًا ـ(طبرانى)

১৮৫. আসমা বিনতে উমায়েস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর কোনো একজন স্ত্রীকে বধূ সাজিয়ে তাঁর নিকট বাসর যাপনে পাঠালাম। আমরা (বধূ নিয়ে) তাঁর নিকট পৌঁছুলে তিনি এক পেয়ালা দুধ বের করে তা থেকে পান করলেন। অতঃপর তা এগিয়ে দিলেন নব বধূর দিকে। তিনি (বধূ) বললেনঃ আমার খেতে ইচ্ছে করেনা। তখন রাসূলে করীম (সঃ) বললেনঃ ক্ষুধা এবং মিথ্যাকে একত্র করোনা। (আল-মু'জামুস সগীর)।

ব্যাখ্যাঃ এটা একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে যে, যখন বন্ধু-বান্ধবের পক্ষ থেকে কোনো আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়, তখন ক্ষুধা এবং ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও 'এখন খাবনা' 'খাবার প্রয়োজন নেই' 'খেতে ইচ্ছা করে না' কিংবা 'ক্ষিধে নেই' ইত্যাদি কথা বলে খেতে নিষেধ করা হয়। এ হাদীস এরূপ মিথ্যা কষ্ট সহ্য করতে নিষেধ করা হয়েছে।

বাজে কাজে সময় অপচয় করা

١٨٦- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ يَضَعُ اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى
الْاُخْرٰى ثُمَّ يَتَغَنّٰى وَيَدَعُ اَنْ يَقْرَاَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ ـ(طبرانى)

১৮৬. ইবনে মাসউদ (রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আমি তোমাদের কাউকেও যেনো এমতাবস্থায় না পাই যে, সে এক পায়ের উপর–আরেক পা রেখে গানে মশগুল হয়ে আছে এবং সূরা বাকারা পড়ছেনা। (আল মু'জামুস সগীর)।

ব্যাখ্যাঃ গান গেয়ে এবং গান শুনে সময় অপচয় করা শয়তানী কাজ। কাউকেও যদি কিছু পড়তেই হয় তবে সে কুরআন পড়ুক এবং কুরআন শুনে সময় কাজে লাগাক।

অপচয়—অপব্যয়

١٨٧- عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِاِمْرَاَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ - (مسلم)

১৮৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেছনঃ ঘরে একটা বিছানা হয়ে থাকে পুরুষের জন্যে, একটা তার স্ত্রীর জন্যে এবং তৃতীয়টি মেহমানের জন্যে আর চতুর্থটি শয়তানের জন্যে। (মুসলিম)।

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ একজন মুসলমানের ঘরের ফার্নিচার হবে সে পরিমাণ যা তার প্রয়োজন। জাকজমক ও বিলাসিতার জন্যে প্রয়োজনের অধিক সাজ–সরঞ্জামের জৌলুস দেখানো শয়তানী কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। এ ধরণের অপচয় অপব্যয় আল্লাহ তা'য়ালা খুবই অপসন্দ করেন।

এ হাদীসে মূলত বিছানার সংখ্যা নির্ণয় করে দেয়া উদ্দেশ্য নয়। বরঞ্চ হাদীসে জাঁকজমক ও বিলাসিতার নিন্দা করা হয়েছে।

١٨٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هٰذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ قَالَ اَفِي الْوُضُوْءِ سَرَفٌ قَالَ نَعَمْ وَاِنْ كُنْتَ عَلٰى نَهْرٍ جَارٍ -(مسند احمد)

১৮৮. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাআদ (রাঃ)–এর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করেন। তখন সাআদ অযু করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ হে সাআদ! (পানির) এমন অপচয় করছো কেন? সাআদ জিজ্ঞাসা করলেনঃ অযুতেও কি অপচয় হয়? তিনি বললেনঃ হাঁ, তুমি যদি প্রবহমান নদীর তীরে বসেও অযু করো। (মুসনাদে আহমদ)।

ব্যাখ্যাঃ এরূপ কথা দ্বারা মূলত, অপচয়ের মানসিকতা বন্ধ করাই উদ্দেশ্য। ইসলাম কোনো প্রকারের অপচয়-অপব্যয়ই পসন্দ করেনা, এ হাদীস থেকেও এ কথা জানা যায় যে কেবল পার্থিব ব্যাপারেই অপচয় নিষিদ্ধ নয়, বরঞ্চ শরয়ী ইবাদতসমূহ পালন করতে গিয়েও কোনো অপচয় করা নিষিদ্ধ।

১৮৯- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى مَنْ جَرَّ اِزَارَهٗ بَطَرًا -

১৮৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতে সে ব্যক্তির প্রতি (অনুগ্রহের) দৃষ্টি দেবেন না, যে অহংকারের সাথে নিজ পরিধেয় (লুংগি পা'জামা, ফ্যান্ট জামা ইত্যাদি) প্রলম্বিত করে মাটির সাথে টেনে চলে।

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ তা'য়ালা কোনো অবস্থাতেই তার বান্দাহর গর্ব-অহংকার ও তাকাববরী পসন্দ করেন না। এ জন্যেই ইসলামে সেসব বিষয়ে সীমা রেখা টেনে দেয়া হয়েছে যেসব বিষয় গর্ব-অহংকার প্রকাশের বাহন হতে পারে।

অপব্যয় ও বিলাসিতা

১৯০- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِىْ اِنَاءِ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ اَوْ اِنَاءٍ فِيْهِ شَيْئٌ مِنْ ذٰلِكَ فَاِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِىْ بَطْنِهٖ نَارَ جَهَنَّمَ - (دارقطنى)

১৯০. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ যে কেউ সোনা-রূপা কিংবা এমন কোনো পাত্রে করে পান করলো, যাতে সোনা-রূপার সংমিশ্রণ রয়েছে, তবে সে তার পেটে জাহান্নামের জ্বলন্ত কয়লা ঢেলে দিলো। (দারু-কুতনী)।

ব্যাখ্যাঃ পুঁজিবাদী সমাজের ব্যয়বহুল বিলাসিতা থেকে মুসলিম সোসাইটিকে মুক্ত রাখাই হাদীসের উদ্দেশ্য। হাদীসে কেবল পান পাত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু হাদীসটি থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে, ইসলামে যে কোনো অপব্যয় ও বিলাসিতার প্রতি নিষধাজ্ঞা রয়েছে। এর প্রমাণ কুরআন ও হাদীসে রয়েছে।

নিরাশা ও দুর্বল চিত্ত

১৯১- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ اَصَابَهٗ فَاِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ - (بخارى)

১৯১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ দুঃখ-কষ্টে তোমাদের কেউ যেনো মৃত্যু কামনা না করে। হাঁ

চরম অবস্থায় পৌঁছে যদি তার কিছু বলতেই হয়, তবে সে যেনো বলেঃ হে আল্লাহ! আমাকে সে পর্যন্ত জীবিত রাখো যতোক্ষণ জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হবে। আর তখন আমাকে মৃত্যু দিও, যখন মৃত্যুবরণ করা আমার জন্যে কল্যাণকর হবে। (বুখারী)।

ব্যাখ্যাঃ ইসলামে আত্মহত্যা তো দূরের কথা মৃত্যুর কামনা করাও জায়েয নেই। কারণ বান্দাহর প্রতি আল্লার অগণিত নিয়ামত সমূহের মধ্যে জীবন একটা বিরাট নিয়ামত। এ নিয়ামতের পরিসমাপ্তির কামনা করা নিয়ামতের প্রতি কুফরী বা অমর্যাদারই শামিল। সুতরাং প্রতিটি মুসলমানকে এ নাফরমানী থেকে বাঁচতে হবে।

সন্দেহ প্রবণতা

١٩٢ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ فِىْ بَطْنِهٖ شَيْئًا فَاَشْكَلَ عَلَيْهِ اَخَرَجَ مِنْهُ شَيْئٌ اَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا ـ (مسلم)

১৯২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যদি তার পেটে গন্ডগোল অনুভব করে এবং বায়ু বের হলো কি না হলো এমন কোনো সন্দেহে নিপতিত হয়, তবে সে শব্দ শোনা কিংবা গন্ধ অনুভব করার পূর্বে যেনো মসজিদ থেকে বের না হয়। (মুসলিম)।

ব্যাখ্যাঃ কেবল শোবা-সন্দেহের ভিত্তিতে নামায ভংগ করা জায়েয নয়, যতোক্ষণ না অযু ভংগের ব্যাপারে নিশ্চিত হবে।

১০. পবিত্র জীবন

দীনের যথার্থ জ্ঞান

١٩٣ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَيْرُكُمْ اِسْلَامًا اَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا اِذَا فَقُهُوْا - (ادب المفرد)

১৯৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসেম (সঃ) কে বলতে শুনেছি। ইসলামের দিক থেকে তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে উত্তম, যদি তারা দ্বীনের যথার্থ বুঝ ও জ্ঞান রাখে। (আদাবুল মুফরাদ)।

١٩٤ - عَنْ سَعِيْدِ نِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلٰوةِ وَيَقُوْلُ اِسْتَوُوْا وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِيَنِىْ مِنْكُمْ اُولُو الْاَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ - (مسلم)

১৯৪. আবু সায়ীদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা নামাযের জন্যে দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ (ইমাম) (সঃ) কাতার সোজা করার (জন্যে) আমাদের ঘাড়ে হাত ফিরাতেন এবং বলতেনঃ সোজা বরাবর হয়ে যাও। বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন হয়োনা। তাহলে তোমাদের অন্তরও বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন তারা যেনো আমার কাছাকাছি থাকে। অতঃপর যারা তাদের কাছাকাছি। তারপর যারা তাদের কাছাকাছি। (মুসলিম)।

ব্যাখ্যাঃ যারা দ্বীনের যথার্থ জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধি রাখেন-নামাযে তাদেরকে ইমামের কাছাকাছি দাঁড়ানো উচিত। অতপর দাঁড়াবে এদিক থেকে যারা তাদের কাছাকাছি। তারপর এভাবে...।

١٩٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُوْنُ مِنْ اَهْلِ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حَتّٰى ذَكَرَ سِهَامَ الْخَيْرِ كُلَّهَا وَمَا يُجْزٰى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِهِ ـ (مشكوة)

১৯৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামায, রোযা, হজ্জ, উমরা এবং এ ছাড়াও যাবতীয় নেক কাজের উল্লেখ করে বলেছেনঃ এ সকল নেক কাজ করার লোকই হয়ে থাকে। কিন্তু কিয়ামতের দিন জাযা ও বদলা দেয়া হবে ব্যক্তির জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক ও অনুভূতির পরিমাণ অনুযায়ী। (মিশকাত)।

ব্যাখ্যাঃ বস্তুত যে কোনো ইবাদত আদায়ের সময় ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেক ও অনুভূতি যতো বেশী সচেতন হবে ততোই সে ইবাদতের আসল উদ্দেশ্য লাভের পথে স্বাদ ও আনন্দ হাসিল করবে। সত্য কথা বলতে কি, আল্লার এরূপ নেক বান্দাহরা তাঁর ইবাদতে যতোটা আনন্দ ও স্বস্তি লাভ করেন আর কোনো কিছুতেই তা লাভ হয় না। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا.

"আল্লাহ, রহমানের বান্দাদেরকে যখন তাদের রবের আয়াত স্মরণ করে দেয়া হয়, তখন তারা অন্ধ ও বধিরের মতো লুটিয়ে পড়ে না।" অর্থাৎ-তারা জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির সাথে কাজ করে। না বুঝে না শুনে অন্ধ অনুসরণ ও আনুগত্যের ভিত্তিতে তারা কোনো হুকুম পালন করে না।

আকল ও অভিজ্ঞতা

١٩٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَّاحِدٍ مَّرَّتَيْنِ ـ

১৯৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ), বলেছেনঃ মুমিন এক গর্তে দুবার নিপতিত হয় না। (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যাঃ মুমিনরা এতোটা বুদ্ধি-বিবেক ও সাবধানতা অবলম্বন কারী হয়ে থাকে যে, কোথাও যদি তারা একবার কোনো ধোকা ও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়, তবে দ্বিতীয়বার সে অনুরূপ ধোকা ও ষড়যন্ত্রের শিকার হয় না।

কিন্তু যেহেতু মুমিন হালাল উপার্জনে সন্তুষ্ট থাকে তা যতোই স্বল্প হোক না কেন এবং তার সম্মুখে হারামের পাহাড় পড়ে থাকলেও সেদিকে তার দৃষ্টি যায় না, এ জন্যে দুনিয়াদার লোকেরা তাকে বোকা মনে করে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারাই যে বোকামীতে নিমজ্জিত

রয়েছে, সে সামান্য কথাটুকু বুঝার অনুভূতিও তারা হারিয়ে ফেলেছে। অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছেঃ (إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ بُلْهٌ) 'বেহেশতবাসীরা সরল সাদা-সিধে হয়ে থাকে।' এটা বোকামী নয়। বরং জ্ঞান ও বুদ্ধি--বিবেকের কারণেই তারা এমনটি হয়ে থাকে।

১৯৭- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَلِيمَ إِلَّا ذُو عَثْرَةٍ وَلَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ.

১৯৭. আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বীর সে, যে হোঁচটও খায়, আর বিজ্ঞ সে-ই যার অভিজ্ঞতা ও আছে।

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা

১৯৮- عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ - (مسلم)

১৯৮.আবু মালিক আশয়ারী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ। (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ ইসলাম কেবল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতার শিক্ষাই দেয় না। বরঞ্চ এর সাথে সাথে বাহ্যিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও ইসলামী বিধানের অংশ। এ জন্যে হাদীসে বাহ্যিক পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের অর্ধেক বলা হয়েছে।

১৯৯- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى -

১৯৯.আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর ডান হাত অযু এবং পানাহার (ইত্যাদি পবিত্র কাজে) ব্যবহার করতেন। আর বাম হাত এস্তেঞ্জার কাজে ব্যবহার করতেন।

২০০- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ فِيهِ - (ابوداؤد)

২০০. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ এমন কখনো যেনো না হয় যে, তোমাদের কেউ গোসল খানায় পেশাব করে তাতেই গোসল ও অযু করে। (আবু দাউদ)।

অর্থাৎ–পেশাব ও গোসলের জন্য পৃথক পৃথক স্থান হওয়া উচিত। তা না হলে পাবিত্রতার ক্ষেত্রে সন্দেহ–সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারে।

۲۰۱- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَرَادَ اَنْ يَّبُوْلَ فَاَتٰى دَمِثًا فِىْ اَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّبُوْلَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهٖ -

২০১. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সংগে ছিলাম। তিনি পেশাব করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তখন তিনি দেয়ালের গোড়ার নরম জায়গায় আসলেন এবং প্রয়োজন পূরণ করলেন। ফিরে এসে বললেনঃ তোমাদের কেউ পেশাব করতে চাইলে সে যেনো নরম জায়গা তালাশ করে। (আবু দাউদ)।

۲۰۲- عَنْ عُمَرَ قَالَ رَاٰنِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اَبُوْلُ قَائِمًا فَقَالَ يَا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ - (ترمذى)

২০২. উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী করীম (সঃ) আমাকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখে বললেনঃ হে উমার! দাঁড়িয়ে পেশাব করোনা। অতপর আর কখনো আমি দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি। তিরমিযী)।

ব্যাখ্যাঃ বাধ্য হয়ে কিংবা কোনো ওযরের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে পেশাব করার অনুমতি আছে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় এ হাদীসের হুকুম মেনে চলতে হবে।

۲۰۳- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهٖ اُعَلِّمُكُمْ اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا وَاَمَرَ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ وَنَهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَنَهٰى اَنْ يَّسْتَطِيْبَ الرَّجُلُ بِيَمِيْنِهٖ -(ابن ماجه)

২০৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের জন্যে আমার স্নেহের উপমা ঠিক তেমন, যেমন সন্তানের জন্য পিতা। আমি তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছিঃ 'যখন তোমাদের কেউ প্রাকৃতিক প্রয়োজন (পায়খানা পেশাব) পূরণে যাবে, তখন কিবলার দিকে মুখ করেও বসবে না এবং পিছু দিয়েও বসবে না' এ ছাড়া তিনটি ঢিলা নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং (শুকনো) গোবর ও হাড়

এস্তেঞ্জায় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আর ডান হাতে শৌচ কর্ম করতেও নিষেধ করেছেন। (ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যাঃ একঃ পায়খানা-পেশাবে ক্বিবলার দিকে মুখ করা কিংবা পিছু দেয়ার ব্যাপারে ফকীহ্ এবং দীনের ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তবে দলীল প্রমাণের দিক থেকে ইমাম শাফেয়ী (রাঃ এর মতই বেশী শক্তিশালী। অর্থাৎ-তাঁর মতে হাদীসের এ নির্দেশ খোলা জায়গার জন্যে প্রয়োজন। ঘেরাও বা চার দেয়ালের ভিতরের জন্যে এ নির্দেশ নয়।

দুইঃ এস্তেঞ্জা বা শৌচ কর্ম তিন পন্থায় করা যায়;

(ক) তিনটি ঢিলা ব্যবহার করে (ঢিলা, পাথর, মাটি, কাপড় বা তুলা জাতীয় হতে পারে)

(খ) পানি দ্বারা

(গ) ঢিলা ব্যবহার করে পানি ব্যবহার করা

-শৌচ কর্মের পর (মাটি বা সাবান দিয়ে) হাত দৌত করা সুন্নাত।

٢٠٤- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا صَلٰوةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ - (مسلم)

২০৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছিঃ খাবার সামনে এলে নামায নেই আর পায়খানা ও পেশাবের প্রয়োজন অনুভব হলে। -(মুসলিম)।

ব্যাখ্যাঃ ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবার প্রস্তুত হয়ে গেলে প্রথমে খেয়ে নিয়ে পরে নামায পড়া উচিত, যাতে করে মনোযোগের সাথে নামায আদায় করা যায়। অবশ্য খাওয়ার আগ্রহ কম থাকলে আগে নামায পড়া উত্তম।

٢٠٥- عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلٰثَةَ اَلْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَالظِّلِّ - (ابو داود)

২০৫. মুয়ায (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তিনটি অভিসম্পাতের জায়গা থেকে দূরে থাকো। আর সে গুলো হচ্ছেঃ (১) নদীর ঘাট (২) জনপথও (৩) ছায়াতলে পায়খানা করা। (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যাঃ এসব স্থানে পায়খানা করলে মানুষ আল্লার অভিসম্পাতের উপযুক্ত হয়ে যায়। কারণ এরূপ কাজ দ্বারা মানুষের লজ্জা ও পবিত্রতার অনুভুতি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং এ এক নোংরা অনাচার।

٢٠٦- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ يَعْنِى الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَقَالَ مَنْ اَكَلَهَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَقَالَ اِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ اٰكِلِيْهِمَا فَاَمِيْتُوْهُمَا طَبْخًا - (ابو داؤد)

২০৬. মুয়াবিয়া ইবনে কুররাহ্ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) পেয়াজ ও রসুন খেতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এগুলো খেলো সে যেনো আমাদের মসজিদের কাছে না আসে। তিনি আরো বলেছেনঃ যদি তোমাদের এগুলো খেতেই হয় তবে রান্না করে গন্ধ দূর করে খাও। (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যাঃ ইসলাম সামষ্টিক ও সামাজিক ভদ্রতা ও শিষ্টাচার রক্ষার ব্যাপারে এতদূর পর্যন্ত লক্ষ্য রাখে যে, যেসব জিনিসের গন্ধ সকলের সয়না সেসব জিনিস খেয়ে মসজিদে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। এ হাদীস থেকে দুটি জিনিস জানা যায়।

একঃ যেসব জিনিসের গন্ধ (সাধারণ ভাবে) অসহনীয় সেসব জিনিস খাওয়া বা ব্যবহার করা উচিত নয় এবং

দুইঃ এগুলো দ্বারা সভা-সমিতি বা পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় যেনো কাউকে অসুবিধায় ফেলা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

খাবার আদব

٢٠٧- عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا فِىْ حِجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِىْ تَطِيْشُ فِى الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ - (بخارى، مسلم)

২০৭. আমর ইবনে আবু সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি ছোট বেলায় রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। খাবার সময় গোটা প্লেটে আমার হাত চক্কর খেতো। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাকে বলেছেনঃ বিসমিল্লাহ্ পড়বে, ডান হাতে খাবে এবং নিকটের খানা খাবে। (বুখারী, মুসলিম)।

ব্যাখ্যাঃ আমর ইবনে আবু সালামার এরূপ কাজ বাহ্যত সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূলে করীম (সাঃ) তাকে উপদেশ দিলেন, খাবার আদব শিখিয়ে দিলেন। এ হাদীস থেকে এ শিক্ষাই পাওয়া যায় যে মা'মুলী ব্যাপারেও পিতা মাতা বা অভিভাবকগণকে সন্তানের আদব শিক্ষার প্রতি কতো বেশী লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

প্রকাশ থাকে যে, আমর ইবনে আবু সালামা ছিলেন উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামার (রাঃ) প্রথম স্বামীর পুত্র। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে নিজ সন্তানের মতো লালন-পালন করেন।

٢٠٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

২০৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী করীম (সাঃ) কখনো খানার দোষ ধরেননি। পসন্দ হলে খেয়েছেন আর অপসন্দ হলে খাননি। (বুখারী–মুসলিম)।

٢٠٩- عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَصْحَابَ
رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ
إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ قَالُوا نَعَمْ
قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ يُبَارَكْ
لَكُمْ فِيهِ - (ابو داؤد)

২০৯. অহশী (রাঃ) ইবনে হারব তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেনঃ 'ওগো আল্লার রাসূল! আমরা যা খাই তাতে আমাদের ক্ষুধা নিবারণ হয় না।' তিনি বললেনঃ সম্ভবত তোমরা পৃথক পৃথক খাও। তাঁরা বললোঃ জী হাঁ! তিনি বললেনঃ সকলে মিলে একত্রে খাও এবং আল্লাহকে স্মরণ করে (বিসমিল্লাহ বলে) খাও, তোমাদের খানায় বরকত হবে। (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যাঃ পৃথক পৃথক খাওয়া শরীয়তের দিক থেকে না জায়েয নয়। কিন্তু একত্রে বসে খাওয়া পসন্দনীয় এবং বরকত ও কল্যাণ লাভের উপায়।

এ হাদীস থেকে সংগঠন ও সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্ব, কল্যাণ ও বরকতের ধারণা করা যায়।

٢١٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ لَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ
شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ - (ترمذى)

২১০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ হাতে তৈলাক্ত জিনিস নিয়ে যে ব্যক্তি রাত্রি যাপন করলো আর তাতে তার কোনো ক্ষতি হলো, তবে সে যেনো নিজেকেই নিজে তিরস্কার করে। তিরমিযী)।

–অর্থাৎ খাবার গ্রহণের পর ভালো করে হাত পরিষ্কার করা উচিত। বিশেষ করে তৈলাক্ত খাবার গ্রহণের পর।

সুরুচি ও ভদ্রতা

٢١١ - عَنْ يَّعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ اَنَّهُ سَاَلَ اُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُّفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا - (ترمذى)

২১১. ইয়ালী (রাঃ ইবনে মামলাক থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মে সালামা (রাঃ) কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কিরআত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন উম্মে সালামা বলেছেন, তিনি প্রতিটি হরফ পৃথক ভাবে সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে করে পড়তেন। (তিরমিযী)।

অর্থাৎ–তাঁর কিরআত ছিলো অতিশয় রুচিসম্মত মর্যাদা ব্যঞ্জক। তিনি কোনো কাজে তড়িঘড়ি করতেন না।

সুভাষণঃ

٢١٢ - عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ - (بخارى)

২১২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে সুন্দর সুরে কুরআন পড়ে না সে আমাদের মধ্যে নয়। (বুখারী)।

স্পষ্ট ভাষণ

٢١٣ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيْثَ كَسَرْدِكُمْ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيْثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَاَحْصَاهُ - (بخارى، مسلم)

২১৩.আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাদের মতো ঝটপট কথাবার্তা বলতেন না। তিনি এমন ভাবে কথা বলতেন যে, কেউ শুনতে চাইলে শুনে নিতে পারতো। (বুখারী–মুসলিম)।

পবিত্র ভাষণ

٢١٤ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاحِشًا وَّلَا لَعَّانًا وَّلَا سَبَّابًا كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَالَهُ تَرِبَ جَبِيْنُهُ - (بخارى)

২১৪. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর যবান অশ্লীল কথা, অভিশাপ দেয়া ও গালাগালী করা থেকে সম্পূর্ণ

পবিত্র ছিলো। রাগ ও অসন্তুষ্টির সময় তিনি বলতেনঃ 'তার কি হয়ে গেলো' 'তার কপাল ধূলি মলিন হোক'। (বুখারী)।

ফ্যাশনের পরিশুদ্ধি

٢١٥- عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْصَرَ رَجُلًا ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ لِمَ يُشَوِّهُ اَحَدُكُمْ نَفْسَهُ وَاَشَارَ بِيَدِهٖ اَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ - (المعجم الصغير)

২১৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) এক এলোমেলো বাবরী চুলের মাথা দেখে বললেনঃ তোমাদের কেউ নিজেকে অসুদর্শন করে কেনো? অতপর তিনি হাতের ইংগিতে তার চুল কেটে ছেঁটে নিতে বললেন। (আল-মু'জামুস সগীর।

সুহাস্য

٢١٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِّنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (ترمذى ، مشكوٰة)

২১৬. আবদুল্লাহ (রাঃ) ইবনে হারেছ ইবনে জিরই থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর চেয়ে অধিক সুহাসি কারো দেখিনি।

ব্যাখ্যাঃ নবী করীম (সঃ) না রুক্ষ মেজাযের ছিলেন আর না অট্টহাসি হাসতেন। বরঞ্চ তিনি ছিলেন সুস্বভাব ও সুহাসির অধিকারী।

٢١٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتّٰى اَرٰى مِنْهُ لَهَوَاتِهٖ وَاِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ - (بخارى)

২১৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি কখনো রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে খিল খিল ও হা-হা করে হাসতে দেখেনি। তিনি মুসকি হাসি হাসতেন। (বুখারী)।

সফরের আদব

٢١٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ اَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَاِذَا قَضٰى نَهْمَتَهُ مِنْ وَّجْهِهٖ فَلْيُعَجِّلْ اِلٰى اَهْلِهٖ - (بخارى)

২১৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ সফর আযাবের একটি টুকরা। সফর তোমাদেরকে পানাহার ও আরাম-বিশ্রাম থেকে বিরত রাখে। তোমাদের কেউ যখন সফরের প্রয়োজন পূর্ণ করবে, তখন সে যেনো তাড়াতাড়ি পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে আসে। (বুখারী।

٢١٩- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا -

২১৯. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ দীর্ঘ দিন পর ঘরে ফিরে, তখন যেনো রাত্রে না ফিরে। (বুখারী-মুসলিম)।

ব্যাখ্যাঃ দীর্ঘ দিন বাইরে থাকার পর বাড়ী ফিরার পূর্বে আগমন সংবাদ না জানানোর ক্ষেত্রে এ নির্দেশ প্রযোজ্য। অর্থাৎ-আকস্মিক আগমণের ক্ষেত্রে। কিন্তু পূর্বে সংবাদ জানিয়ে থাকলে যে কোনো সময় বাড়ী পৌছাতে কোনো অসুবিধা নেই।

٢٢٠- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْدِمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحٰى فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلّٰى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ -(بخارى)

২২০. কায়াব ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলে করীম (সঃ) দীনের পূর্বাহ্নে সফর থেকে ফিরে আসতেন। এসে প্রথমে মসজিদে যেতেন এবং দু'রাকাআত নামায পড়তেন। (বুখারী)।

ব্যাখ্যাঃ দীর্ঘ সফর করে আসার পর মসজিদে ঢুকে দু'রাকাআত নামায পড়া আল্লার প্রতি কৃতজ্ঞতার নির্দশন।

সতর্কতা

٢٢١- عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاتَ عَلٰى أَنْجَارٍ فَوَقَعَ مِنْهُ فَمَاتَ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ حِيْنَ يَرْتَجُّ فَهَلَكَ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ - (ادب المفرد)

২২১. কোনো একজন সাহাবী নবী করীম (সাঃ) থেকে শুনে বর্ণনা করেছেনঃ কোনো ব্যক্তি ছাদের কিনারে শুবার কারণে পড়ে মারা গেলে এর জন্যে (অন্য) কেউ দায়ী নয়। ঠিক তেমনি ভাবে যে ব্যক্তি ঝড়-তুফানের সময় সমুদ্রে তরী ভাসিয়ে ধ্বংস হলো তার জন্যেও কেউ দায়ী নয়। (আদাবুল মুফরাদ)।

ব্যাখ্যাঃ জীবনও আল্লার এক অপরিসীম নিয়ামত। গাফলত ও অসতর্কতার কারণে জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া কোনো মুমিনের জন্যে জায়েয নয়।

٢٢٢ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ جُحْرٍ -

২২২. আবদুল্লাহ (রাঃ) ইবনে সারজাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেনো পশুদের আস্তাবলে পেশাব না করে।

শোবার আদব

٢٢٣ - عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ فِى الْمَسْجِدِ مُنْبَطِحًا لِوَجْهِهٖ فَضَرَبَهٗ بِرِجْلِهٖ وَقَالَ قُمْ نَوْمَةٌ جَهَنَّمِيَّةٌ -

(২২৩) আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদে এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন যে মুখ নিচের দিকে দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলো। তিনি নিজ পায়ে তাকে ঠোকা দিয়ে বললেনঃ উঠে দাঁড়াও। এটা জাহান্নামের শোয়া। (আদাবুল মুফরাদ)।

শরীরের যত্ন নেওয়া

٢٢٤ - عَنْ اَبِىْ قَيْسٍ اَنَّهٗ جَاءَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَامَ فِى الشَّمْسِ فَاَمَرَهٗ فَتَحَوَّلَ اِلَى الظِّلِّ - (الادب المفرد)

২২৪. আবু কায়েস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর খেদমতে হাযির হলেন যখন তিনি খোতবা (বক্তৃতা) দিচ্ছিলেন। আবু কায়েস রোদে দাড়িয়ে খোতবা শুনতে শুরু করলেন। এটা দেখে নবী করীম (সাঃ) তাকে ছায়ায় যেতে নির্দেশ দিলেন। (আদাবুল-মুফরাদ।

চলাফেরার আদব

٢٢٥ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْشِ اَحَدُكُمْ فِىْ نَعْلٍ وَّاحِدٍ لِيُحْفِهِمَا جَمِيْعًا اَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا - (بخارى، مشكوٰة)

২২৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেনো একটি জুতা পরে চলাফেরা না করে। হয়তো দু'পায়ে পরবে, নয়তো দুপা-ই খালি রাখবে। (বুখারী)।

১১. আদর্শ সামষ্টিক ও সামাজিক জীবন

পিতা–মাতার অধিকার

۲۲٦۔ عَنْ اَبِيْ اُسَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ اَبَوَيَّ شَيْئٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا اَبَرُّهُمَا فَقَالَ نَعَمْ خِصَالٌ اَرْبَعٌ اَلدُّعَاءُ لَهُمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِيْ رَحِمَ لَكَ مِنْ قِبَلِهِمَا۔ (الادب المفرد)

২২৬. আবু উসায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একবার আমরা নবী করীম (সাঃ) এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তখন একব্যক্তি জিজ্ঞেস করলোঃ হে আল্লার রাসূল! আমার পিতা –মাতার মৃত্যুর পর আমি তাদের কোনো কল্যাণ করতে পারি এমন কোনো পন্থা আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ চারটি পন্থায় তুমি তা করতে পারোঃ (১) তাদের জন্যে দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে (২) তাদের কৃত ওয়াদা ও অসিয়াত পূর্ণ করে (৩) তাদের বন্ধু বান্ধবদের সম্মান করে ও (৪) তাদের মাধ্যমে যারা তোমার আত্মীয় হয়েছে, তাদের সাথে স্থায়ী সুসম্পর্ক রেখে। (আদাবুল–মুফরাদ)।

অর্থাৎ চাচা, ফুফু, মামা, খালা প্রভৃতি আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখা।

۲۲۷۔ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكَ اَبَوَيْهِ يَبْكِيَانِ فَقَالَ اِرْجِعْ اِلَيْهِمَا وَاَضْحِكْهُمَا كَمَا اَبْكَيْتَهُمَا۔ (ادب المفرد، بخاری)

২২৭. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একব্যক্তি তার পিতা–মাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় ত্যাগ করে হিজরাতের উদ্দেশ্যে বায়াত করার জন্যে নবী করীম (সঃ) এর খেদমতে এসে হাযির হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ ফিরে যাও তোমরা পিতা–মাতার

কাছে এবং তাদের তেমনি খুশী করে এসো যেমনি তাদের কাঁদিয়ে এসেছিলো। (আদাবুল মুফরাদ)।

শিক্ষাঃ পিতা-মাতা যদি বৃদ্ধ জয়ীফ এবং সন্তানের সেবার মুখাপেক্ষী হয়, তবে এমতাবস্থায় তাদের খেদমত ও সাহচর্য হিজরাতের মতো ভালো কাজের চাইতেও উত্তম।

٢٢٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اِسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ نَذْرٍ كَانَ عَلٰى اُمِّهٖ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهُ فَافْتَاهُ اَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا۔

২২৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ সাআদ ইবনে উবাদাহ নবী করীম (সঃ) এর নিকট তাঁর মায়ের মান্নত সম্পর্কে ফতোয়া চাইলেন- যে মান্নত পুরা করার পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নবী করীম (সাঃ) ফতোয়া দিলেন। তার পক্ষ থেকে মান্নত পুরা করে দাও। (বুখারী, মুসলিম)।

আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা

٢٢٩- عَنْ بَكَّارٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ذُنُوْبٍ يُؤَخِّرُ اللّٰهُ مِنْهَا مَا شَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اِلَّا الْبَغْىَ وَعُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ اَوْ قَطِيْعَةَ الرَّحِمِ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهَا فِى الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ -

২২৯. বাক্কার তার পিতা ও দাদার সূত্রে নবী করীম (সঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ যেসব গুনাহ্ সম্পর্কে ইচ্ছা করেন (সে গুলোর শাস্তির জন্যে) কিয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। তবে তিন প্রকার গুনাহর শাস্তি মৃত্যুর পূর্বেই মানুষকে দুনিয়াতে ভোগ করতে হয়ঃ (১) বিদ্রোহ (২) পিতা-মাতার নাফরমানী ও (৩) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার। (আদাবুল মুফরাদ)।

স্বামীর আনুগত্য

٢٣٠- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُوْمُ اِمْرَاَةٌ اِلَّا بِاِذْنِ زَوْجِهَا - (ابو داود)

২৩০. আবু সায়ীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ কোনো স্ত্রী যেনো তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত রোযা না রাখে। (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যাঃ এখানে নফল রোযার কথা বলা হয়েছে। ফরয রোযার ব্যাপারে স্বামীর ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কা করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ সৃষ্টিকর্তার নাফরমানী করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যায়না। কিন্তু নফল রোযা স্বীমার অনুমতি ছাড়া রাখা যেতে পারেনা।

নেক স্ত্রী

٢٣١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ - (بخارى. مسلم)

২৩১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ চারটি কারণে কোনো নারীকে বিয়ে করা যেতে পারে। (১) তার ধন সম্পদ থাকার কারণে (২) রূপ-সৌন্দর্যের কারণে (৩) বংশ মর্যাদার কারণে এবং (৪) দীনদারীর কারণে। তবে দীনদার মেয়েদেরই বিয়ে করো। তোমাদের হাত ধুলোমলিন হোক (অর্থাৎ সুখ-শান্তিতে থাকো)। (বুখারী-মুসলিম)।

٢٣٢- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ - (مسلم)

২৩২. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ দুনিয়ার সব কিছুই ভোগের সামগ্রী। আর দুনিয়ার সর্বোত্তম সামগ্রী হচ্ছে নেক চরিত্রের স্ত্রী। (সহীহ্ মুসলিম।

ব্যাখ্যাঃ এ এক বাস্তব সত্য ব্যাপার যে, দুনিয়াতে পুরুষ যতোই মুত্তাকী দীনদার ও বিত্তবান ব্যক্তিই হোক না কেন, তার স্ত্রী যদি সততা সুস্বভাব ও নেক চরিত্রের অধিকারী না হয়, তবে কিছুতেই দুনিয়াতে তার সুখ শান্তি হতে পারেনা।

নেক সম্বন্ধের গুরুত্ব

٢٣٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ إِنْ لَا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ - (ترمذى)

২৩৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যখন এমন কাউকে বিয়ে করার ব্যাপারে তোমাদের

নিকট প্রস্তাব আসে যার দ্বীন ও চরিত্র তোমরা পছন্দ করো, তবে তাকে বিয়ে করবে। যদি এমনটি না করো তবে ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি হবে। (তিরমিযী)।

উত্তম জীবন—যাপন

٢٣٤- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا اٰخَرَ - (مسلم)

২৩৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কোনো, মুমিন স্বামী যেনো মুমিন স্ত্রীকে ঘৃণা না করে। তার কোনো একটি স্বভাব যদি অপছন্দনীয় হয়, তবে (হতে পারে) তার অন্য কোনো স্বভাব চরিত্র পছন্দনীয় হবে। (মুসলিম)।

ব্যাখ্যাঃ কোনো নারীই সবদিক থেকে নিখুঁত হয়না। একদিকে তার কিছু ত্রুটি ও দূর্বলতা থাকলেও অন্যদিকে তার মধ্যে ভালো গুণ থাকতে পারে। তাই স্ত্রীর ভালমন্দ দু'দিক বিচার করা একজন মুমিনের কর্তব্য।

স্বামী—স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্কের গুরুত্ব

٢٣٥- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا رَفَّاَ الْاِنْسَانَ اِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ - (مسند احمد)

২৩৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) যখন কাউকে বিয়ের জন্য মোবারকবাদ জানাতেন, তখন বলতেনঃ আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে বরকত দিন; তোমাদের দুজনের প্রতি তার বরকত রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করুন আর তোমাদের দু'জনের মধ্যে কল্যাণের সম্পর্ক দান করুন। (মুসনাদে আহমদ)।

٢٣٦- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ قَالَتْ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلٰى رِجْلَىَّ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِىْ قَالَ هٰذِهٖ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ - (ابو داؤد)

২৩৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এক সফরে রাসূলে করীমের সংগে ছিলেন। তিনি বলেনঃ আমি তাঁর সংগে দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম। খালি পায়ে আমি (প্রথমে)—অগ্রগামী হয়ে যাই। কিন্তু যখন

আমার শরীর ভারী হয়ে পড়ে তখন আবার দৌড় প্রতিযোগিতা করলে তিনি আমাকে হারিয়ে অগ্রগামী হন। এ সময় তিনি (রসিকতা করে) বললেনঃ এটা (তোমার প্রথম জিতের) প্রতিশোধ। (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসটি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্কের একটি উত্তম নমুনা। পুরুষকে স্ত্রীর সংগে হাসি-রসিকতাও করা উচিত।

স্ত্রীকে খুশী করা

٢٣٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِىْ صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِىْ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ يَنْقَمِعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ اِلَىَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِىَ-

২৩৭.আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)এর ওখানে হাড়ি পাতিল দিয়ে খেলা করতাম। আমার কয়েকজন খেলার সাথীও ছিলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন ঘরে আসতেন, ওরা লুকিয়ে পড়তো। তখন তিনি ওদের খুঁজে খুঁজে বের করে আমার নিকট নিয়ে আসতেন এবং ওরা আমার সাথে খেলতো। (বুখারী-মুসলিম)।

স্ত্রীদের সাথে ন্যায় ও সাম্যের আচরণ

٢٣٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهٖ فَاَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ- (بخارى، مسلم)

২৩৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন সফরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেন, তখন তার স্ত্রীদের নামে কোরা ফেলতেন। তাতে যার নাম বের হতো তাকেই তিনি সফরে সংগী বানাতেন। (বুখারী -মুসলিম)।

শিক্ষাঃ এ হাদীসটি থেকে কয়েকটি কথা জানা যায়ঃ একঃ যার একাধিক স্ত্রী আছে তার উচিত স্ত্রীদের সাথে ন্যায় ও সাম্যের আচরণ করা। এমনকি সফর সংগিনী হিসাবেও কোনো একজনকে অগ্রাধিকার দেয়া ঠিক নয়।

দুইঃ যেসব ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদ কিংবা অপবাদ অভিযোগের আশংকা থাকে সেসব ব্যাপারে কোরা ফেলে নির্ঝঞ্জাট সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।

তিনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) পবিত্র স্ত্রীগণের প্রশিক্ষণ ও মন জয়ের প্রতি এতোটা খেয়াল রাখতেন যে তাদেরকে সফর সংগীও বানাতেন। এটা স্ত্রীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার উত্তম উপমা।

٢٣٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ الطَّلَاقُ - (ابو داؤد)

২৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ হালাল কাজসমূহের মধ্যে আল্লার সবচাইতে অপসন্দনীয় কাজ তালাক। (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যাঃ এটা এজন্যে, যেনো ইসলামী সমাজে তালাক খেল-তামাশায় পরিণত না হয়। তালাক কেবল সে অবস্থায়ই বৈধ, যখন উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও মহব্বতের আর কোনো সম্ভাবনা থাকেনা।

পরিবার—পরিজন ও সন্তানাদির হক

٢٤٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ - (ابو داؤد)

২৪০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আরয করলেনঃ ওহে আল্লার রাসূল! কোন্ ধরনের দান-সদকা সর্বোত্তম? তিনি বললেনঃ দরিদ্র নিঃস্বদের কষ্টার্জিত সম্পদ (থেকে দান)। যাদের ভরণ পোষনের দায়িত্ব তোমার উপর ন্যাস্ত, খরচ তাদের থেকে আরম্ভ করবে। (আবু দাউদ)।

শিক্ষাঃ হাদীসটি থেকে দু'টি বিষয় জানা যায়

একঃ যে সদকাই আন্তরিকতার সাথে করা হয়, তা আল্লার দরবারে কবুল হয়। কিন্তু যে অর্থ একজন দরিদ্র নিস্বঃ মুসলমান বহু কষ্ট ও পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করে তা থেকে দান করে, আল্লার নিকট সেদানই অধিক প্রিয় ও মর্যাদাবান।

দুইঃ প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই সেসব ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধান করার গুরুদায়িত্ব রয়েছে, যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব সে গ্রহণ করেছে। তাই বাইরে দান করার পূর্বে তাদের জন্যে খরচ করা অপরিহার্য। আর এটা সদকা।

٢٤١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَحَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَّابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ - (بخاری)

২৪১. আবু হুরাইরা ও হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ উত্তম দান-সদকা সেটাই যে দানের পরও ভোলো অবস্থা অক্ষুন্ন থাকে। যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তোমাদের উপর, খরচ তাদের থেকে আরম্ভ করো। (বুখারী।

ব্যাখ্যাঃ কোনো ব্যক্তির নিজ ধন সম্পদ এমন ভাবে লুটিয়ে দেয়া ঠিক নয়, যার ফলে পরবর্তী কালে তার সন্তানদের ভিক্ষার ঝুলি ঘাড়ে নিতে হয়।

٢٤٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَهُ وَلَهُ بَنَاتٌ فَتَمَنّٰى مَوْتَهُنَّ فَغَضِبَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ اَاَنْتَ تَرْزُقُهُنَّ- (ادب المفرد)

২৪২. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁর নিকট এক ব্যক্তি বসা ছিলো। তার ছিলো বেশ কটি কন্যা সন্তান। সে কন্যাদের মৃত্যু কামনা করছিলো। শুনে ইবনে উমার অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেনঃ তাদের রিযিকদাতা কি তুমি? (আদাবুল মুফরাদ)।

٢٤٣- عَنْ نَبِيْطِ بْنِ شُرَيْطٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ ابْنَةٌ بَعَثَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةً يَقُوْلُوْنَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ يَكْتَنِفُوْنَهَا بِاَجْنِحَتِهِمْ وَيَمْسَحُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ عَلٰى رَأْسِهَا وَيَقُوْلُوْنَ ضَعِيْفَةٌ خَرَجَتْ مِنْ ضَعِيْفَةٍ اَلْقَيِّمُ عَلَيْهَا مُعَانٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ-

২৪৩. নাবীত ইবনে শুরাইত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছিঃ যখন কোনো ব্যক্তির কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সেখানে আল্লাহ ফেরেশতাদের পাঠান। তারা গিয়ে বলেঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, হে ঘরবাসী। তারা কন্যাটিকে তাদের ডানার ছায়ায় আবৃতকরে নেয়, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় এবং বলেঃ একটি অবলা জীবন থেকে আরেকটি অবলা জীবন ভূমিষ্ট হয়েছে। এর তত্ত্বাবধানকারী কিয়ামত পর্যন্ত আল্লার সাহায্য প্রাপ্ত হবে। (মু'জামুস সগীর)।

ব্যাখ্যাঃ সেকালে যে নারী বিদ্বেষী মানসিকতা ছিলো তা সংশোধনের জন্যে এ হাদীসে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মেয়েরা অবহেলিত না হয়ে শিক্ষা সভ্যতায় যেনো উন্নত হতে পারে অভিভাবকদের প্রতি এ হাদীসে সে দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে।

٢٤٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ - (بخاری ، مسلم)

২৪৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একজন নারী তার দু'কন্যাকে সাথে নিয়ে আমার নিকট এসে কিছু চাইলো। আমার নিকট একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। আমি খেজুরটি বিশেষভাবে তাকে খেতে দিলাম। কিন্তু সে দু'ভাগ করে খেজুরটি কন্যাদের দিয়ে দিলো এবং নিজে কিছুই খেলনা। অতঃপর সে উঠে চলে গেলো। নবী করীম (সঃ) ঘরে এলে আমি ঘটনাটি তাঁর নিকট বললাম। শুনে তিনি বললেনঃ যাকে কন্যা সন্তান দ্বারা পরীক্ষা করা হয় (অর্থাৎ যার কন্যা সন্তান জন্ম নেয়) এবং সে যদি তাদের সংগে সুন্দর চমৎকার আচরণ করে তবে এ কন্যারা তাকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্যে ঢাল স্বরূপ কাজ করবে। (বুখারী মুসলিম।

সন্তানদের সাথে ন্যায় ও সাম্যের আচরণ

٢٤٥- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتّٰى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هٰذَا: قَالَ لَا ، قَالَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ وَرَدَّ عَطِيَّتَهُ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ إِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلٰى جَوْرٍ - (بخاری ، مسلم)

২৪৫.নু'মান ইবনে বশীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমার পিতা আমাকে কোনো একটা জিনিস দান করলেন। কিন্তু আমার মা (উমরাহ বিনতে রাওয়াহা) আব্বাকে বললেনঃ যতোক্ষণনা আপনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে সাক্ষী বানাচ্ছেন, ততোক্ষণ আমি এতে রাজী হব না।

তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেনঃ উমরার গর্ভজাত আমার এক পুত্রকে আমি কিছু দান করেছি। কিন্তু হে আল্লার রাসূল! উমরাহ এ ব্যাপারে আপনাকে সাক্ষী বানাবার নির্দেশ দিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি তোমার সব ছেলেকে অনুরূপ দান করেছো? তিনি বললেনঃ জী–না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ আল্লাহ্কে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ন্যায় ও সাম্যের আচরণ করো। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতপর নুমানের পিতা ফিরে এসে তার দান ফেরত নিলেন। অপর একটি বর্ণনা অনুযায়ী হুজুর (সঃ) বলেছেনঃ আমি কোনো অন্যায় ও যুলুমের সাক্ষী হতে পারিনা। (বুখারী মুসলিম)।

ব্যাখ্যাঃ পিতা–মাতার উপর সন্তানের এ অধিকার রয়েছে যে, লেনদেনে তারা সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ ও সমতা বিধান করবেন।

আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক

২৪৬- عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَالِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ - (بخاری)

২৪৬. মাইমুনা বিনতে হারেস থেকে বর্ণিতঃ তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর যামানায় একটি দাসী মুক্ত করেন এবং ব্যাপারটা তাঁকে অবগত করান। শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ তুমি যদি দাসীটি তোমার মামাদের দান করতে তবে তুমি এর বিরাট প্রতিদান পেতে। (বুখারী।

ব্যাখ্যাঃ এমনিতেই তো দান একটা ইবাদত। আর নিকট আত্মীয়দের দান করলে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায়। এক সওয়াব দানের জন্যে আরেক সওয়াব আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখার জন্যে।

দুর্বলদের সাথে সদাচার

২৪৭- عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلٰثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ يَسَّرَ اللّٰهُ حَتْفَهُ وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ رِفْقٌ بِالضَّعِيْفِ وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوْكِ - (ترمذی)

২৪৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) নবী করীম (সঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ তিনি বলেছেনঃ তিনটা জিনিস যার মধ্যে পাওয়া যাবে,

আল্লাহ্ তায়ালা তাকে সহজ মৃত্যু দান করবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেনঃ (১) বৃদ্ধ ও দূর্বলদের সাথে কোমল আচরণ (২) পিতা–মাতার প্রতি মহব্বত ও আন্তরিকতা (৩) গোলামদের সাথে সদাচরণ। (তিরমিযী)।

সৃষ্টির সেবা

٢٤٨ - عَنْ اَنَسٍ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْخَلْقُ عَيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عَيَالِهٖ - (بيهقى)

২৪৮. আনাস (রাঃ) ও আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ গোটা সৃষ্টি আল্লার পরিবার (পালিত)। আল্লার নিকট সর্বোত্তম সৃষ্টি সে, যে তাঁর পরিবারের (সদস্যদের সাথে সদাচার করে। (বায়হাকী)।

ব্যাখ্যাঃ আল্লার ইবাদতের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সৃষ্টির সেবা। অর্থাৎ–সমাজের নিঃস্ব, দূর্বলদের সাহায্য সহানুভূতিও এক প্রকার ইবাদত।

٢٤٩ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْقَوْمِ فِى السَّفَرِ خَادِمُهُمْ فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمْ يَسْبِقُوْهُ بِعَمَلٍ اِلَّا الشَّهَادَةَ - (بيهقى)

২৪৯. সহল ইবনে সাআদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ সফরে কোনো দলের নেতা তাদের সেবক হয়ে থাকে। যে সেবা ও খেদমতের দিক দিয়ে অগ্রগামী থাকে, কোনো লোকই কোনো আমল দ্বারা তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনা। হাঁ, তবে শহীদের মর্যাদা আরোও ঊর্ধ্বে। (বায়হাকী।

সৎ প্রতিবেশী

٢٥٠ - عَنْ نَافِعٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ اَلْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيْئُ - (ادب المفرد)

২৫০. নাফে (রাঃ) নবী করীম (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেনঃ তিনটি জিনিস মুসলমানদের সৌভাগ্যের অন্তর্ভূক্তঃ (১) প্রশস্ত বাসস্থান (২) সৎ প্রতিবেশী ও (৩) চমৎকার সোয়ারী (যানবাহন)। (আদাবুল মুফরাদ।)

٢٥١ - عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ لِيْ اَنْ اَعْلَمَ اِذَا اَحْسَنْتُ وَاِذَا اَسَأْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُوْلُوْنَ قَدْ اَحْسَنْتَ فَقَدْ اَحْسَنْتَ وَاِذَا سَمِعْتَ يَقُوْلُوْنَ قَدْ اَسَأْتَ فَقَدْ اَسَأْتَ - (ابن ماجة)

(২৫১) ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী করীম (সঃ) এর নিকট আরয করলোঃ হে আল্লাহর রাসূল। আমি ভালো করছি না মন্দ করছি তা আমি কি করে জানবো? নবী করীম (সঃ) বললেনঃ যখন তোমার প্রতিবেশীদের বলতে শুনবে যে, তুমি ভালো করছো, তবে প্রকৃতই তুমি ভালো করছো। আর যখন প্রতিবেশীরা বলবে তুমি মন্দ করছো তবে মনে করবে সত্যই তুমি মন্দ কাজ করছো। (ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যাঃ এখানে প্রতিবেশী বলতে সব ধরনের সম্পর্কশীল ব্যক্তিদের কথাই বলা হয়েছে। যেমনঃ পাড়া-প্রতিবেশী, কর্মক্ষেত্রের সংগী সহযোগী, সফর-সংগী প্রভৃতি। বস্তুত, যারা নিকট থেকে কোনো ব্যক্তিকে দেখার ও জানার সুযোগ পায়-তারাই তার ভালো মন্দ চরিত্রের নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য। অবশ্য যদি তারা ফাসেক না হয়ে থাকে।

মেহমানের অধিকার

٢٥٢ - عَنْ اَبِيْ شُرَيْحٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتّٰى يُحْرِجَهُ - (ادب المفرد)

২৫২. আবু শুরাইহ্ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেনো ভালো ও ন্যায় কথা বলে অথবা চুপ থাকে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেনো তার মেহমানের সম্মান করে। মেহমান হবার মুদ্দত একদিন এক রাত আর মেহমনদারীর মুদ্দত তিন দিন। অতঃপর যা হবে তা সদকা। মেহমানের জন্যে এতো দীর্ঘ সময় অবস্থান করা ঠিক নয় যার ফলে মেযবানকে পেরেশানীতে নিমজ্জিত হতে হয়। (আদাবুল মুফরাদ)।

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানের দুটি দাবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছেঃ

(১) কথার হেফাযত। অর্থাৎ গীবত, মিথ্যা, অসৎ ও বাজে কথা বলা থেকে বিরত থাকা এবং নিজের ভাষাকে ভালো ও কল্যাণকর ব্যাপারে নিয়োজিত করা। (২) দানশীলতা অতিথেয়তা। কোনো মেহমান এলে তাকে যেনো প্রশস্ত হৃদয় নিয়ে মেহমানদারী করা হয় সে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

সাথে সাথে মেহমানকেও বলা হয়েছে তিনদিনের বেশী মেহমানদারীর বোঝা যেনো মেযবানের উপর চাপানো না হয়।

চাকর–চাকরানীদের অধিকার

٢٥٣- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ - (بخارى، مسلم)

২৫৩. আবুযর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন। তোমাদের চাকর–চাকরানী ও দাস–দাসীরা প্রকৃত পক্ষে তোমাদের ভাই। তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্ যার ভাইকে তার অধীন করে দিয়েছেন সে তার ভাইকে যেনো তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়, তাকে তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। আর তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ যেনো তার উপর না চাপায়। একান্ত যদি চাপান হয়, তবে তা সমাধান করার ব্যাপারে তার সাহায্য করা উচিত। (বুখারী মুসলিম)।

٢٥٤- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ آخِرُ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلٰوةَ الصَّلٰوةَ اِتَّقُوا اللّٰهَ فِيْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ -

২৫৪. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) এর সর্বশেষ বাণী ছিলো। (১) নামায নামায এবং (২) যারা তোমাদের অধীন তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। (আল–আদাবুল মুফরাদ)।

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ–নামায আদায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখো এবং গোলাম ও চাকর–চাকরানীদের সাথে সদাচার করো। তাদের প্রতি যুলুম অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করোনা।

দরিদ্র ও দুর্বলদের সাথে ভালো ব্যবহার

٢٥٥- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيْفِ فِيْهِمْ حَقُّهُ - (شرح السنة)

২৫৫. রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা ঐ জাতিকে পবিত্র করেন না, যে জাতির লোকদের চার পাশে দূর্বল দরিদ্রদেরকে তাদের অধিকার দেয়া হয় না। (শরহে সুন্নাত)।

٢٥٦- عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَأى سَعْدٌ اَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلى مَنْ دُوْنَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَ تُرْزَقُوْنَ اِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ-

২৫৬. মুসআব ইবনে সাআদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ (তার পিতা) সাআদ মনে করলেন তাঁর চেয়ে নিম্নবৃত্ত লোকদের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। (ঘটনা জেনে) রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেন; তোমাদের মধ্যে যারা দূর্বল–দরিদ্র, তাদের কারণেই তোমাদেরকে রিযিক দেয়া হয় এবং সাহায্য করা হয়। (বুখারী)।

অর্থাৎ–শারীরিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দূর্বল লোকদের যেনো ঘৃণ্য তুচ্ছ ও ছোট মনে করা না হয়। বস্তুত সম্পদশালী লোকদের সম্পদ ও একটা পরীক্ষা। আল্লাহ তায়ালা দেখতে চান ধনবানরা সম্পদের অধিকারী হয়ে গরীবদের ভুলে যায় কিনা।

ধনীর সম্পদে দরিদ্রের অধিকার

٢٥٧- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِىْ سَفَرٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلى رَاحِلَةٍ فَجَعَلَ يَضْرِبُ يَمِيْنًا وَّ شِمَالًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلى مَنْ لَا زَادَ لَهُ قَالَ فَذَكَرَ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ حَتّٰى رَأَيْنَا اَنَّهُ لَا حَقَّ لِاَحَدٍ مِّنَّا فِىْ فَضْلٍ- (مسلم)

২৫৭. আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সংগী ছিলাম। হঠাৎ সোয়ারীতে করে এক ব্যক্তি রাসূলে করীমের খেদমতে হাযির হয়। তার অবস্থা এমন ছিলো যে (সোয়ারীর অসুবিধায়) সে একবার ডান দিকে নুয়ে পড়ছিলো আবার বাম দিকে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ যার কাছে অতিরিক্ত সোয়ারী আছে সে যেনো ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়, যার সোয়ারী নেই। যার কাছে

অতিরিক্ত পাথেয় আছে সে যেনো ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দেয় যার কোনো পাথেয় নেই। বর্ণনাকারী বলেনঃ এ ভাবে তিনি সম্পদেরও কয়েক প্রকারের কথা বর্ণনা করলেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো আমাদের কারো নিকট কোনো অতিরিক্ত সম্পদ রইল না। (মুসলিম)।

শিক্ষাঃ তখন ছিলো যুদ্ধের সময়। যুদ্ধ ও জরুরী অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের এ এখতিয়ার রয়েছে যে তিনি যাকাত ছাড়াও বিত্তবানদের উপর কর ধার্য করতে পারেন। অথবা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সামগ্রী বঞ্চিতদের মধ্যে বন্টন করে দিতে পারেন।

বিপদগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করা

٢٥٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِصْنَعُوْا لِاٰلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ اَتَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ - (ترمذى)

২৫৮. আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন জাফরের শাহাদাতের খবর পৌঁছলো, নবী করীম (সাঃ) বললেনঃ জাফরের পরিবার পরিজনের জন্য খানা পাকাও। তারা এমন মুসীবতগ্রস্ত হয়েছে যে, দুনিয়ার ব্যাপারে বেখবর হয়ে পড়েছে। (তিরমিযী)।

বড়দের সম্মান করা

٢٥٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرَانِىْ فِى الْمَنَامِ اَتَسَوَّكُ بِمِسْوَاكٍ فَجَاءَنِىْ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْاٰخَرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْاَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيْلَ لِىْ كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ اِلَى الْاَكْبَرِ مِنْهُمَا.

২৫৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আমি স্বপ্ন দেখলামঃ আমি মেসওয়াক করছি। এ সময় আমার নিকট দুজন লোক এলেন। বয়সে তারা বড় ছোট ছিলেন। আমি আমার মেসওয়াকটা ছোটজনকে প্রদান করলাম। তখন আমাকে বলা হলো বড়জনকে দাও। সুতরাং আমি তাই করলাম। (বুখারী–মুসলিম)।

সামাজিক ভদ্রতা

٢٦٠- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ - (ابو داؤد)

২৬০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ). বলেছেনঃ লোকদের মর্যাদা মোতাবেক তাদের সাথে আচরণ করো। (আবু দাউদ)।

ব্যাখ্যাঃ ইসলামের দৃষ্টিতে ধনী–দরিদ্র, ছোট–বড়ো সকলেই সমান, সকলে একই আইনের অধীন, সকলেই এক আল্লার বান্দাহ। কিন্তু ইসলাম লোকদেরকে ইল্ম ও তাকওয়ার ভিত্তিতে যে মর্যাদা দান করেছে–সেদিকে অবশ্য লক্ষ্য রাখা উচিত।

বিদায়ী ব্যক্তির সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ

٢٦١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَدَّعَ رَجُلًا اَخَذَ بِيَدِهٖ فَلَا يَدَعُهَا حَتّٰى يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَ يَدَعُ يَدَ النَّبِيِّ وَيَقُوْلُ اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَاٰخِرُ عَمَلِكَ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَخَوَاتِيْمِ عَمَلِكَ - (ترمذى)

২৬১. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) যখন কাউকেও বিদায় দিতেন, তখন তার হাত ধরতেন এবং ততোক্ষণ পর্যন্ত ধরে রাখতেন যতোক্ষণ না স্বয়ং সে ব্যক্তি নবী করীম (সঃ) এর হাত ছাড়তো। বিদায় দান কালে তিনি বলতেনঃ আমি তোমার দীন, আমানত ও শেষ কর্ম আল্লার উপর সৌপর্দ করছি। (তিরমিযী)।

দীনি ভাইদের মধ্যে হৃদ্যতা

٢٦٢ - عَنْ بَكْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ كَانَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَادَحُوْنَ بِالْبِطِّيْخِ فَاِذَا كَانَتِ الْحَقَائِقُ كَانُوْا هُمُ الرِّجَالَ - (الادب المفرد)

২৬২. বকর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী করীম (সঃ) এর সাহাবাগণ (হাসি–মজাক করে) পরস্পরের প্রতি তরমুজ নিক্ষেপ করতেন। আর যখন যুদ্ধের সময় হতো তখন হতেন তারা বীর–যোদ্ধা বীর পুরুষ। (আদাবুল মুফরাদ)।

٢٦٣ - عَنْ مُحَمَّدِبْنِ زِيَادٍ قَالَ اَدْرَكْتُ السَّلَفَ اَنَّهُمْ لَيَكُوْنُوْنَ فِى الْمَنْزِلِ الْوَاحِدِ بِاَهَالِيْهِمْ فَرُبَّمَا نَزَلَ عَلٰى بَعْضِهِمُ الضَّيْفَ وَقِدْرُ اَحَدِهِمْ عَلَى النَّارِ فَيَاْخُذُهَا صَاحِبُ الضَّيْفِ لِضَيْفِهٖ فَيَفْقَدُ الْقِدْرَ صَاحِبُهَا فَيَقُوْلُ مَنْ اَخَذَ الْقِدْرِ فَيَقُوْلُ صَاحِبُ الضَّيْفِ نَحْنُ اَخَذْنٰهَا لِضَيْفِنَا فَيَقُوْلُ صَاحِبُ الْقِدْرِ بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمْ فِيْهَا قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْخُبْزُ مِثْلُ ذَالِكَ اِذَا خَبَزُوْا -(الادب المفرد)

২৬৩. মুহাম্মদ (রাঃ) ইবনে যিয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি সালফে সালেহীনদের দেখতে পেয়েছি তাঁরা একই (বাড়িতে) কয়েক পরিবার বসবাস করতেন। এমন অনেক বার ঘটেছে যে, তাদের কারো যদি মেহমান আসতো আর সে সময় যদি অন্য কারো চুলায় হাড়ি থাকতো তিনি সে হাড়ি উঠিয়ে নিয়ে আসতেন। (পরে যখন) হাড়ির মালিক হাড়ি খোঁজাখুঁজি করতেন, তখন তিনি বলতেন আমার মেহমানের জন্যে আমি হাড়ি নিয়েছি। তখন হাড়ির মালিক বলতেনঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা হাড়িতে তোমাকে বরকত দিন। বর্ণনাকারী (মুহাম্মদ) বললেনঃ রুটি তৈরীর সময়ও এমন ঘটনা ঘটতো। (আদাবুল মুফরাদ।

ব্যাখ্যাঃ এমনটি করা সে সময়ই সম্ভব যখন পারস্পরিক সম্পর্ক হবে অত্যন্ত আন্তরিক, সৌহার্দপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য।

আনন্দে মধ্যপন্থা অবলম্বন

٢٦٤- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ لَمْ يَكُنْ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَحَزِّقِيْنَ وَلَا مُتَمَاوِتِيْنَ وَكَانُوْا يَتَنَاشَدُوْنَ الشِّعْرَ فِىْ مَجَالِسِهِمْ وَيَذْكُرُوْنَ اَمْرَ جَاهِلِيَّتِهِمْ فَاِذَا اُرِيْدَ اَحَدٌ مِّنْهُمْ عَلٰى شَيْئٍ مِّنْ اَمْرِ اللّٰهِ دَارَتْ حَمَالِيْقُ عَيْنَيْهِ كَاَنَّهُ مَجْنُوْنٌ ـ (الادب المفرد)

২৬৪. আবদুর রহমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলে করীমের সাহাবাগণ না রুক্ষ মেযাজের ছিলেন আর না লাশের মতো নিরস ছিলেন। বরঞ্চ তারা তাদের বৈঠকাদি ও সভা–সমিতিতে কবিতাও আবৃত্তি করতেন এবং জাহেলী যুগের বিষয়াদিও আলোচনা করতেন। কিন্তু যখনই তাদের কারো দ্বারা আল্লার হুকুমের বিপরীত কিছু হয়ে যেতো, তখনই অশ্রুতে তার চোখের মনিগুলো আচ্ছন্ন হয়ে আসতো। মনে হতো তিনি যেনো একজন মজনুন। (আদাবুল মুফরাদ)।

অর্থাৎ–রাসূলুল্লার সান্নিধ্যে থেকে সাহাবায়ে কিরাম এমন সুষম মেযাজের অধিকারী হয়েছেন যে, তারা না ছিলেন দুনিয়া ত্যাগি বৈরাগীদের মতো রুক্ষ সুক্ষ মেযাজের অধিকারী আর না ছিলেন দুনিয়াদার লোকদের মতো গল্প–গুজবে মত্ত। বরঞ্চ তারা যেমন রসিক ছিলেন, তেমনি তাদের অন্তর ছিলো দীনি আত্ম–মর্যাদায় ভরপুর।

দুর্বল ও রুগীদের প্রতি লক্ষ্য রাখা

٢٦٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ

وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَذَالْحَاجَةِ وَإِذَا صَلَّى
أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ - (بخاری ، مسلم)

২৬৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন ইমাম হয়ে লোকদের নামায পড়ায়, তখন সে যেনো হালকা ও সংক্ষিপ্ত ভাবে নামায পড়ায়। কারণ মুক্তাদীদের মধ্যে দূর্বল রোগী ও বৃদ্ধ লোকেরাও আছে। অপর একটি বর্ণনায় এ কথাটাও আছে যে, এবং জরুরী কাজে বাইরে যাবার লোকেরাও আছে। আর যখন তোমাদের কেউ একা একা নামায পড়ে, তখন যত্তোটা ইচ্ছে নামাযকে দীর্ঘ করতে পারে। (বুখারী–মুসলিম)।

ব্যাখ্যাঃ নামাযকে হালকা করার অর্থ হচ্ছে সুন্নাত পন্থার চাইতে বড় কিরআত ও লম্বা রুকু সিজদা না করা। এখানে তাড়াহুড়া করে নামায পড়ার কথা বলা হয়নি।

٢٦٦- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتّٰى مَضٰى
نَحْوٌ مِّنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ خُذُوْا مَقَاعِدَكُمْ فَأَخَذْنَا
مَقَاعِدَنَا فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا وَأَخَذُوْا مَضَاجِعَهُمْ
وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا فِيْ صَلٰوةٍ مَّا انْتَظَرْتُمُ الصَّلٰوةَ وَلَوْ
لَا ضُعْفُ الضَّعِيْفِ وَسُقْمُ السَّقِيْمِ لَأَخَّرْتُ هٰذِهِ
الصَّلٰوةَ إِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ - (ابو داؤد)

২৬৬. আবু সায়ীদ (রাঃ) থেকে বণিত। তিনি বলেনঃ আমরা একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে এশার নামায পড়ছিলাম। প্রায় অর্ধ রাত অতিক্রান্ত হবার পর তিনি নামায পড়াতে এলেন। এসে বললেনঃ তোমরা তোমাদের জায়গায় বসে পড়ো। আমরা আমাদের জায়গায় বসলাম। অতঃপর তিনি বললেন এতোক্ষণে লোকেরা নামায পড়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছে। তোমরা যতোক্ষণ নামাযের জন্যে অপেক্ষা করছিলে তার গোটা সময়টা নামাযেই ছিলে। যদি দূর্বলদের দূর্বলতা ও রোগীদের অসুস্থতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে না হতো তবে আমি এ নামাযকে অর্ধরাত পর্যন্তই পিছিয়ে দিতাম। (আবু দাউদ)।

শ্রমজীবি লোকদের প্রতি লক্ষ্য রাখা

٢٦٧- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِيْ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلّٰى
لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ

ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ
فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ
فَقَالُوْا لَهُ نَافَقْتَ يَا فُلَانُ قَالَ لَا وَاللّٰهِ وَلَآتِيَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا أَصْحٰبُ
نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ
ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَأَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ
أَنْتَ اِقْرَأْ وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى وَسَبِّحِ
اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى - (بخارى ، مسلم)

২৬৭. জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ মুয়ায ইবনে জাবাল নবী করীম (সঃ) এর সাথে নামায পড়ে এসে নিজ কওমের লোকদের নামায পড়াতেন। একবার তিনি এশার নামায নবী করীম (সঃ) এর সাথে আদায় করে নিজ কওমের নিকট এলেন এবং তাদের ইমামতি করলেন। নামাযে তিনি সূরা বাকারা পড়তে আরম্ভ করলেন। এমতাবস্থায় একব্যক্তি সালাম ফিরিয়ে তাঁর ইমামতি থেকে পৃথক হয়ে একাকী নামায পড়ে ঘরে ফিরে এলো। লোকেরা তাকে বললোঃ তুমি কি মুনাফেক হয়ে গেলে? সে বললোঃ না, আল্লার শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর খেদমতে হাযির হয়ে সব ঘটনা বলবো। সে মতে সে এসে আরয করলোঃ ওগো আল্লার রাসূল! আমরা ক্ষেত-খামারে পানি দেয়ার উট রাখি । সারাদিন আমরা কাজ করি। আর মুয়াযের অবস্থা হচ্ছে এই যে, সেদিন সে আপনার সংগে এশার নামায পড়ে ফিরে এসে নামাযে সূরা বাকারা আরম্ভ করে দেয়। ঘটনা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুয়াযের দিকে ফিরে বললেনঃ হে মুয়ায! তুমি কি লোকদের ফিৎনায় ফেলতে চাও? সূরা শামস্ সূরা লাইল, সূরা আ'লা প্রভৃতি ছোট সূরা নামাযে পড়বে। (বুখারী-মুসলিম)।

বিত্তহীন ও প্রতিপত্তিহীন লোকদের প্রতি দৃষ্টি রাখা

٢٦٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ
أَوْ شَابٌّ فَفَقَدَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوْا مَاتَ فَقَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ
آذَنْتُمُوْنِىْ قَالَ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوْا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ فَقَالَ
دُلُّوْنِىْ عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُّوْهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا - (بخارى ، مسلم)

২৬৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ একজন কালো নারী অথবা যুবক মসজিদে ঝাড়ু দিতো। একদিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে মসজিদে পেলেন না। তিনি তার সম্পর্কে লোকদের জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বললো সে মারা গেছে। তিনি বললেনঃ তোমরা আমাকে সংবাদ দিলে না কেন? বর্ণনাকারী বলেনঃ লোকেরা তার মৃত্যুকে একটা তুচ্ছ ব্যাপার মনে করে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে সংবাদ দেয়নি। অতপর তিনি বললেনঃ তার কবর তোমরা আমাকে দেখাও। লোকেরা কবর দেখিয়ে দিলো। তিনি সেখানে গিয়ে জানাযা পড়লেন। (বুখারী মুসলিম)।

শিক্ষাঃ হাদীসটি থেকে কয়েকটা কথা জানা যায়ঃ

একঃ সাধারণভাবে সমাজে যারা অজ্ঞ ও নিম্ন পেশাজীবি, তারা উপেক্ষিত হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরূপ লোকদের প্রতি খুবই লক্ষ্য রাখতেন।

দুইঃ কোনো ব্যক্তি কোনো কারণে যদি জানাযায় শরীক হতে না পারে, তবে সে কবরে গিয়ে জানাযা আদায় করতে পারে।

মুখাপেক্ষীদের সাহায্য করা

٢٦٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمِلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالسَّاعِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَحْسِبُهُ قَالَ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يَفْطِرُ-

২৬৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি কলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে সব লোক অসহায়, বিধবা ও মিসকীনদের সাহায্যার্থে চেষ্টা-তদবীর করে, তাদের এ চেষ্টার মর্যাদা ঐ সমস্ত লোকদেরই মতো যারা আল্লার রাস্তায় জিহাদে নিরত। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা হচ্ছে নবী করীম (সঃ) একথা বলেছিলেনঃ তাদের মর্যাদা ঐ সমস্ত লোকদের মতো যারা রাত জেগে জেগে নফল নামায পড়েন এবং অবিরাম নফল রোযা রাখেন। (মেশকাত)

ইয়াতীমদের সাথে সদাচার

٢٧٠- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِمَّا اَضْرِبُ يَتِيْمِىْ قَالَ مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِّنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ وَاقٍ مَّالَكَ بِمَالِهِ وَلَا مُتَاَثِّلًا مِّنْ مَّالِهِ مَالًا - (المعجم الصغير)

২৭০. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লার রাসূল! আমার তত্ত্বাবধানে যে

ইয়াতীম রয়েছে, আমি কোন্ কোন্ অবস্থায় তাকে মারতে পারি। তিনি বললেনঃ যেসব কারণে তোমার সন্তানকে মেরে থাকো, সে সব কারণে তাকেও মারতে পারো। কিন্তু তার সম্পদ দ্বারা তোমার সম্পদ রক্ষা করার চেষ্টা করতে পারবে না এবং তার সম্পদ থেকে নিজে কিছু জমা করারও চেষ্টা করতে পারবেনা। (মু'জামুস–সগীর)।

চাকর—চাকরানীদের সাথে সদাচার

٢٧١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَنَعَ لِاَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَ بِهٖ وَلِىَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَاْكُلْ فَاِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوْهًا قَلِيْلًا فَلْيَضَعْ فِىْ يَدِهٖ مِنْهُ اُكْلَةً اَوْ اُكْلَتَيْنِ - (مسلم)

২৭১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যখন তোমাদের কারো চাকর–চাকরানী (গরম ও ধোঁয়ার কষ্ট সহ্য করে) খানা তৈরী করে তোমাদের সামনে হাযির করবে, তখন তাকে সাথে বসিয়ে খাওয়াবে। কেননা সে ধোঁয়া ও তাপ সহ্য করেছে। আর যদি খানা কম হয় তবে অন্তত এক দুই লোকমা তার হাতে দেবে। (মুসলিম)।

পশু—পাখীদের সাথে উত্তম আচরণ

٢٧٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ فَاَمَرَ بِقَرْيَةٍ مِّنَ النَّمْلِ فَاُحْرِقَتْ فَاَوْحٰى اِلَيْهِ تَعَالٰى اَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ اَحْرَقْتَ اُمَّةً مِّنَ الْاُمَمِ تُسَبِّحُ - (مسلم)

২৭২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কোনো একজন নবীকে একটি পিপড়া দংশন করেছিলো। তখন তাঁর নির্দেশে পিপড়াদের গোটা পাড়া জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এতে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রতি অহী করলেনঃ তোমাকে একটি মাত্র পিপড়া দংশন করেছে অথচ তুমি পিপড়াদের গোটা দলবলকে জ্বলিয়ে দিলে যারা আল্লার তসবীহ করায় মশগুল। (মুসলিম)।

ব্যাখ্যাঃ অন্য একটি হাদীস থেকে জানা যায়, নবী করীম (সঃ) জন্তুদের আগুনে পুড়িয়ে মারতে নিষেধ করেছেন। এরি ভিত্তিতে অনেকে এমত পেষণ করেন যে, ছারপোকা প্রভৃতি জন্তুকেও গরম পানি দিয়ে মারা ঠিক নয়।

٢٧٣- عَنْ سُهَيْلِ بْنِ الْحَنْظَلَةِ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعِيْرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَّاتْرُكُوْهَا صَالِحَةً - (ابو داؤد)

২৭৩. সুহাইল ইবনে হানযালা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) একবার এমন একটি উটের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেনঃ (পরিশ্রম ও ক্ষুধায়) যার পেট পিঠের সাথে জমে গিয়েছিলো। তখন তিনি বললেনঃ এসব বোবা পশুদের ব্যাপারে তোমরা আল্লহ্কে ভয় করো। সুস্থ সবল অবস্থায় এদের উপর আরোহণ করো এবং সুস্থ–সবল অবস্থায় এদের ফেলে রাখো। (আবু দাউদ)।

সর্বসাধারণের প্রতি অনুগ্রহ

٢٧٤- عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ -(بخارى)

২৭৪. জরীর ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেনা, আল্লাহ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেন না। (বুখারী মুসলিম)।

একাদশ অধ্যায়ের সারকথা

সুন্নাতে রাসূলের আলোকে আদর্শ ইসলামী সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে এ অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ যাবত আরবী হাদীস উল্লেখ করার সাথে সেগুলোর তরজমা এবং কোনো কোনোটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে। এবার আমাদের শিক্ষার জন্যে সংক্ষিপ্ত পয়েন্ট আকারে হাদীসগুলোর মর্মকথা উল্লেখ করে দেয়া হলোঃ

১. পিতামাতার মৃত্যুর পরও তাঁদের প্রতি সন্তানের কর্তব্য থাকে।
২. পিতামাতার মনে কষ্ট দেয়া যাবেনা। বিশেষ করে বৃদ্ধাবস্থায় তাঁদের সেবা করা হিজরতের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ।
৩. পিতামাতার প্রতি অকৃতজ্ঞ সন্তান দুনিয়াতেই এর জন্যে ভোগান্তির শিকার হয়।
৪. স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল রোযা রাখা উচিত নয়। স্বামী সফরে থাকলে ভিন্ন কথা।
৫. পাত্র/পাত্রী বাছাইর ক্ষেত্রে দীনদারীকে অগ্রাধিকার দেয়া কর্তব্য।
৬. সৎ, যোগ্য ও বিনয়ী স্ত্রী এক বিরাট নিয়ামত।
৭. স্বামী স্ত্রীর মধ্যে হাস্য রসিকতা হওয়া উচিত। এতে সম্পর্ক গভীর হয়।
৮. বৈধ কাজগুলোর মধ্যে নিকৃষ্ট হলো তালাক।
৯. সর্বোত্তম দান হলো নিজ পরিবার পরিজনের জন্যে খরচ করা।
১০. পোষ্যদের থেকে খরচ করতে আরম্ভ করা উত্তম।
১১. কন্যা সন্তানদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। তাদেরকেও শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে আদর্শ রূপে গড়ে তুলতে হবে।
১২. দানের ক্ষেত্রে সন্তানদের মধ্যে কোনো প্রকার কমবেশী করা যাবেনা, পুরোপুরি সুবিচার করতে হবে।
১৩. নিকটাত্মীয়দেরকে দান থেকে বঞ্চিত করা যাবেনা।
১৪. যাবতীয় সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার (পালিত), সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সদাচরণকারী উত্তম মানুষ।
১৫. নেতা হবে দল ও জাতির সেবক এবং সর্বোত্তম আমলের অধিকারী।
১৬. সহজ মৃত্যু ও জান্নাত লাভের তিনটি কাজঃ
    ক. বৃদ্ধ ও দুর্বলদের সাথে কোমল ব্যবহার;
    খ. মা-বাবাকে ভালবাসা;
    গ. চাকর-চাকরানীদের প্রতি ইহ্সান।

১৭. সৎ প্রতিবেশী হওয়া এবং পাওয়া মুসলমানের সৌভাগ্য।
১৮. প্রতিবেশীরা নিজের ভালমন্দ জানার মাপকাঠি।
১৯. মেহমানের প্রতি ভাল ব্যবহার করা ঈমানের দাবী।
২০. ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের অধিকার রয়েছে।
২২. মৃত ব্যক্তির শোক সন্তপ্ত পরিবারের জন্যে খানা পাকিয়ে পাঠানো মুসলমানদের কর্তব্য।
২৩. বড়দের সম্মান করা ইসলামের একটি আদর্শ।
২৪. মুসলমানরা সবাই একই পরিবারের সদস্যদের মতো।
২৫. জামায়াতে নামায পড়ানোর সময় সংক্ষিপ্ত করা এবং ব্যক্তিগতভাবে পড়ার সময় দীর্ঘ করা উচিত।
২৬. অসহায় বিধবা ও মিসকীনদের সাহায্য করা জিহাদের সমতুল্য।
২৭. মুমিনকে পোকা মাকড় এবং জীবজন্তুর সাথেও উত্তম আচরণ করতে হবে।
২৮. যেসব পশুকে বাহন এবং হালচাষের কাজে ব্যবহার করা হয়, সেগুলোকে খাটাতে খাটাতে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দেয়া ঠিক নয়।
২৯. যে মানুষের প্রতি দয়া করেনা, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেননা।

সর্বাংগীন আদর্শ সমাজ গঠনের জন্যে এইসব আদর্শ নীতিমালার অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলিমেরই কর্তব্য।

প্রথম খন্ড সমাপ্ত

এন্তেখাবে হাদীস

২য় খন্ড

১২. দলীয় ও সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সুসম্পর্ক

আন্তরিক কল্যাণ কামনা

٢٧٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَظْلِمُهُ وَاِنَّ اَحَدَكُمْ مِرْاٰةُ اَخِيْهِ فَاِنْ رَاٰى اَذًى فَلْيُمِطْهُ عَنْهُ - (ترمذى)

(২৭৫) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তাকে অসহায় ও লাঞ্ছিত করেনা, তার সাথে মিথ্যা বলেনা এবং তার প্রতি যুলুম করেনা। তোমরা প্রত্যেকেই তার ভায়ের আয়না। তার কোনো ত্রুটি দেখলে সে যেনো তা দূর করে দেয়। -তিরমিযী

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসে বলা হয়েছে, এক মুসলমান অপর মুসলমানের আয়না স্বরূপ। এ এক অত্যন্ত তাৎপর্য পূর্ণ উপমা। এ উপমাকে সামনে রাখলে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের যে স্বরূপ উদঘাটিত হয় তা নিম্নরূপঃ

১. আয়না মুখমন্ডলের সর্বপ্রকার দাগ ও ময়লা ইত্যাদি এমনভাবে সুস্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয়, যেমনি করে বাস্তবে দেখতে পাওয়া যায় এবং এতে এতটুকু কমও করেনা এবং বেশীও করেনা।

২. আয়না এ দাগ ও ময়লার কথা তখুনি বলে, যখন চেহারা সামনে আসে। চেহারা অনুপস্থিত থাকলে আয়নাও থাকে নীরব-নিশ্চুপ।

৩. আজ পর্যন্ত এমন কথা কোথাও শুনা যায়নি যে, কেউ আয়না দ্বারা চেহারায় দাগ দর্শন করে আয়নার প্রতি গোস্বান্বিত হয়েছে। বরঞ্চ এমনটিই হয়েছে যে, অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা ও যত্নের সাথে আয়নাকে সংরক্ষণ করা হয়েছে, যেনো তার দ্বারা পরবর্তিতেও এরূপ ফায়দা হাসিল করা যায়।

৪. আয়না তখনই চেহারার দাগ দেখিয়ে দেয় যখন তাকে চেহারার বরাবর সামনে রাখা হয়। উপরে কিংবা নিচে রাখলে- সে সঠিক কাজ করেনা।

সুতরাং রাসূলে খোদা (স) আয়নার এ উপমা দ্বারা নিম্নোক্ত চারটি শিক্ষা প্রদান করেছেন।

১. কারো দোষ-ত্রুটির কথা বলতে হলে ঠিক ততোটুকুই বলতে হবে, বাস্তবে তার মধ্যে যতোটুকু বর্তমান। একটু কমও নয়- বেশীও নয়।

২. দোষ-ত্রুটি সামনে বলতে হবে, পিছে নয়।

৩. যে দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে দেবে তার প্রতি অসন্তুষ্ট নয়, বরঞ্চ কৃতজ্ঞ থাকতে হবে।

৪. সংশোধনকারী কোনো অবস্থাতেই একাজে নিজের গর্ব অহংকার প্রকাশ করতে পারবেনা। তাকে আন্তরিকতার সাথে তার ভায়ের ত্রুটি দূর করার জন্যে চেষ্টা করতে হবে।

অন্যায় ও যুলুমের প্রতিরোধ

٢٧٦- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ اَنْصُرُهٗ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ اَنْصُرُهٗ ظَالِمًا قَالَ تَمْنَعُهٗ مِنَ الظُّلْمِ فَذٰلِكَ نَصْرُكَ اِيَّاهُ - (بخارى، مسلم)

(২৭৬) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ তোমার (মুসলমান) ভায়ের সাহায্য করো চাই সে যালেম হোক কিংবা মযলুম। তখন একব্যক্তি জিজ্ঞেস করলোঃ মযলুমকে তো আমি সাহায্য করবো কিন্তু যালেমের সাহায্য করবো কিভাবে? তিনি (স) বললেনঃ তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখাই তার সাহায্য করা। –বুখারী, মুসলিম

সুদৃঢ় পারস্পরিক সম্পর্ক

٢٧٧- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهٗ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ - (بخارى، مسلم)

(২৭৭) আবু মুসা আশয়ারি (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ এক মুমিনের সংগে আরেক মুমিনের সম্পর্ক সুদৃঢ় প্রাসাদের মতো যার একটি (ইট বা পাথর) অংশ অপর অংশের সাথে মজবুতভাবে সংযুক্ত। একথা বলে উপমা স্বরূপ তিনি তার এক হাতের আংগুল অপর হাতের আংগুলের ফাঁকে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন। - বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যাঃ মুসলমানদের একে অপরের সাথে এমন গভীর ও অটুট সুসম্পর্ক রাখতে হবে যেনো সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় ভিত রচনা করে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করতে এবং বিপদকালে পরস্পরের সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে।

٢٧٨ - عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَّاحِدٍ اِنِ اشْتَكٰى عَيْنُهُ اِشْتَكٰى كُلُّهُ، اِنِ اشْتَكٰى رَاْسُهُ اِشْتَكٰى كُلُّهُ -

(২৭৮) নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ সমস্ত মুমিন একই ব্যক্তি-সত্তার মতোন। যখন তার চোখে যন্ত্রণা হয়, তখন তার গোটা শরীরই তা অনুভব করে। যদি তার মাথা ব্যথা হয়-তাতে তার গোটা শরীরই বিচলিত হয়ে পড়ে। -মিশকাত

অর্থাৎ মুসলমান ভায়ের শোকে-দুঃখে অংশীদার হওয়া সব মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

পারস্পরিক মিলমিশ

٢٧٩ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُؤْمِنُ مَاْلَفٌ وَلَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَا يَاْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ -

(২৭৯) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ মুমিন মহব্বত ও দয়ার প্রতীক। ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, যে কারো সাথে মহব্বত রাখেনা এবং মহব্বত প্রাপ্ত হয়না। -মুসনাদে আহমদ

উত্তম লেনদেন

٢٨٠ - عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا اَوْ وَضَعَ عَنْهُ اَنْجَاهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - (مسلم)

(২৮০) আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে খোদা (স) কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি দুর্দশাগ্রস্তকে অবকাশ দিলো অথবা তার নিজের অধিকার ও দাবী প্রত্যাহার করলো, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ক্বিয়ামতের কঠিন অবস্থা থেকে নিস্কৃতি দেবেন। - মুসলিম

٢٨١- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرٰى وَإِذَا اقْتَضٰى-

(২৮১) জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ ঐ ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্‌র করুণা হোক যে ক্রয়-বিক্রয় ও তাগাদা দেবার সময় করুণা ও কোমলতা অবলম্বন করে। - বুখারী

٢٨٢- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ - (ترمذى)

(২৮২) আবু সায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ সৎ সত্যপন্থী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী (হাশরের দিন) নবী, সিদ্দিক ও শহীদদের সংগে থাকবে। - তিরমিযী

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীস থেকে জানা গেলো যে, কেবল মাত্র কতিপয় আনুষ্ঠানিক ইবাদতের নাম দ্বীন (ইসলাম) নয়। বরঞ্চ লেনদেন ও ব্যবসায়ে সততা এবং আমানতদারীও দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। লেনদেন সততা ও আমানতদারী ব্যতিত কেবল মাত্র আনুষ্ঠানিক ইবাদতের কোনো মূল্য আল্লাহর দরবারে নেই।

পারস্পরিক পরামর্শ

٢٨٣- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ وَلَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ - (المعجم الصغير)

(২৮৩) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ যে এস্তেখারা করলো, সে (কোনো কাজে) ব্যর্থ হবেনা; যে পরামর্শ করলো, সে লজ্জিত হবেনা; আর যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করলো, সে দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হবেনা। - আল মু'জামুস সগীর

মুসলমান ভায়ের সাহায্য করা

٢٨٤- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيْهِ بِالْمَغِيْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ - (بيهقى)

(২৮৪) ইয়াযীদের কন্যা আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভায়ের অনুপস্থিতিতে

তার গোশ্‌ত খাওয়া প্রতিরোধ করলো, তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে আযাদ করা আল্লাহর দায়িত্ব। -বায়হাকী

ব্যাখ্যাঃ গোশ্‌ত খাওয়া মানে 'গীবত' অর্থাৎ- কোথাও যদি কোনো মুসলমান ভায়ের গীবত হতে থাকে, তবে শ্রোতা মুসলমানের সেখানে চুপ থাকা উচিত নয়। বরঞ্চ তার কর্তব্য ঐ গীবতের প্রতিরোধের মাধ্যমে অনুপস্থিত মুসলমান ভায়ের সাহায্য করা।

সুধারণা

٢٨٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ -(مسند احمد)

(২৮৫) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ সুধারণা ইবাদতের একটি শাখা। - মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যাঃ একজন মুসলমানের সাথে আরেকজন মুসলমানের সম্পর্ক হওয়া চাই সুধারণার ভিত্তিতে। ততোক্ষণ পর্যন্ত সুধারণা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে- যতোক্ষণ না অপর পক্ষ স্বয়ং নিজেকে সুধারণার অনুপযুক্ত প্রমাণ করে।

মজলিসি শিষ্টাচার

٢٨٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَا اِثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ فَاِنَّهُ يُحْزِنُهُ فِىْ ذٰلِكَ وَفِىْ رِوَايَةٍ قُلْنَا فَاِنْ كَانُوْا اَرْبَعَةً قَالَ لَا يَضُرُّهُ -

(২৮৬) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স) বলেছেনঃ তোমরা যখন তিনজন একত্রে থাকবে তখন দু'জন তৃতীয়জন থেকে পৃথক হয়ে কথা-বার্তা ও আলাপ-আলোচনা করবেনা। কারণ এতে সে দুঃখিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে। অপর একটি বর্ণনায় আছেঃ তখন আমরা আরয করলামঃ যদি চারজন হয় তবে? তিনি বললেনঃ সে অবস্থায় কোনো অসুবিধা নেই। - আদাবুল মুফরাদ

٢٨٧ - عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبَرِىِّ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَمَعَهُ رَجُلٌ يَتَحَدَّثُ فَقُمْتُ اِلَيْهِمَا فَلَطَمَ فِىْ صَدْرِىْ فَقَالَ اِذَا وَجَدْتَ اثْنَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ فَلَا تَقُمْ مَعَهُمَا وَلَا تَجْلِسْ مَعَهُمَا حَتّٰى تَسْتَاذِنَهُمَا فَقُلْتُ اَصْلَحَكَ اللّٰهُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّمَا رَجَوْتُ اَنْ اَسْمَعَ مِنْكُمَا خَيْرًا

(২৮৭) সায়ীদ মাকবারী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একবার আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমারের (রা) নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁর সাথে আলাপ করছিলো। আমি গিয়ে তাঁদের নিকট দাঁড়ালাম। তিনি আমার বুকে থাপ্পড় মেরে বললেনঃ যখন দুজন লোককে আলাপ করতে দেখবে, তখন অনুমতি নেয়া ছাড়া তাদের নিকট দাঁড়াবেওনা এবং তাদের সংগে বসবেওনা। আমি বললামঃ হে আবু আবদুর রহমান! খোদা আপনাকে নেকী দিন। আমি তো কেবল এ আশাই করছিলাম যে, আপনাদের কাছ থেকে কোনো ভালো কথা শুনবো। - আল আদাবুল মুফরাদ

٢٨٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِذَا تَنَخَّعَ بَيْنَ يَدَىِ الْقَوْمِ فَلْيُوَارِ بِكَفَّيْهِ حَتّٰى تَقَعَ نُخَاعَتُهُ اِلَى الْاَرْضِ وَاِذَا صَامَ فَلْيَدَّهِنْ لَا يُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ الصَّوْمِ - (ادب المفرد)

(২৮৮) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন মজলিসে কারো নাক পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তখন সে যেনো তার দুহাত দ্বারা তা আড়াল করে রাখে- যতোক্ষণ না তার নাকের অবাঞ্ছিত পদার্থ মাটিতে পড়ে। আর কেউ যখন রোযা রাখে, তখন সে যেনো তেল ব্যবহার করে- যেনো তার রোযার চিহ্ন প্রকাশিত না হয়। - আদাবুল মুফরাদ

ঘরে যাতায়াতের আদব

٢٨٩- عَنْ جَابِرٍ قَالَ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلٰى وَلَدِهٖ وَاُمِّهٖ وَاِنْ كَانَتْ عَجُوْزًا وَاَخِيْهِ وَاُخْتِهٖ وَاَبِيْهِ - (الادب المفرد)

(২৮৯) জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ মানুষকে তার সন্তানাদি, মা-চাই তিনি বৃদ্ধাই হোন না কেনো, ভাই-বোন ও পিতার অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করা উচিত। - আল আদাবুল মুফরাদ

বন্ধুতার আদব কানুন

٢٩٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُّخَالِلُ - (مسند احمد)

(২৯০) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের অনুসারী হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন কাউকেও বন্ধু বানাতে চায়, তখন যেনো দেখে নেয় সে কাকে বন্ধু বানাচ্ছে। - মুসনাদে আহমদ

٢٩١۔ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ ۔ (ابو داؤد)

(২৯১) মেকদাদ ইবনে মা'দীকরব থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন তার কোনো মুসলমান ভাইকে ভালবাসে তখন সে যেনো তাকে জানিয়ে দেয় যে, সে তাকে ভালবাসে। - আবূ দাউদ

٢٩٢۔ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ ۔ (ترمذی)

(২৯২) আবু সায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (স) কে বলতে শুনেছেনঃ মুমিন ছাড়া অন্য কারো সাথে দুস্তী ও বন্ধুতা করোনা আর তোমাদের দস্তরখানে যেনো পরহেযগার ও পবিত্র চরিত্রের লোকেরাই বসে। -তিরমিযী

বন্ধুতার প্রভাব

٢٩٣. عَنْ أَبِي مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيْحًا خَبِيْثَةً ۔

(২৯৩) আবু মুসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ সৎ সংগী ও অসৎ সংগীর উদাহরণ হচ্ছে মৃশ্‌ক আম্বরের বাহক এবং কামারের উত্তাপক যন্ত্রের ন্যায়। মৃশ্‌ক আম্বরের বাহক হয়তো তোমাদের কিছু দেবে অথবা তোমরা তার থেকে খরিদ করবে অথবা অন্তত তোমরা তার থেকে সুঘ্রাণ পাবে। কিন্তু কামারের উত্তাপক

যন্ত্র হয়তো তোমাদের কাপড় জ্বালিয়ে দেবে নয়তো নোংরা গন্ধে মেজাজ খারাপ করে দেবে। - বুখারী, মুসলিম

দুস্তী ও দুশমনীতে মধ্যপন্থা

٢٩٤- عَنْ اَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَا يَكُنْ حُبُّكَ كَلَفًا وَلَا بُغْضُكَ تَلَفًا فَقُلْتُ كَيْفَ ذٰلِكَ قَالَ اِذَا اَحْبَبْتَ كَلِفْتَ كَلَفَ الصَّبِيِّ وَاِذَا اَبْغَضْتَ اَحْبَبْتَ لِصَاحِبِكَ التَّلَفَ-

(২৯৪) আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) বলেছেনঃ তোমাদের মহব্বত-ভালবাসা যেনো 'কলফ' না হয় এবং তোমাদের দুশমনী যেনো 'তলফ' না হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম- ব্যাপারটা কেমন? তিনি বললেনঃ যেমন কাউকে যখন মহব্বত করলে তখন ছেলেমী আচরণ করলে এবং যখন কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলে, তখন তার জান-মাল পর্যন্ত ধ্বংস করার চিন্তা করলে। - আদাবুল মুফরাদ

٢٩٥- عَنْ عُبَيْدِ الْكِنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ اَحْبِبْ حَبِيْبَكَ هَوْنًا مَّا عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ بَغِيْضَكَ يَوْمًا مَّا وَاَبْغِضْ بَغِيْضَكَ هَوْنًا مَّا عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ حَبِيْبَكَ يَوْمًا مَّا-

(২৯৫) উবাইদূল কিন্দী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা) কে বলতে শুনেছিঃ বন্ধুর সাথে বন্ধুতায় কোমলতা (মধ্যপন্থা) অবলম্বন করো। এমনও হতে পারে যে, কখনো তোমার সে দুশমন হয়ে যাবে। তেমনিভাবে দুশমনের সংগে শত্রুতাও কোমলতা (মধ্যপন্থা) অবলম্বন করো। হতে পারে একদিন সে তোমার বন্ধু হয়ে যাবে। - আদাবুল মুফরাদ

হাস্য রসিকতা

٢٩٦- عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِامْرَأَةٍ عَجُوْزٍ اِنَّهُ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوْزٌ فَقَالَتْ مَالَهُنَّ وَكَانَتْ تَقْرَءُ الْقُرْاٰنَ فَقَالَ لَهَا اَمَا تَقْرَئِيْنَ الْقُرْاٰنَ اِنَّا اَنْشَأْنَاهُنَّ اِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ اَبْكَارًا عُرُبًا اَتْرَابًا-

(২৯৬) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) এক বৃদ্ধাকে বলেছিলেনঃ 'কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। বৃদ্ধা আরয করলোঃ তাদের কী অপরাধ? এ বৃদ্ধা কুরআন পড়তো, তাই নবী করীম (স) তাকে

বললেনঃ তুমি কি কুরআনের এ আয়াত পড়নিঃ আমরা (নারীদের) পুনরায় এমনভাবে পয়দা করবো যে, তারা হবে কুমারী, সমবয়স্কা এবং স্বামীগত প্রাণ। - মেশকাত

ব্যাখ্যাঃ বৃদ্ধারা অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করবে। তবে এ বৃদ্ধ-জয়ীফ শরীর নিয়ে নয়। টগবগে যৌবনের অধিকারিণী হয়ে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٢٩٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَخَذَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ الْحَسَنِ اَوِ الْحُسَيْنِ ثُمَّ وَضَعَ قَدَمَيْهِ عَلٰى قَدَمَيْهِ ثُمَّ قَالَ تَرَقَّ - (الادب المفرد)

(২৯৭) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার নবী করীম (স) হাসান কিংবা হুসাইনের হাত ধরে তার দু'পা নিজের দু'পায়ের উপর রেখে বললেনঃ আরোহণ করো। - আদাবুল মুফরাদ

ব্যাখ্যাঃ শিশুদের সংগে হাস্য-রসিকতায় তাকওয়া ক্ষুণ্ন হয় না। অবশ্য যদি হাস্য-রসিকতার সীমা লংঘন করা হয়, তবে শিশুদের মধ্যে মারাত্মক বদঅভ্যাস সৃষ্টি হতে পারে।

১৩. দলীয় ও সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দোষত্রুটি

লাগামহীন কথাবার্তা

٢٩٨- عَنْ سَهْلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ يَّضْمَنْ لِّىْ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ
لَهُ الْجَنَّةَ - (بخارى)

(২৯৮) সহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার যবান ও যৌন জীবনের জামীন হতে পারে, আমি তার জান্নাতের জামীন হবো। - বুখারী

দায়িত্বহীন কথা

٢٩٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ -

(২৯৯) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ কোনো ব্যক্তির মিথ্যাচারী হওয়ার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট যে- সে যা শুনে তাই বলে বেড়ায়। -মুসলিম

٣٠٠- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِىْ صُوْرَةِ
الرَّجُلِ فَيَاْتِى الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيْثِ مِنَ الْكَذِبِ
فَيَتَفَرَّقُوْنَ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلًا اَعْرِفُ
وَجْهَهُ وَلَا اَدْرِىْ مَا اِسْمُهُ يُحَدِّثُ - (مسلم)

(৩০০) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ শয়তান মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাদের মধ্যে এসে মিথ্যা গুজব ছড়ায় (মিথ্যা কানা ঘুষা করে) এতে করে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে সন্দেহ সংশয়ে নিমজ্জিত হয়ে বিচ্ছিন্ন- বিভক্ত হয়ে পড়ে। তখন তাদের কেউ কেউ বলে, আমি অমুক ব্যক্তিকে এরূপ কথা বলতে শুনেছি। তার চেহারা তো চিনি- কিন্তু নাম জানিনা। -মুসলিম

শিক্ষাঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় মিথ্যা গুজব ছড়ানো এবং নির্বিচারে গুজবে বিশ্বাস করা দুটোই শয়তানী কাজ।

٣٠١ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا تَعْنِىْ قَصِيْرَةً
فَقَالَ لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتْهُ۔

(৩০১) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (স) কে বললামঃ সুফিয়ার এমনটি এমনটি হওয়া অর্থাৎ- বেটে হওয়া আপনার জন্যে যথেষ্ট (অর্থাৎ- সুফিয়ার বেটে হওয়াটাই তো তার ক্রটির জন্যে যথেষ্ট)। আমার- কথা শুনে তিনি বললেনঃ তুমি এমন একটি কথা বলেছো, তা যদি সমুদ্রে মিশিয়ে দেয়া হতো তবে সমুদ্র উথলিয়ে উঠতো। - তিরমিযী

ব্যাখ্যাঃ সুফিয়া (রা) ছিলেন নবী করীম (স)-এর একজন সম্মানিত স্ত্রী-আয়েশার (রা) সতীন। হাদীসটি থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা জানা যায়ঃ

১. সতীনদের মধ্যে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ এমন একটা প্রকৃতিগত ব্যাপার যা নাকি পরহেযগারীর উচ্চতম শিখরে আরোহণের পরও নারীর অন্তরে বিদ্যমান থাকে। এ জিনিস কখনো মুছে ফেলা যায়না। তবে দ্বীনি তালীম তরবিয়াতের মাধ্যমে এরূপ মানসিকতা অনেকটা কমিয়ে ফেলা সম্ভব। এ সময় নবী করীম (স) সে দিকেই আয়েশার (রা) দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২. স্বামীর উপর এ বিরাট দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে যে, পরিবার পরিজনের নৈতিক সংশোধনের ব্যাপারে তিনি এক মুহূর্তও গাফিল থাকবেননা।

৩. কথাবার্তা বলার সময় খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ অসতর্ক কথাবার্তায় দুনিয়ায় বিপর্যয় ঘটে এবং পরকালে ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হবার আশংকা রয়েছে।

বিশেষ করে নারী সমাজকে কথাবার্তায় খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। বেশীর ভাগই দেখা যায় মেয়েরা অসতর্ক কথাবার্তা বলে। গীবত, চোগলখোরী এবং বাজে নোংরা কথাবার্তায় তারা লিপ্ত হয়। সুতরাং তাদের উচিত খোদাকে ভয় করে কথাবার্তা বলা।

অশ্লীল কথা বলা

٣٠٢ - عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلًا اِسْتَاْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ائْذَنُوْا لَهُ بِئْسَ اَخُو الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا
جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ وَجْهِهِ

وَانْبَسَطَ اِلَيْهِ فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِىْ وَجْهِهٖ وَانْبَسَطْتَ اِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتٰى عَاهَدْتِنِىْ فَحَّاشًا اِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَّتْرُكُهُ النَّاسُ اِتِّقَاءَ شَرِّهٖ اَوِ اتِّقَاءَ فُحْشِهٖ - (بخارى)

(৩০২) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী করীম (স) এর সংগে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলো। তিনি বললেন, তাকে আসতে অনুমতি দাও। তার খান্দানের মধ্যে এ ব্যক্তি খুবই খারাপ লোক। লোকটি এসে যখন নবী করীম (স) এর সম্মুখে বসলো, নবী করীম (স) তাকে হাসি মুখে বরণ করলেন। সে চলে যাবার পর আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেনঃ ওগো আল্লাহর রাসূল! লোকটির ব্যাপারে তো পূর্বে আপনি এরূপ বললেন। কিন্তু তার সংগে সাক্ষাতকালে যে আপনি খুবই হাসি-খুশি ছিলেন? তিনি (স) বললেনঃ তুমি আমাকে কখন কুভাষী পেয়েছ? কিয়ামতের দিন সব চাইতে নিকৃষ্ট পর্যায়ের লোক হবে ঐ ব্যক্তি, লোকেরা যার ক্ষতি ও কুভাষণ থেকে বাঁচার জন্যে তাকে ত্যাগ করে। - বুখারী

শিক্ষাঃ

১. একজন মুসলমানকে আরেকজন মুসলমানের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাত করা উচিত।

২. কুভাষণ ও অশ্লীল কথাবার্তা আল্লাহ্ তায়ালা অপছন্দ করেন।

৩. সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক করার জন্যে অনুপস্থিতিতে তাদের নিন্দা করা যায়।

অধিক অধিক কসম খাওয়া ও শপথ করা

٣٠٣ - عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِى الْبَيْعِ فَاِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ - (مسلم)

(৩০৩) আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ বেচা-কেনায় অধিক অধিক শপথ করা ও কসম খাওয়া থেকে বিরত থাকো। কারণ, এর ফলে প্রথমে কারবার চলে বটে, পরে বরকত উঠে যায়। - মুসলিম

ঠাট্টা করা ও তুচ্ছ জ্ঞান করা

٣٠٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَرَّ رَجُلٌ مُصَابٌ عَلٰى نِسْوَةٍ فَتَضَاحَكْنَ بِهٖ يَسْخَرْنَ فَأُصِيبَ بَعْضُهُنَّ -

(৩০৪) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেনঃ একজন মুসীবত গ্রস্ত লোক কয়েকজন নারীর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলো। তারা তাকে দেখে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগলো। শেষে তাদের কোনো একজন সেই (ব্যক্তির) রোগে নিমজ্জিত হলো। - আল-আদাবুল মুফরাদ

ব্যাখ্যাঃ 'মুসীবত গ্রস্ত ব্যক্তি' দ্বারা সম্ভবত এখানে মৃগীরোগী বুঝানো হয়েছে।

কুধারণা

٣٠٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ -

(৩০৫) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ তোমরা কুধারণা ও সন্দেহ-সংশয় থেকে বিরত থাকো। কেননা, ধারণা ও সন্দেহ সবচেয়ে বড় মিথ্যা। -মিশকাত

٣٠٦- عَنْ بِلَالِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ اِلٰى اَبِى الدَّرْدَاءِ اُكْتُبْ اِلَىَّ فُسَّاقَ دِمَشْقَ فَقَالَ مَالِىْ وَفُسَّاقُ دِمَشْقَ وَمِنْ اَيْنَ اَعْرِفُهُمْ فَقَالَ ابْنُهُ بِلَالٌ اَنَا اَكْتُبُهُمْ فَكَتَبَهُمْ قَالَ مِنْ اَيْنَ عَلِمْتَ مَا عَرَفْتَ اَنَّهُمْ فُسَّاقٌ اِلَّا وَاَنْتَ مِنْهُمْ اِبْدَءْ بِنَفْسِكَ وَلَمْ يُرْسِلْ بِاَسْمَائِهِمْ -

(৩০৬) বেলাল ইবনে সাআদ (রা) থেকে বর্ণিতঃ আমীর মুয়াবিয়া (রা) একবার আবুদ দারদা (রা) কে পত্র লিখেছিলেনঃ আমাকে দামেশকের ফাসেক ও দুর্নীতিবাজ লোকদের নাম ঠিকানা লিখে পাঠাও। আবুদ দারদা বললেনঃ দামেশকের ফাসেক বদমায়েশদের সাথে আমার কি সম্পর্ক! আমি কি করে তাদের চিনবো? তাঁর পুত্র বেলাল বললেনঃ আমি তাদের নাম লিখে দিচ্ছি। একথা বলে তিনি তাদের নাম লিখে ফেললেন। এতে আবুদ দারদা বললেনঃ তুমি কি করে জানলে যে, এরা বদমায়েশ-দুর্নীতিবাজ? তাদের একজন হওয়া ছাড়া এবং তাদের সংগে সম্পর্ক রাখা ছাড়া তো তুমি তাদের নাম জানতে পারনা? সুতরাং তোমার নামই প্রথমে লিখো। শেষ পর্যন্ত আবুদ দারদা এ নামের তালিকা মুয়াবিয়া (রা) কে পাঠাননি। - আদাবুল মুফরাদ

দোষ খোঁজা

٣٠٧- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتَى بَيْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَلْقَمَ عَيْنَهُ خَصَاصَ الْبَابِ فَاَخَذَ سَهْمًا اَوْ عُوْدًا مُحَدَّدًا فَتَوَخَّى الْاَعْرَابِيَّ لِيَفْقَاَ عَيْنَ الْاَعْرَابِيِّ فَذَهَبَ فَقَالَ اَمَا اِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَاْتُ عَيْنَكَ - (الادب المفرد)

(৩০৭) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন এসে রাসূলে করীম (স) এর দরজা দিয়ে উঁকি মারলো। রাসূলে করীম (স) তীর কিংবা চোখা কাষ্ঠ খন্ড হাতে নিয়ে তার প্রতি তাক করলেন। অবস্থা দেখে সে পশ্চাৎধাবন করলো। তখন হুজুর (স) বললেনঃ দাঁড়িয়ে থাকলে তোমার চোখ ফুটা করে দিতাম। - আদাবুল মুফরাদ

চোগলখোরী

٣٠٨- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَلِّغْنِىْ اَحَدٌ مِّنْ اَصْحَابِىْ عَنْ اَحَدٍ شَيْئًا فَاِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَخْرُجَ اِلَيْكُمْ وَاَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ - (ترمذى)

(৩০৮) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ আমার কোনো সাহাবী সম্পর্কে আমার কানে যেনো কেউ কিছু না পৌছায়। কারণ আমি চাই তোমাদের সাথে আমার এমনভাবে সাক্ষাত হোক যে, আমার অন্তরে কারো সম্পর্কে বিদ্বেষ ও মনোকষ্ট নেই। - তিরমিযী, রিয়াদুস সালেহীন

٣٠٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قَالَ اَفَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَاِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ - (مسلم)

(৩০৯) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ তোমরা কি জানো 'গীবত' কাকে বলে? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেনঃ আল্লাহ ও তার রাসূলই অধিক জানেন। তখন তিনি (স) বললেনঃ গীবত হচ্ছে তোমার কোন মুসলমান ভাই সম্পর্কে এমন কথাবার্তা বলা যা সে অপছন্দ করে। জিজ্ঞেস করা হলোঃ যদি এমন কোনো দোষের কথা

বলা হয়- যা প্রকৃতই তার মধ্যে রয়েছে তবু গীবত করা হবে? তিনি (স) বললেনঃ তুমি যা বললে তা যদি তার মধ্যে থেকেই থাকে, তবে তুমি তার গীবত করলে আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তবে তুমি তার প্রতি অপবাদ আরোপ করলে। - মুসলিম

٣١٠ - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اِنَّ اَبَا الْجَهْمِ وَمُعَاوِيَةَ خَطَبَانِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوْكٌ وَاَمَّا اَبُوْ جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهٖ -

(৩১০) ফাতেমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি নবী করীম (স)-এর খেদমতে এসে আরয করলামঃ আবু জহম (রা) এবং মুয়াবিয়া (রা) আমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। (এ ব্যাপারে আপনার মত কি?) তিনি বললেনঃ মুয়াবিয়া হচ্ছে দরিদ্র ব্যক্তি। আর আবু জহম তো ঘাড় থেকে লাঠিই নামায়না (অর্থাৎ লাঠিয়াল)।

শিক্ষাঃ

এ হাদীস থেকে জানা গেলো দায়িত্বশীল ব্যক্তি কাউকে পরামর্শ দানকালে কারো দোষ বর্ণনা করলে- তা গীবত হয়না। দলীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে এমনটি কেবল জায়েযই নয়, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে জরুরী হয়ে পড়ে।

٣١١ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هِنْدُ امْرَأَةُ اَبِىْ سُفْيَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعْطِيْنِىْ مَا يَكْفِيْنِىْ وَوَلَدِىْ اِلَّا مَا اَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ خُذِىْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ -

(৩১১) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিতঃ আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা নবী করীম (স)-এর নিকট এসে বললোঃ আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। সে আমাকে এমন পরিমাণ সংসার খরচ দেয়না যার দ্বারা আমার এবং সন্তানদের প্রয়োজন মিটতে পারে। তবে তার অজ্ঞাতে তার অর্থ থেকে কিছু রাখলে আমি সংসার চালাতে পারি। তিনি (স) বললেনঃ তোমার এবং সন্তানদের জন্যে সাধারণত যে অর্থ প্রয়োজন তা তুমি নিতে পারো। - বুখারী

শিক্ষাঃ

১. ফতোয়া চাওয়ার কালে ঘটনার সাথে জড়িত কোনো ব্যক্তির বাস্তব ত্রুটি প্রকাশ করা নিষিদ্ধ গীবতের পর্যায়ে পড়েনা।

২. স্বামী যদি স্ত্রী ও সন্তানদের প্রয়োজনীয় খরচের অর্থ প্রদান না করে, তবে স্বামীর অজ্ঞাতে তার সম্পদ থেকে স্ত্রীর পক্ষে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় অর্থ গ্রহণ করা জায়েয।

গীবতের সীমা

٣١٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَظُنُّ فُلَانًا وَّ فُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِيْنِنَا شَيْئًا -

(৩১২) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ অমুক অমুক ব্যক্তি আমাদের দ্বীন সম্পর্কে কিছু জানে এমন ধারণা আমি করিনা। - বুখারী, রিয়াদুস সালেহীন

ব্যাখ্যাঃ কোনো ব্যক্তির দ্বীনী ইলম ও যোগ্যতার ব্যাপারে যদি লোকদের ধোকা খাওয়ার আশংকা থাকে, তবে তার বাস্তব অবস্থা তুলে ধরা জায়েয।

মৃত লোকদের গীবত

٣١٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْاَمْوَاتَ فَاِنَّهُمْ قَدْ اَفْضَوْا اِلَى مَا قَدَّمُوْا - (بخارى)

(৩১৩) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ মৃতদের গাল-মন্দ বলোনা। কারণ তারা যা সামনে পাঠিয়েছে তা পেয়ে গেছে। - বুখারী

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর আর তাকে মন্দ বলা উচিত নয়। কারণ সে যা কিছু মন্দ আমল করে গেছে তার ফল সে ভোগ করছে। তার নিন্দা করে খামোখা নিজের পাপের বোঝা ভারী করে কি লাভ?

দুমুখো নীতি

٣١٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَاْتِىْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ - (بخارى)

(৩১৪) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ দুমুখো লোকদের তোমরা কেয়ামতের দিন নিকৃষ্টতম মানুষ হিসেবে দেখতে পাবে। তারা এ লোকদের কাছে এক চেহারা নিয়ে যায় এবং ঐ লোকদের কাছে অন্য চেহারা নিয়ে যায়। - বুখারী

হিংসা বিদ্বেষ

٣١٥- عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبُغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ ‐

(৩১৫) যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ অচেতনভাবে তোমাদের মধ্যে পূর্বকালের নবীগণের উম্মতদের রোগ প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ হিংসা ও বিদ্বেষ। এ রোগ নেড়া করে দেয়। চুল নেড়া করে না বরঞ্চ দ্বীনকে নেড়া করে দেয়। - মুসনাদে আহমদ

٣١٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ‐ (ابو داود)

(৩১৬) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ হিংসা-বিদ্বেষ থেকে তোমরা মুক্ত থাকো। কারণ হিংসা নেক আমলকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেমনি আগুন কাঠখড়িকে খেয়ে ফেলে। - আবু দাউদ

পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করা

٣١٧- عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَّهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ‐ (بخاری، مسلم)

(৩১৭) আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ কোনো ব্যক্তির জন্যে তার মুসলমান ভায়ের সংগে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা বৈধ নয়। তারা মুখোমুখি হলে একজন এদিকে মুখ ফিরিয়ে পাশ কেটে যায়। দু'জনের মধ্যে সেই উত্তম, যে সালামের মাধ্যমে কথাবার্তা শুরু করে। - বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যাঃ অপর একটি হাদীসে রাসূলে (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম দেবে সে গর্ব ও অহংকার থেকে পবিত্র।

٣١٨- عن الوليد ان عمران بن ابي انس حدثه ان رجلا من اسلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هجرة المؤمن سنة كسفك دمه - (الادب المفرد)

(৩১৮) অলীদ থেকে বর্ণিত। ইমরান ইবনে আবু আনাস তাকে বলেছেন যে, আসলাম গোত্রের রাসূলে করীম (স)-এর একজন সাহাবী তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) তাকে বলেছেনঃ একজন মুমিনের সংগে এক বছর সম্পর্ক ছিন্ন রাখা তাকে হত্যা করারই সমতুল্য। - আদাবুল মুফরাদ

আত্মম্ভরিতা

٣١٩- عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتذر الى اخيه فلم يعذره اولم يقبل عذره كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس -

(৩১৯) জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ যদি কোনো মুসলমান নিজ ভুলের জন্যে তার মুসলমান ভায়ের নিকট ওযর পেশ করে এবং সে যদি তা কবুল না করে তবে সে অত্যাচারী টেক্স আদায়কারীর মতোই অপরাধ করে। - বায়হাকী

চাটুকারিতা

٣٢٠- عن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شر الناس منزلة يوم القيمة عبد اذهب اخرته بدنيا غيره - (ابن ماجه)

(৩২০) আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ নিকৃষ্টতম পর্যায়ের মানুষ হবে সে ব্যক্তি, যে অপরের দুনিয়া বানানোর জন্যে নিজের আখেরাত বরবাদ করে দেয়। - ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ- কোনো ব্যক্তিকে খুশি করা বা তাকে দুনিয়াবী ফায়দা পৌছানোর জন্যে যে কোনো বৈধ ও অবৈধ কাজ করতে যে ব্যক্তি কোনো পরোয়া করেনা। পরকালে আল্লাহর আযাবে নিমজ্জিত হওয়া ছাড়া এমন ব্যক্তির গত্যন্তর নেই।

বাজে ও অকল্যাণকর কবিতা চর্চা

٣٢١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنْ يَّمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا خَيْرٌ مِّنْ اَنْ يَّمْتَلِئَ شِعْرًا - (الادب المفرد)

(৩২১) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ কারো পেট পূঁজ দ্বারা ভর্তি হওয়াটা কবিত্ব দ্বারা ভর্তি হওয়ার চাইতে উত্তম। - আদাবুল মুফরাদ

ব্যাখ্যাঃ এখানে নিরর্থক এবং নৈতিক দিক থেকে অধপতিত কাব্যচর্চার কথা বলা হয়েছে। নেক উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের সময় কবিতা লেখায় কোনো দোষ নেই।

প্রতিশ্রুতি ভংগ করা

٣٢٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ فِىْ جِدٍّ وَّلَا هَزْلٍ وَّلَا اَنْ يَّعِدَ اَحَدُكُمْ وَلَدَهٗ شَيْئًا ثُمَّ لَا يُنْجِزُ لَهٗ -

(৩২২) আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ মিথ্যা যেমন হুবহু বলা জায়েয নেই, তেমনি হাসি-ঠাট্টার স্থলেও বলা জায়েয নেই। আর এটাও জায়েয নেই যে, তোমাদের কেউ তার সন্তানকে কিছু দেবার ওয়াদা করলো অথচ সে ওয়াদা পূরণ করলোনা।

মুনাফেকী

٣٢٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِىْ مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ وَّلَا فِقْهٌ فِى الدِّيْنِ - (مشكوة)

(৩২৩) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ এমন দুটি গুণ আছে যা মুনাফেকের মধ্যে একত্র হতে পারে নাঃ ১. সুস্বভাব, ২. দ্বীনের যথার্থ জ্ঞান। - মিশকাত

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ নেফাক এমন একটি নোংরামী যাতে কেউ নিমজ্জিত হলে তার মধ্যে কখনো সুস্বভাব এবং দ্বীনের সঠিক বুঝ ও জ্ঞানের মতো মহান নেয়ামত একত্র হয়না।

٣٢٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ مُنَافِقًا خَالِصًا وَّمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ

وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ-

(৩২৪) আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) ইবনে আস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ যার মধ্যে (নিম্নোক্ত) চারটি স্বভাব পাওয়া যাবে সে নিরেট মুনাফেক। আর যার মধ্যে এর একটি স্বভাব পাওয়া যাবে তবে তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বভাব বিদ্যমান- যতোক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। (সেগুলো হচ্ছেঃ) ১. যখন তার নিকট আমানত রাখা হয়, তখন সে খেয়ানত করে ২. কথা বলার সময়ঃ মিথ্যা বলে ৩. ওয়াদা, চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি করলে তা ভংগ করে এবং ৪. কারো সাথে তর্ক ও ঝগড়া হলে গালাগালি ও অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে।

কথা ও কাজের বৈষম্য

٣٢٥- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا اَخَافُ عَلٰى هٰذِهِ الْاُمَّةِ كُلَّ مُنَافِقٍ يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ وَيَعْمَلُ بِالْجَوْرِ- (بيهقى)

(৩২৫) উমর (রা) ইবনে খাত্তাব নবী করীম (স) থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ এ উম্মতের ব্যাপারে এমন সব মুনাফেক সম্পর্কে আমার আশংকা হয়, যারা কথা বলে সুকৌশলে আর কাজ করে যুলুমের সাথে। - বায়হাকী

ব্যাখ্যাঃ এখানে মুসলিম সমাজের ঐ সব নেতা ও শাসকদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যারা মুখেতে কেবল ইসলাম ইসলাম করে অথচ সুযোগ পেলে তারাই সর্বাধিক ইসলামের সীমা লংঘন করে।

٣٢٦- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ - (مسلم)

(৩২৬) জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ যুলুম থেকে বিরত থাকো। কারণ জুলুম কিয়ামতের দিন যুলুমাতের (অন্ধকারের) কারণ হবে। কৃপণ লোক ও সংকীর্ণমনা হওয়া থেকে মুক্ত থাকো। কারণ এটা তোমাদের পূর্বেকার লোকদের ধ্বংস করেছে, রক্তপাত ঘটানো এবং সম্মান হানির কাজে প্ররোচনা দিয়েছে। - মুসলিম

যুলুমের সহযোগিতা করা

٣٢٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَعَانَ ظَالِمًا بِبَاطِلٍ لِيُدْحِضَ بِبَاطِلِهِ حَقًّا فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَذِمَّةِ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ اَكَلَ دِرْهَمًا مِنْ رِبًا فَهُوَ مِثْلُ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِيْنَ زَنْيَةً وَمَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ اَوْلٰى بِهِ - (المعجم الصغير)

(৩২৭) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বাতিল দ্বারা হককে পরাজিত করার জন্যে বাতিলের সাহায্য করলো, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দায়িত্ব থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি সূদ থেকে একটি দেরহাম ভক্ষণ করলো, তার অপরাধ হচ্ছে তেত্রিশ বার ব্যভিচার করার সমান। আর যার গোশত বিকশিত হয়েছে হারাম দ্বারা জাহান্নামই তার উপযুক্ত স্থান। - আল মু'জামুস সগীর

ব্যাখ্যাঃ এখানে 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দায়িত্ব' বলতে ইসলামী সরকারের দায়িত্ব বুঝানো হয়েছে।

অপরের অধিকার হরণ

٣٢٨- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّمَا يَسْأَلُ اللّٰهَ تَعَالٰى حَقَّهُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَمْنَعُ ذَا حَقٍّ حَقَّهُ - (مشكوة)

(৩২৮) আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ মযলুমের আর্তনাদ থেকে বাঁচো। কেননা সে কেবল মাত্র আল্লাহরই নিকট নিজের অধিকার প্রার্থনা করে। আর আল্লাহর নিয়ম হচ্ছে যে, তিনি কারো অধিকার না দিয়ে থাকেননা। - মিশকাত

٣٢٩- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ - (بخارى، مسلم)

(৩২৯) সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি যুলুম করে কারো এক বিঘত পরিমাণ যমীনও দখল করলো কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত যমীনের বেড়ী পরানো হবে। - বুখারী, মুসলিম

٣٣٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَحْلُبَنَّ اَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ اِذْنِهٖ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ
اَنْ تُؤْتٰى مَشْرُبَتُهٗ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهٗ فَيُنْتَقَلُ طَعَامُهٗ
وَاِنَّمَا يَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوْعُ مَوَاشِيْهِمْ اَطْعِمَاتِهِمْ -(مسلم)

(৩৩০) ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ কেউ যেনো অপরের পশু তার অনুমতি ছাড়া দোহন না করে। তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করবে যে, কেউ তার নেয়ামত খানার (খাদ্য বস্তু রাখার আলমারী, ফ্রীজ ইত্যাদি) নিকট আসুক এবং তা ভেঙ্গে তা থেকে খাবার উঠিয়ে নিক? শুনো! তাদের পালিত পশুগুলোর পালান তাদের জীবিকা যোগাড় করে। - মুসলিম

খেয়ানত

٣٣١- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيْطَ وَاِيَّاكُمْ وَالْغُلُوْلَ
فَاِنَّهٗ عَارٌ عَلٰى اَهْلِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (النسائى، مشكوة)

(৩৩১) উবাদাহ্ (রা) ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলতেনঃ সুই এবং সূতা পর্যন্ত আদায় করে দাও। খেয়ানত থেকে মুক্ত থাকো। কেননা কিয়ামতের দিন খেয়ানত লজ্জা ও লাঞ্ছনার কারণ হবে। - নাসাই

٣٣٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلٰى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهٗ كَرْكَرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِى النَّارِ فَذَهَبُوْا
يَنْظُرُوْنَ فَوَجَدُوْا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا -(بخارى)

(৩৩২) আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) এর লটবহর পাহারা দেবার কাজে করকরাহ্ নামে এক ব্যক্তি নিয়োজিত ছিলো। (এ দায়িত্বে থাকা কালেই) সে মারা যায়। নবী করীম (স) বললেনঃ সে জাহান্নামে নিপতিত হয়েছে। (প্রকৃত ব্যাপার জানার জন্যে) লোকেরা তাকে দেখতে গেলো। তারা দেখতে পেলো সে একটা বড় কোট চুরি করে নিয়েছিলো। - বুখারী

ব্যাখ্যাঃ এ ঘটনা সংঘটিত হয় কোনো এক যুদ্ধকালে। সুতরাং এ থেকে জানা গেলো, খেয়ানত যুদ্ধ ও জেহাদের মতো নেক আমলকেও বরবাদ করে দেয়।

ঘুষ

٣٣٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ - (ابو داؤد)

(৩৩৩) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলে খোদা (স) ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়কে অভিসম্পাত দিয়েছেন। - আবুদাউদ

٣٣٤- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الزِّنَا إِلَّا أُخِذُوْا
بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرِّشَا إِلَّا أُخِذُوْا بِالرُّعْبِ

(৩৩৪) আমর (রা) ইবনে আস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে খোদা (স) কে বলতে শুনেছিঃ যে সমাজে জ্বেনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে- তারা দুর্ভিক্ষের কবল গ্রাসে নিপতিত না হয়ে থাকে না। আর যে সমাজে ঘুষ লেন-দেন ছড়িয়ে পড়ে সে সমাজে ভীতি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি না হয়ে থাকে না। - মুসনাদে আহমদ

ঘুষ বনাম বখশিশ ও উপহার উপঢৌকন

٣٣٥- عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِّنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى
الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا أُهْدِيَ لِيْ فَخَطَبَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ
ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّيْ أَسْتَعْمِلُ رَجُلًا عَلٰى أُمُوْرٍ مِّمَّا وَلَّانِيَ
اللّٰهُ فَيَأْتِيْ أَحَدُكُمْ فَيَقُوْلُ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذِهٖ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ
لِيْ فَهَلَّا جَلَسَ فِيْ بَيْتِ أَبِيْهِ وَأُمِّهٖ فَيَنْظُرَ أَيُهْدٰى لَهٗ
أَمْ لَا، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِّنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ
بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَحْمِلُهٗ عَلٰى رَقَبَتِهٖ إِنْ كَانَ بَعِيْرًا لَّهٗ
رُغَاءٌ أَوْ بَقَرًا لَّهٗ خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى
رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللّٰهُمَّ هَلْ
بَلَّغْتُ - (بخاري، مسلم)

(৩৩৫) আবু হুমায়েদ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী করীম (স) যাকাত উসূলের জন্যে ইবনে লুতবিয়াহ নামক এক ব্যক্তিকে কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। সে যাকাত উসুল করে ফিরে এসে বললোঃ

এগুলো আপনাদের (অর্থাৎ বায়তুলমালের) আর এগুলো আমাকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। তার বক্তব্য শুনে নবী করীম (স) উঠে ভাষণ দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেনঃ আম্মা বাআদ। আমি লোকদের এমন কাজে (কর্মচারী) নিয়োগ করি যেসব কাজের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'য়ালা আমার উপর অর্পণ করেছেন। অতঃপর তাদের কেউ ফিরে এসে বলেঃ 'এ মাল আপনাদের আর এ মাল আমি হাদিয়া পেয়েছি।' সে তার মা-বাবার ঘরে কেনো বসে থেকে দেখল না- তাকে হাদিয়া দেয়া হয় কিনা। কসম সেই সত্তার যার মুষ্টিবদ্ধ আমার জীবন! যে কেউ এ মাল থেকে কিছু নেবে- সে তা ঘাড়ে করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র দরবারে পৌছুবে। তা যদি উট হয় তবে তার মুখ থেকে উটের আওয়াজ বের হবে। আর তা যদি গাভী হয় তবে গাভীর আওয়াজ বের হবে আর তা যদি বকরী-ভেড়া হয় তবে সেরূপ আওয়াজই মুখ দিয়ে বের হবে। অতঃপর তিনি তাঁর দু'হাত উপরের দিকে উঠালেন। এমনকি আমরা তাঁর দু'বগলের সৌন্দর্য অবলোকন করলাম। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ্ (সাক্ষী থাকো) আমি তোমার ফরমান পৌছে দিয়েছি। আমি তোমার ফরমান পৌছে দিয়েছি। - বুখারী, মুসলিম

٣٣٦ - عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَفَعَ لِاَحَدٍ شَفَاعَةً فَاَهْدٰى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ اَتٰى بَابًا عَظِيْمًا مِّنْ اَبْوَابِ الرِّبَا - (ابو داؤد)

(৩৩৬) আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কারো জন্যে কোনো সুপারিশ করলো আর এ জন্যে সুপারিশ প্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে কোনো হাদিয়া দিলো এবং সে তা গ্রহণ করলো, তবে নিঃসন্দেহে সে সূদের দরজাসমূহের একটি বড় দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো। - আবু দাউদ

সূদ বনাম তোহফা

٣٣٧ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَقْرَضَ اَحَدُكُمْ قَرْضًا فَاَهْدٰى اِلَيْهِ اَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهُ وَلَا يَقْبَلْهَا اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ جَرٰى بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذٰلِكَ -

(৩৩৭) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন কাউকেও ঋণ দেয় আর গ্রহীতা যদি তাকে

কোনো তোহ্ফা দেয় কিংবা তার যানবাহনে আরোহণ করতে বলে, তখন সে যেনো তার তোহ্ফা কবুল না করে এবং তার সোয়ারীতেও আরোহণ না করে। অবশ্য পূর্ব থেকেই যদি উভয়ের মধ্যে এরূপ লেন-দেনের ধারা চলে আসে (তবে তা ভিন্ন কথা)। - ইবনে মাজাহ্

যুদ্ধবিগ্রহের কারণ

٣٣٨- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَرَّ اَحَدُكُمْ فِىْ مَسْجِدِنَا وَ فِىْ سُوْقِنَا وَ مَعَهٗ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلٰى نِصَالِهَا اَنْ يُّصِيْبَ اَحَدًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهَا بِشَيْئٍ - (بخارى، مسلم)

(৩৩৮) আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ তীর নিয়ে আমাদের মসজিদ এবং বাজারে যায়, তখন সে তীরের ধারালো দিক যেনো তার আয়ত্বে রাখে। তাতে যেনো কোনো মুসলমানের গায়ে আঘাত না লাগে। - বুখারী, মুসলিম

ঝগড়া বিবাদ

٣٣٩- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ اَيِسَ مِنْ اَنْ يَّعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِىْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَلٰكِنْ فِى التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ - (مسلم)

(৩৩৯) জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ আরব উপদ্বীপের মুসল্লিরা তার আনুগত্য ও গোলামী করবে এ আশা থেকে শয়তান নিরাশ হয়েছে। তবে মুসলমানদের মধ্যে শত্রুতার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার ব্যাপারে (সে নিরাশ হয়নি)। - মুসলিম

ব্যাখ্যাঃ এখানে বলা হয়েছে যারা নামাযী, খোদা ভীরু তাদেরকে শয়তান তার অনুসারী বানাতে পারবেনা। তবে তাদের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে দিয়ে ঝগড়া-বিবাদ বাধিয়ে দিতে পারে।

মুসলমান হত্যা

٣٤٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ زَوَالُ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُّسْلِمٍ.

(৩৪০) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ আল্লাহর নিকট দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া একজন মুসলমান হত্যা করার চাইতে সহজ। - তিরমিযী

٣٤١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللّٰهِ ثَلٰثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِيْقَ دَمَهُ. (بخاری)

(৩৪১) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ আল্লাহর নিকট তিন প্রকার মানুষ সবচাইতে অপছন্দনীয়ঃ ১. হেরম শরীফে কুফরী ও ফাসেকী বিস্তারকারী, ২. ইসলামে জাহেলী প্রথার অনুসারী, ৩. অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানের রক্তপাত ঘটানোর জন্যে তার পিছু নেয়া। - বুখারী

ধোকা প্রতারণা

٣٤٢ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتّٰى يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ. (مسلم)

(৩৪২) আবু হুরাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে খোদা (স) (এক ব্যবসায়ীর) খাদ্য-শস্যের স্তূপের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি স্তূপের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং আঙ্গুল ভিজা অনুভব করলেন। অতঃপর বললেনঃ হে শস্যওয়ালা! ব্যাপার কি? সে বললো বৃষ্টির পানি পড়েছে। নবী করীম (স) বললেনঃ তুমি ভিজা শস্যগুলো উপরে রাখলেনা কেনো যাতে লোকেরা দেখে-শুনে কিনতে পারে? জেনে রাখো! যে ধোকা দেয়, আমার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। - মুসলিম

সম্পদ মজুদ করা

٣٤٣ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ. (مسلم)

(৩৪৩) মা'মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি খাদ্য দ্রব্য মজুদ করলো সে অপরাধী (ক্রিমিনাল)। - মুসলিম

ব্যাখ্যাঃ কি কি ধরনের মুনাফা লাভের জন্যে খাদ্য দ্রব্য মজুত করে রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে দন্ডনীয় অপরাধ। একদল ব্যবসায়ী নাগরিকদের চাহিদাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে সম্পদ মজুত করে রাখে এবং পরে তার অগ্নিমূল্য আদায় করে জনগণকে অতিষ্ঠ করে তোলে। অনেক আলেমের মতে শুধু খাদ্য দ্রব্য নয়, বরং যে কোনো সম্পদ অধিক মুনাফা লাভের জন্যে মজুদ করে রাখা অবৈধ। অপর একটি হাদীসে নবী করীম (স) বলেছেনঃ খাদ্য দ্রব্য মজুদকারী অভিশপ্ত।

বাহানা

٣٤٤- عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَاِنَّهُ تُطْلٰى بِهِ السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهِ الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذٰلِكَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا اَجْمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَاَكَلُوْا ثَمَنَهُ - (بخارى، مسلم)

(৩৪৪) জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর তিনি রাসূলে খোদা (স) কে মক্কায় অবস্থানকালে বলতে শুনেছেনঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল শরাব, মৃতজন্তু, শূকর ও মূর্তির ব্যবসা হারাম করে দিয়েছেন। বলা হলোঃ হে আল্লাহর রাসূল! মৃত জন্তুর চর্বির ব্যাপারে আপনার মত কি? তা দিয়ে তো নৌকা ও জাহাজে লেপন দেয়া যায়, চামড়াকে নরম করা যায় এবং বাতি জ্বালানো যায়। নবী করীম (স) বললেনঃ না, এ জিনিস হারাম। অতঃপর বললেনঃ উয়াহুদীরা নিপাত যাক! আল্লাহ তা'য়ালা মৃত জন্তুর চর্বি হারাম করার পরও তারা তা বিক্রি করে পয়সা নিত। - বুখারী, মুসলিম

দায়িত্বহীন কাজ

٣٤٥- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ -

(৩৪৫) আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোনো জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছাড়াই চিকিৎসক হয়ে বসে, তবে (রোগীর মৃত্যু ও রোগ বৃদ্ধির জন্যে) সেই দায়ী। - আবু দাউদ, নাসাই

ব্যাখ্যাঃ কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা বিশেষজ্ঞের প্রত্যায়ন ছাড়াই চিকিৎসার কাজে হাত দেয়া ইসলামী রাষ্ট্রে দন্ডনীয় অপরাধ। কারণ কোনো অনভিজ্ঞ ব্যক্তি চিকিৎসার কাজে হাত দিলে তার দ্বারা রোগীর মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। যে কোনো ব্যাপারেই ইসলাম এরূপ দায়িত্বহীন কাজের বিরোধী।

স্বার্থপরতা

٣٤٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَنْكِحَ اَوْ يَتْرُكَ - (بخارى، مسلم)

(৩৪৬) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ কোনো ব্যক্তি যেনো তার মুসলমান ভাই যেখানে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, সেখানে প্রস্তাব না দেয়, যতোক্ষণ না সে সেখানে বিয়ে করা বা না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। - বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যাঃ কোনো মুসলমান কোনো নারীকে বিয়ের জন্যে প্রস্তাব দিয়েছেন, এমতাবস্থায় অন্য কোনো মুসলমান নিজের জন্যে বা নিজের কোনো ব্যক্তির জন্যে সেখানে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো ঠিক নয় যতোক্ষণ প্রথম প্রস্তাবক কোনো সিদ্ধান্তে পৌছুবেন। এমনি করে দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রেও ইসলাম এ শৃঙ্খলার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে।

সংকীর্ণতা

٣٤٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ فَاِذَا اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِىٍّ فَلْيَتْبَعْ -

(৩৪৭) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ স্বচ্ছল ব্যক্তি কর্তৃক (কারো অধিকার বা ঋণ) পরিশোধ করতে ঢিলেমী করা যুলুম। তোমাদের কাউকে স্বচ্ছল ব্যক্তিদের থেকে অধিকার আদায়ের দায়িত্বে নিয়োগ করা হলে সে যেনো সে দায়িত্ব পালন করে। - বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যাঃ সমাজে এমন কিছু ধনী লোক আছে যারা অত্যন্ত কৃপণ ও অর্থ গৃধনু অপরের কাছে কিছু পাওনা থাকলে তারা গলা চেপে ধরে আদায় করে নেয়। কিন্তু তাদের কাছে কেউ কিছু পাওনা হলে তা পরিশোধ করতে তাদের বড় কষ্ট হয় এবং তা পরিশোধ করতে তারা গড়িমসি করে। তাই হাদীসে বলা হয়েছে এসব ধনী লোকদের উপর যাদের প্রভাব আছে তারা যেনো এদের থেকে অপরের পাওনা আদায় করে দেওয়ার ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করে।

অকৃতজ্ঞতা

٣٤٨- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيَةِ مَرَّ بِىَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا فِىْ جَوَارٍ اَتْرَابٍ لِّىْ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَقَالَ اِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنْعِمِيْنَ قَالَ لَعَلَّ اِحْدَاكُنَّ تَطُوْلُ اَيْمَتُهَا مِنْ اَبَوَيْهَا ثُمَّ يَرْزُقُهَا اللّٰهُ زَوْجًا وَيَرْزُقُهَا مِنْهُ وَلَدًا فَتَغْضَبُ الْغَضْبَةَ فَتَكْفُرُ فَتَقُوْلُ مَا رَاَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ - (الادب المفرد)

(৩৪৮) আসমা (রা) বিনতে ইয়াযীদ আনসারিয়া থেকে বর্ণিতঃ নবী করীম (স) একবার আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আমি আমার সখীদের সাথে ছিলাম। তিনি আমাদের সালাম করে বললেনঃ দাতা ও সহানুভূতিশীলদের অকৃতজ্ঞতা ও অমর্যাদা থেকে আত্মরক্ষা করো। তোমাদের একেকজন দীর্ঘদিন বাপ-মায়ের ঘরে অবিবাহিতা বসে থাকো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদেরকে স্বামীর মতো নেয়ামত দানে ভূষিত করেন। সন্তানাদি দান করেন। (তোমাদের প্রতি এতো সব সহানুভূতি সত্ত্বেও) স্বামীর দ্বারা কখনো সামান্য একটু আঘাত পেলেই সম্পূর্ণ অকৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা বলে বসোঃ তোমার থেকে আমি কখনো ভালো ব্যবহার পাইনি। - আদাবুল মুফরাদ

শিক্ষাঃ এ হাদীসটি থেকে কয়েকটি শিক্ষা পাওয়া যায়ঃ

১. একাধিক মহিলার সমাবেশে অমুহরেম পুরুষ তাদের সালাম দিতে পারে (যদি অপবাদের আশংকা না থাকে)।

২. নারীরা সাধারণতঃ অকৃতজ্ঞ স্বভাবের হয়ে থাকে। দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তির জন্যে তাদেরকে এ ত্রুটি থেকে মুক্ত হবার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। কেবল স্বামীর ত্রুটির প্রতি নজর দিলেই চলবেনা বরঞ্চ তার উপকার ও সহানুভূতির দিকেও নজর রাখতে হবে এবং সেগুলোর কদর করতে হবে। তবেই পারিবারিক কলহ্ দেখা দেবার আশংকা থাকবেনা এবং স্ত্রীর দ্বারা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাওয়ারও ভয় থাকবেনা।

কৃত্রিমতা

٣٤٩ - عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اِنَّ لِىْ ضَرَّةً فَهَلْ لِىْ جُنَاحٌ اِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ
زَوْجِىْ غَيْرَ الَّذِىْ يُعْطِيْنِىْ فَقَالَ الْمُتَشَبِّعُ بِمَالَمْ يُعْطَ
كَلَابِسِ ثَوْبَىْ زُوْرٍ - (بخارى ، مسلم)

(৩৪৯) আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক মহিলা রাসূলে খোদা (স) এর নিকট এসে আরয করলোঃ ওগো আল্লাহর রাসূল! আমার একজন সতীন আছে। স্বামী আমাকে যা কিছু দিয়ে থাকেন তার চাইতে অধিক পেয়েছি বলে সতীনের কাছে প্রকাশ করলে কি আমার গুনাহ্ হবে? তিনি বললেনঃ যে বাস্তব অবস্থার চাইতে অধিক সুখ প্রদর্শন করে সে ঐ ব্যক্তির মতো যে মিথ্যার পোষাক পরিধান করেছে। - বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যাঃ নিজের বাস্তব অবস্থা ও পজিশনের উপর রং লেপন করে তা আরো বড় ও বেশী করে কৃত্রিমভাবে পেশ করাও এক প্রকার মিথ্যা। প্রত্যেক মুসলমানকেই এরূপ মিথ্যা থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত।

পরানুকরণ

٣٥٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ - (ابو داؤد)

(৩৫০) আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোনো কওমের তাশাব্বুহ অবলম্বন করলো, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। - আবু দাউদ

ব্যাখ্যাঃ তাশাব্বুহ মানে- সাদৃশ্য ধারণ, অনুকরণ ইত্যাদি। নিষিদ্ধ তাশাব্বুহ দু'প্রকারঃ

১. কোনো মুসলমানের চেহারা-সুরাত ও পোষাক-পরিচ্ছদের কাঠামো এমনভাবে বিকৃত করা যা বাহ্যিকভাবে অমুসলমানদের সাদৃশ্য হয়ে যায়।

২. অমুসলমানদের জাতীয় আদর্শ, সভ্যতা-সংস্কৃতি, প্রথা ও আচার আচরণের অনুসরণ-অনুকরণ।

শিরক ও ব্যক্তি পূজা

٣٥١- عَنْ اَبِى الْهَيَّاجِ الْاَسَدِىِّ قَالَ قَالَ لِىْ عَلِىٌّ اَبْعَثُكَ عَلٰى
مَا بَعَثَنِىْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لَا
تَدَعَ تِمْثَالًا اِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا اِلَّا سَوَّيْتَهُ -

(৩৫১) আবুল হাইয়াজ আসাদী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আলী (রা) বলেছেনঃ আমি তোমাকে এমন একটি কাজে পাঠাচ্ছি, যে কাজে রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে পাঠিয়েছিলেনঃ যেখানেই ছবি বা মূর্তি দেখবে তা ধুলিস্যাৎ করে দেবে এবং যেখানেই কোনো উঁচু কবর দেখবে তা সমতল করে দেবে। - মুসলিম

রাজকীয় জাঁকজমক

٣٥٢- عَنْ قُدَامَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلٰى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ لَيْسَ ضَرْبٌ وَلَا طَرْدٌ وَلَيْسَ قِيْلَ اِلَيْكَ اِلَيْكَ - (مشكوة)

(৩৫২) কুদামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি কোরবানীর দিন নবী করীম (স) কে একটা সাদা উটে চড়ে জুমরায় পাথর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। কোনো শান-শওকত ও জাঁক-জমক সেখানে ছিলনা। কোনো প্রকার (রাজকীয়) হৈ-হুল্লোড়ও ছিলনা। - মিশকাত

ব্যাখ্যাঃ সাধারণতঃ কোনো ক্ষমতাবান ব্যক্তি কোথাও আগমন করলে সাজ-সজ্জা, জাঁক-জমক ও শান-শওকতের অন্ত থাকেনা। চাটুকার ও দেহরক্ষীদের ভীড়ের আধিক্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। কিন্তু রাসূলে করীম (স)-এর যিন্দেগী ছিলো এরূপ আড়ম্বর থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

জাহেলী পদমর্যাদা

٣٥٣- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىْ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّقُوْمَ الْاِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ يَعْنِىْ اَسْفَلَ مِنْهُ - (دار قطنى)

(৩৫৩) আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলে খোদা (স) লোকদের নিচে রেখে ইমাম (নেতা ও সরদার) কে উচ্চাসনে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন। - দারু কুতনী

নেতা পূজা

٣٥٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ تَسْلِيْمُ الْخَاصَّةِ وَفُشُوُّ التِّجَارَةِ حَتّٰى تُعِيْنَ الْمَرْاَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ وَقَطْعُ الْاَرْحَامِ وَفُشُوُّ الْعِلْمِ وَظُهُوْرِ الشَّهَادَةِ بِالزُّوْرِ وَكِتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ-

(৩৫৪) আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ কিয়ামত সংঘটিত হবার পূর্বে (১) কেবল বিশেষ ব্যক্তিদের সালাম করা হবে (সাধারণ মানুষ সালাম পাবেনা।) (২) ব্যবসা-বাণিজ্যের এতো বেশি প্রসার ঘটবে যে, স্ত্রীকে স্বামীর ব্যবসায়ে সাহায্য করতে হবে। (অর্থাৎ অর্থ উপার্জনের লোভ বেড়ে যাবে এবং নারীরাও অর্থ উপার্জনের কাজে আত্মনিয়োগ করবে।) (৩) শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি ঘটবে (কিন্তু সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং আচার আচরণ ও রুচির বিকৃতি ঘটবে।) (৪) সত্য কথা গোপন ও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা হবে সাধারণ ব্যাপার। - আদাবুল মুফরাদ

সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদ

٣٥٥- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اَعْظَمَ النَّاسِ جُرْمًا اِنْسَانٌ شَاعِرٌ يَهْجُوالْقَبِيْلَةَ مِنْ اَسْرِهَا وَرَجُلٌ يَنْفِىْ مِنْ اَبِيْهِ - (الادب المفرد)

(৩৫৫) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ সবচাইতে নিকৃষ্ট মানুষ হচ্ছে- (১) সে কবি (সাহিত্যিক) যে অপর সম্প্রদায় ও জাতির বদনাম ও নিন্দাবাদ করে এবং (২) সে ব্যক্তি যে তার বাপের ঔরসত্বকে অস্বীকার করে। - আদাবুল মুফরাদ

সামাজিক শ্রেণীভেদ

٣٥٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعٰى لَهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءِ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهٗ - (بخارى، مسلم)

(৩৫৬) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ নিকৃষ্টতম ভোজ বা অলীমা হচ্ছে সেটা যাতে গরীবদের বাদ দিয়ে কেবল ধনীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। আর যে ব্যক্তি (বিনা ওযরে) কারো দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে। - বুখারী, মুসলিম

অশ্লীল কাজের ছিদ্রপথ

٢٥٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَاَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَاَةٌ اِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُكْتُتِبْتُ فِيْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَاَتِيْ حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَاَتِكَ -

(৩৫৭) আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ কোনো পুরুষ যেনো কোনো (অমুহ্রেম) নারীর সংগে একা না থাকে এবং কোনো মুহ্রেম পুরুষ সাথে নেয়া ছাড়া যেনো কোনো নারী সফর না করে। এ শুনে এক ব্যক্তি উঠে জিজ্ঞেস করলোঃ হে আল্লাহ্র রাসূল। অমুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্যে আমার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে আর এদিকে আমার স্ত্রী হজ্জে রওয়ানা করেছে (এমতাবস্থায় আমি কোন কাজে অংশ গ্রহণ করবো?) তিনি বললেনঃ যাও তোমার স্ত্রীর সাথে গিয়ে হজ্জ পালন করো। - বুখারী, মুসলিম

শিক্ষাঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, অশ্লীলতার পথ রুদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করা আল্লাহ্র পথে লড়াই করার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য তা আমীর বা নেতার অনুমতি সাপেক্ষে হতে হবে।

٢٥٨ - عَنْ اُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَاَطَقْتُنَّ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِاَنْفُسِنَا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَايِعْنَا تَعْنِيْ صَافِحْنَا قَالَ اِنَّمَا قَوْلِيْ لِمِائَةِ امْرَاَةٍ كَقَوْلِيْ لِامْرَاَةٍ وَاحِدَةٍ - (مسند احمد)

(৩৫৮) উমাইমা (রা) বিনতে রুকাইকা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি মহিলাদের এক সমাবেশে রাসূলুল্লাহ্ (স) এর নিকট বায়াত গ্রহণ করি। তখন নবী করীম (স) আমাদের উদ্দেশ্যে বলছিলেনঃ আমি তোমাদের থেকে সে সব বিষয়ের বায়াত গ্রহণ করছি, যা তোমরা করতে পারবে। আমি বললামঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল আমাদের নিজেদের চাইতে আমাদের প্রতি অধিক অনুগ্রহশীল। আমি আরো বললামঃ ওগো আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের বায়াত গ্রহণ করুন। অর্থাৎ- আমাদের সাথে মুসাফাহা করুন। তিনি বললেনঃ আমার একশ' মহিলা থেকে মৌখিক

বায়াত গ্রহণ করা একজন মহিলা থেকে মৌখিক বায়াত গ্রহণ করারই মতো। - মুসনাদে আহমদ

শিক্ষাঃ নবী (স) তাঁর উম্মতের নিকট পিতার চাইতেও অধিক সম্মানার্হ হয়ে থাকেন। তা সত্ত্বেও নবী পর্যন্ত কোনো মহিলার সাথে মুসাফাহা করেননি। সুতরাং সে ক্ষেত্রে কোনো পুরুষের জন্যে কোনো ধর্মীয় কিংবা অন্য কোনো কারণে কোন নারীকে স্পর্শ করা সম্পূর্ণ অবৈধ। কেবল মাত্র জটিল রোগিণীর ক্ষেত্রে (মহিলা ডাক্তারের অভাবে) রোগ চিকিৎসার জন্যে মুহরেম পুরুষের উপস্থিতিতে স্পর্শ করা জায়েয।

٣٥٩- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُوْنَةُ إِذْ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْمَيَا وَإِنْ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ - (ترمذى)

(৩৫৯) উম্মে সালাম (রা) থেকে বর্ণিতঃ একবার তিনি এবং মইমুনা (রা) নবী করীম (স) এর খেদমতে উপস্থিত থাকা অবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম সেখানে উপস্থিত হন। তখন নবী করীম (স) বললেনঃ তার থেকে পর্দা করো। আমি বললামঃ সে তো অন্ধ আমাদের দেখতে পায়না। তিনি (স) বললেনঃ তোমরা দু'জনেও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাওনা? - তিরমিযী

শিক্ষাঃ এ হাদীস থেকে জানা যায়, অন্ধ পুরুষ থেকেও পর্দা করতে হবে, যেহেতু নারীরা তাকে দেখতে পায়। হাদীস থেকে পর্দার গুরুত্বও অনুধাবন করা যায়।

٣٦٠ - عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ - (ترمذى)

(৪৬০) উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ যখন একজন পুরুষ কোনো নারীর নিকট নির্জনে একত্র হয়, তখন তাদের তৃতীয়জন হয় শয়তান। - তিরমিযী

٣٦١- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِيْ إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِيْ إِلَيْهِ يَنْشُرُ سِرَّهَا - (مسلم)

(৩৬১) আবু সায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট স্তরের লোকদের মধ্যে সেও গণ্য

হবে, যে তার স্ত্রীর নিকট গমন করে এবং স্ত্রীও তার নিকট আগমন করে আর সে স্ত্রীর গোপন ব্যাপারসমূহ লোকদের নিকট প্রকাশ করে। - মুসলিম

٣٦٢ - عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِىْ اَنْ اَصْرِفَ بَصَرِىْ -

(৩৬২) জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স) কে (কোনো নারীর প্রতি) হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার নির্দেশ দেন। - সহীহ মুসলিম

٣٦٣ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِيْبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ وَخَفِىَ لَوْنُهُ وَطِيْبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِىَ رِيْحُهُ - (ترمذى)

(৩৬৩) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ পুরুষদের খোশবু পরিবেশ মোহিত ও সুরভিত করবে এবং তার রং থাকবে উহ্য। আর নারীদের খোশবুর রং প্রকাশিত হবে এবং সৌরভ থাকবে উহ্য। - তিরমিযী

অশ্লীলতা

٣٦٤ - عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ اَلْقَائِلُ الْفَاحِشَةَ وَالَّذِىْ يُشِيْعُ بِهَا فِى الْاِثْمِ سَوَاءٌ - (الادب المفرد)

(৩৬৪) আবু তালিবের পুত্র আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ অশ্লীলতা ও লজ্জাহীনতার কথা যে বলে এবং যে তা প্রচার করে উভয়ই সমান গুনাহগার। - আদাবুল মুফরাদ

ভ্রান্ত পরিবেশ

٣٦٥ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ - (بخارى، مسلم)

(৩৬৫) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ প্রতিটি শিশুই প্রকৃতির (ধর্ম ইসলামের) উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান কিংবা অগ্নি উপাসক বানায়। যেমন নাকি চতুষ্পদ জন্তু নিখুঁত চতুষ্পদ জন্ম দেয়। তোমরা কি তাতে কোনো প্রকার খুৎ বা ক্রটি দেখতে পাও? অতঃপর বললেন, আল্লাহর প্রকৃতি ধারণ করো যে প্রকৃতির উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো প্রকার পরিবর্তন হয়না এই হচ্ছে সঠিক ও সুদৃঢ় দ্বীন। - বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি মানুষকেই প্রকৃতির ধর্ম ইসলামের উপর পয়দা করেন। ইসলামী স্বভাব নিয়েই সে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর পিতা-মাতা ও ভ্রান্ত পরিবেশের শিক্ষা ও প্রভাবে সে ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়।

নেতৃত্বের লোভ

٣٦٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْاِمَارَةِ وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ- (بخارى)

(৩৬৬) আবু হুরাইরা (রা) বলেনঃ নবী করীম (স) বলেছেনঃ অচিরেই তোমরা নেতৃত্ব ও ক্ষমতার জন্যে লোভী হয়ে পড়বে। এ জন্যে ক্বিয়ামতের দিন তোমরা লজ্জিত হবে। সুতরাং কতইনা উত্তম সে নারী যে দুধপান করায় আর কতই না নিকৃষ্ট সে নারী যে দুধ ছাড়ায়। - বুখারী

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ- মানুষ যখন ক্ষমতা ও নেতৃত্ব লাভ করে তখন ভারী মজা করে সব লুটেপুটে নেয়। কিন্তু যখন পদচ্যুত হয় কিংবা মৃত্যু হয় তখন সমস্ত সুখের বুকে ছুরিকাঘাত করে নেমে আসে বিষাদ আর বিষাদ।

অপরাধীর জন্যে সুপারিশ

٣٦٧- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ قُرَيْشًا قَدْ اَهَمَّتْهُمْ شَانُ الْمَرْاَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِىْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُّكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا مَنْ يَّجْتَرِئُ عَلَيْهِ اِلَّا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ اُسَامَةُ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ ثُمَّ قَامَ وَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ

الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيْمُ اللّٰهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا - (بخارى، مسلم)

(৩৬৭) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। বনি মাখযুমের এক মহিলা চুরি করায় (তার হাত কাটা যাবে এ কারণে) কুরাইশের লোকেরা বিচলিত হয়ে পড়ে। তারা তার ব্যাপারে রাসূলে করীম (স) এর নিকট সুপারিশ করার পরামর্শ করলো। তারা বললোঃ নবী করীম (স) এর নিকট সুপারিশের জন্যে উসামা ইবনে যায়েদ ব্যতিত আর কে যেতে পারে? কেননা সে রাসূলুল্লাহ্ (স) এর খুবই প্রিয়। সুতরাং উসামা নবী করীম (স) এর নিকট কথাটা উত্থাপন করেন। শুনে রাসূলে খোদা (স) এর মুখমন্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করে। তিনি বলে উঠেনঃ তুমি কি আল্লাহ্র নির্ধারিত দন্ড প্রয়োগের ব্যাপারে সুপারিশ করছো? অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেনঃ তোমাদের পূর্বেকার লোকেরাতো এ জন্যেই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের প্রভাবশালী লোকেরা চুরি করলে তারা তাদের ছেড়ে দিতো আর দুর্বলরা চুরি করলে তার উপর দন্ড প্রয়োগ করতো। কসম আল্লাহ্র মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করতো, আমি তার হাত কেটে দিতাম। - বুখারী, মুসলিম

অন্যায় চুক্তি

٣٦٨ - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عِدَّةٍ مِّنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (ابو داؤد)

(৩৬৮) সাফওয়ান ইবনে সুলাইম সাহাবায়ে কেরামের সন্তানদের নিকট থেকে শুনে বর্ণনা করেন। তারা তাদের পিতাদের সূত্রে রাসূলে খোদা (স) এর এ বাণী শুনতে পেয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ শোনো, যে ব্যক্তি চুক্তি করতে গিয়ে (অপর পক্ষের প্রতি) যুলুম করলো, কিংবা অপর পক্ষকে ঠকাইল, কিংবা তার উপর সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব চাপালো, অথবা তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অধিকার থেকে কিছু গ্রহণ করলো তবে আমি এ মযলুম ব্যক্তির পক্ষে ক্বিয়ামতের দিন উকিল হয়ে বিতর্ক করবো। - আবু দাউদ

মারাত্মক সামাজিক ব্যধি

٣٦٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا ظَهَرَ الْغُلُوْلُ فِىْ قَوْمٍ اِلَّا اَلْقَى اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ وَلَا فَشَا الزِّنَا فِىْ قَوْمٍ اِلَّا كَثُرَ فِيْهِمُ الْمَوْتُ وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا فَشَا فِيْهِمُ الدَّمُ وَلَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ اِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ - (مشكوة)

(৩৬৯) আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে সমাজে খেয়ানত সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, আল্লাহ্ তায়ালা তাদের উপর শত্রু ভয় নামিয়ে দেন। যে সমাজে যিনা ব্যভিচার প্রসার লাভ করে তাদের মৃত্যু হার বেড়ে যায়। যারা ওজন ও পরিমাপে কম দেয় তারা রেযেকের বরকত থেকে বঞ্চিত হয়। যে সমাজে না হক বিচার ফায়সালা হয় তাদের মধ্যে রক্তপাত বৃদ্ধি পায়। আর যারা চুক্তিভংগ করে, তাদের উপর শত্রুকে বিজয়ী করে দেয়া হয়। - মিশকাত

দুনিয়ার প্রতি লোভ

٣٧٠ - عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ الْاُمَمُ اَنْ تَدَاعٰى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْاَكَلَةُ اِلٰى قَصْعَتِهَا قَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِىْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهْنَ قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ -

(৩৭০) সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ খাবার গ্রহণকারীরা যেমন পরস্পরকে খাবার আসনের প্রতি আহ্বান করে, তেমনি করে শত্রু সম্প্রদায়ও অচিরেই (তোমাদের খাবার লোকমার মতো তুচ্ছ জ্ঞান করে) তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। শুনে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলোঃ আমরা সংখ্যায় কম হবার কারণে এমনটি হবে? তিনি (স) বললেনঃ না, বরঞ্চ তোমরা তখন সংখ্যায় হবে অনেক বেশী। কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে তখন শুষ্ক ঘাসের মতো। শত্রুরা তোমাদের দেখে মোটেও ভয় পাবেনা। আর তোমাদের অন্তরে ওয়াহানের রোগ ঢেলে দেয়া হবে। কোনো একজন প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, ওয়াহান কি? তিনি বললেনঃ ওয়াহান হচ্ছে দুনিয়া-প্রেম এবং মৃত্যু-বিতৃষ্ণা।

১৪. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপ

সুসংগঠিত যিন্দেগী

٣٧١- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ ثَلٰثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ -(ابو داؤد)

(৩৭১) আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে খোদা (স) বলেছেন, যখন তিনজন (মুসলমান) একত্রে সফর করবে, তখন তারা যেনো তাদের একজনকে অবশ্যই আমীর (নেতা) বানিয়ে দেয়। -আবু দাউদ

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন, সফরেরও জামায়াতী যিন্দেগীর উপর এতো বেশী গুরুত্ব প্রদান করা থেকে একথা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় যে, মুমিনদের সামাজিক জীবন হতে হবে সুসংগঠিত সুসংঘবদ্ধ। অপর একটি হাদীসে কোনো জংগলেও তিনজন মুসলমান একত্রে বাস করলে তাদের একজনকে আমীর বানিয়ে নিতে বলা হয়েছে। সুতরাং মুসলমানের জীবন হবে সুসংগঠিত দলীয় জীবন।

দলীয় জীবনের গুরুত্ব

٣٧٢- عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا مِنْ ثَلٰثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلَّا قَدِ
اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَأْكُلُ
الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ -(ابو داؤد)

(৩৭২) আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ কোনো জংগল কিংবা জনবসতিতে তিনজন লোকও যদি একত্রে বাস করে অথচ সেখানে যদি নামাযের (জামায়াত) কায়েম না হয়, তবে শয়তান তাদের উপর অবশ্যই প্রভূত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করবে। সুতরাং জামায়াতবদ্ধ হয়ে থাকো। কেননা পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ছাগলকে শৃগাল সহজেই খেয়ে ফেলে। - আবু দাউদ

ব্যাখ্যাঃ বাতিল ও ফাসেকী শক্তির মোকাবেলায় টিকে থাকা এবং তাদের সর্ব প্রকার যুলুম ও আগ্রাসনকে প্রতিহত করার জন্যে সত্যপন্থী খোদাভীরু লোকদের অবশ্যই সুসংগঠিত ও সুসংঘবদ্ধ থাকা উচিত। কুরআন ও সুন্নায় দলীয় জীবনের উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এমনকি তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আল-জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে মুরতাদ হবার সমতূল্য বলা হয়েছে।

٣٧٣ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ اَمِيْرٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرُ وَالصَّلٰوةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، وَالصَّلٰوةُ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ - (ابو داؤد)

(৩৭৩) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ প্রত্যেক আমীরের নেতৃত্বে তোমাদের উপর জেহাদ ওয়াজেব, প্রত্যেক মুসলমানের পিছে নামায পড়া তোমাদের উপর ওয়াজেব, চাই সে সৎ হোক কিংবা অসৎ; এমন কি সে কবিরা গুনাহ্ করলেও। প্রত্যেক মুসলমানের জানাযা পড়া তোমাদের উপর ওয়াজেব, চাই সে সৎ হোক কিংবা অসৎ; এমনকি সে কবিরা গুনাহ্ করে থাকলেও। - আবু দাউদ

ব্যাখ্যাঃ হাদীসটি থেকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা যায়ঃ

১. মুসলমানদের নেতা নৈতিক দিক থেকে যেমনই হোক না কেনো যাবতীয় নেক কাজে তার আনুগত্য করতেই হবে।

২. মুসলমানদের ইমাম বা আমীর নেক হোক কিংবা ফাসেক ফাজের তার পিছে নামায আদায় হয়ে যাবে। এটা সে অবস্থায়ই জায়েয হবে, যখন আগে থেকেই কেউ এ পদে অধিষ্ঠিত থাকে কিংবা যদি কেউ জোর পূর্বক মুসলমানদের ইমাম বা আমীর হয়ে বসে এবং হঠাৎ করে তার স্থলে সৎ লোক নির্বাচন করা সম্ভব না হয়। কিন্তু যখনই মুসলমানরা নিজেদের আমীর বা ইমাম নির্বাচনের সুযোগ পাবে তখনই তাদের দায়িত্ব হবে তাকওয়া ও নৈতিক দিক থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে এ পদে অধিষ্ঠিত করা। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে- اجعلوا ائمتكم خياركم তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিকে তোমাদের নেতা বানাও।

৩. কোনো মুসলমান সে যতোই অসৎ হোক না কেনো তার জানাযা পড়তে হবে। অবশ্য সর্বসাধারণ যাকে অসৎ লোক হিসাবে জানে এবং যে অপরের অধিকার নষ্ট করেছে, সমাজের শিক্ষার জন্যে মুসলমানদের আমীর বা নেতৃস্থানীয় লোকগণ তার

জানাজা থেকে বিরত থাকতে পারেন। হাদীস থেকে জানা যায় রাসূলে করীম (স) এ ধরনের লোকদের জানাযা নিজে পড়তেন না তবে সাহাবাগণকে বলতেনঃ

صلو على صاحبكم তোমরা তোমাদের এ সাথীর জানাযা পড়ো।

৪. এ হাদীসে ইসলামী দল ও সমাজে ভাঙ্গন ও বিচ্ছিন্নতার নীতিকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে।

যে দল ও সরকার ইসলামী আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় কেবল তার সাথেই সম্পর্ক ছিন্ন করা যায়।

সিস্টেমের আনুগত্য

٣٧٤- عَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ قَالَ قُلْنَا اِنَّ اَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُوْنَ عَلَيْنَا اَفَنَكْتُمُ مِنْ اَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُوْنَ قَالَ لَا - (ابو داؤد)

(৩৭৪) বশীর (রা) ইবনে খাসাসীয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলে খোদা (স) কে জিজ্ঞেস করলামঃ যাকাত বিভাগের কর্মচারীরা (যাকাতের উসুলের ব্যাপারে) আমাদের প্রতি বাড়াবাড়ি করে। সুতরাং তারা যে পরিমাণ বাড়াবাড়ি করে আমরা কি সে পরিমাণ সম্পদ গোপন রাখতে পারি? তিনি বললেনঃ 'না'। - আবু দাউদ

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসে ইসলামী নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার অনুগত থাকার গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। ইসলামী সরকারের কোনো বিভাগের কর্মচারীরা বাড়াবাড়ি করলেও কোনো ভ্রান্ত পদক্ষেপ নেয়া যাবেনা। এ ক্ষেত্রে সরকার যালেম কর্মচারীদের দন্ড প্রদান করবেন। আর নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন।

আনুগত্যের সীমা

٣٧٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ - (بخارى، مسلم)

(৩৭৫) আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ মুসলমানের উপর (নেতার) আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য এমন সব ব্যাপারেই যা সে পছন্দ করে আর যা তার অপছন্দ। কিন্তু যদি কোনো নাফরমানী ও গুনাহের কাজের আদেশ করা হয়, তবে তা শুনাও যাবেনা এবং মানাও যাবেনা। - বুখারী, মুসলিম

হারাম চুক্তি ও স্বীকৃতি নিষিদ্ধ

٣٧٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ ِالْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى شُرُوْطِهِمْ اِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا- (ترمذى)

(৩৭৬) উমার ইবনে আউফ মুযাণী নবী করীম (স) থেকে শুনে বর্ণনা করেনঃ মুসলমানরা পরস্পরের মধ্যে চুক্তি ও অঙ্গীকার করতে পারে। তবে এমন চুক্তি ও অঙ্গীকার জায়েয নেই যা হালালকে হারাম করে দেয় এবং হারামকে করে দেয় হালাল। মুসলমানরা তাদের শর্তাবলী পালন করবে। তবে এমন কোনো শর্ত মানা যাবেনা যা হারামকে হালাল করে দেয় আর হালালকে করে দেয় হারাম। - তিরমিযী

নেতা ও রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব

٣٧٧- عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَيُّمَا وَالٍ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَلَمْ يَنْصَحْ لَهُمْ وَلَمْ يَجْهَدْ لَهُمْ لِنُصْحِهٖ وَجُهْدِهٖ لِنَفْسِهٖ كَبَّهُ اللّٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فِى النَّارِ- (المعجم الصغير)

(৩৭৭) মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে খোদা (স) কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোনো বিষয় ও ব্যাপারের দায়িত্বশীল হয়ে বসলো। কিন্তু অতঃপর তাদের খেদমত ও কল্যাণের জন্যে ততোটুকু চেষ্টাও করলনা, যতোটুকু সে নিজের জন্যে করে থাকে। তবে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। - মো'জামুস সগীর

٣٧٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهٖ-

(৩৭৮) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ হে খোদা! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোনো প্রকার দায়িত্বশীল হয়ে তাদেরকে অশান্তি ও দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করলো, তুমি তার উপর দুঃখ-কষ্ট ও সংকীর্ণতা চাপিয়ে দাও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের

দায়িত্বশীল হয়ে তাদের প্রতি ভালবাসা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করে, তুমি তার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করো। - মুসলিম

٣٧٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ اُمَّتِىْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُمْ بِمَا يَحْفَظُ بِهِ نَفْسَهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ - (المعجم الصغير)

(৩৭৯) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ আমার উম্মতের কেউ যদি মুসলমানদের কোনো প্রকার দায়িত্বশীল হয়ে ঠিক সেভাবে তাদের হেফাজত না করে যেভাবে সে নিজের ও নিজ পরিবার-পরিজনের হেফাজত করে, তবে সে জান্নাতের সৌরভ পর্যন্ত পাবেনা। - মু'জামুস-সগীর

٣٨٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَغَشَّهُمْ هُوَ فِى النَّارِ -

(৩৮০) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোনো সামষ্টিক বিষয়ের দায়িত্বশীল হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। - মু'জামুস সগীর

ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব

٣٨١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتٰى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفّٰى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْئَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ قَضَاءً فَاِنْ حُدِّثَ اَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلّٰى وَاِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ قَامَ فَقَالَ اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىَّ قَضَاءُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ - (بخارى، مسلم)

(৩৮১) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলে খোদা (স) এর নীতি ছিলো- যখন কোনো ঋণগ্রস্থ মৃত ব্যক্তিকে (জানাযার জন্যে) উপস্থিত করা হতো, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেনঃ এ ব্যক্তি তার ঋণ পরিশোধের জন্যে কোনো সম্পদ রেখে গেছে কি? যদি রেখে গেছে বলে বলা হতো- তিনি তার জানাযা পড়তেন। অন্যথায় তিনি মুসলমানদের বলতেনঃ তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড়ো। অতঃপর আল্লাহ

তা'য়ালা যখন তাঁকে অনেকগুলো দেশ বিজয়ের সুযোগ দিলেন তখন তিনি বললেনঃ আমি মুমিনদের প্রতি তাদের নিজেদের চেয়েও অধিক দায়িত্বশীল। অতএব মুমিনদের কেউ যদি ঋণগ্রস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর কেউ যদি ধন-সম্পদ রেখে যায়, তবে তা তার ওয়ারিশদের। - বুখারী, মুসলিম

শিক্ষাঃ ইসলামী রাষ্ট্র তার নাগরিকদের মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর দায়িত্বশীল। নাগরিকদের মৌলিক প্রয়োজন হচ্ছেঃ (১) অন্ন, (২) বস্ত্র, (৩) শিক্ষা, (৪) চিকিৎসা ও (৫) বাসস্থান।

নেতৃত্বের গুণাবলী

٣٨٢- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَاُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ كَانُوْا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنْ كَانُوْا فِى السُّنَّةِ سَوَاءٌ فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَّلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ الرَّجُلَ فِىْ سُلْطَانِهٖ وَلَا يَقْعُدُ فِىْ بَيْتِهٖ عَلٰى تَكْرِمَتِهٖ اِلَّا بِاِذْنِهٖ - (مسلم)

(৩৮২) আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ জনগণের ইমাম হবে সে, যে আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে সর্বাধিক ইলম রাখে। এ ব্যাপারে সকলেই সমমানের হলে সে ব্যক্তি অগ্রসর হবে যে সুন্নাত সম্পর্কে সর্বাধিক ইলম রাখে। এ ব্যাপারেও সবাই সমান হলে সে ব্যক্তি অগ্রসর হবে, যে হিজরতের দিক থেকে অগ্রবর্তী। আর এ ব্যাপারেও যদি সকলেই সমান হয়, তবে ইমাম হবে সে যে বয়সে সকলের বড়ো। কোনো ব্যক্তি যেনো অপর কারো প্রভাব প্রতিপত্তির স্থানে ইমামতি না করে এবং অপরের ঘরে তার অনুমতি ছাড়া যেনো তার গদীর উপর না বসে। - মুসলিম

শিক্ষাঃ

১. ইসলামে রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেহেতু দ্বীনের অধীন, সেহেতু ইসলামের রাষ্ট্র প্রধান ও দলীয় নেতার মধ্যেও এসব গুণাবলী বর্তমান থাকা আবশ্যক। এখানে চারটি গুণের কথা বলা হয়েছেঃ

(ক) কুরআনী জ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব

(খ) সুন্নাহর জ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব

(গ) হিজরাত বা দ্বীনের গুরুত্ব পূর্ণ খেদমতে অগ্রবর্তী

(ঘ) বয়স্ক হওয়া।

২. যেখানে যে ব্যক্তির ইমামতি ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত, সেখানে গিয়ে অন্য কোনো ব্যক্তির ইমাম বা নেতা হয়ে বসা অনুচিত। তবে তিনিই যদি অনুমতি দিয়ে দেন, সেটা ভিন্ন কথা।

৩. কারো নির্দিষ্ট আসনে তার অনুমতি ছাড়া বসা অনুচিত।

٣٨٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثَةٌ لَا تَرْفَعُ صَلٰوتُهُمْ فَوْقَ رُؤُسِهِمْ شِبْرًا رَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهٗ كَارِهُوْنَ وَامْرَاَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَاَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ - (ابن ماجه)

(৩৮৩) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ তিন প্রকারের লোক আছে। তাদের নামায তাদের মাথার এক বিঘত উপরেও উঠেনা। অর্থাৎ খোদার দরবারে কবুল হবার মর্যাদা লাভ করেনা। তারা হচ্ছে- (১) এমন ব্যক্তি যে লোকদের ইমাম বা নেতা হয়েছে বটে, কিন্তু লোকেরা তাকে অপছন্দ করে, (২) যে নারী স্বামীর অসন্তুষ্টি নিয়ে রাত্রি যাপন করে, (৩) দুই মুসলমান (ভাই) যারা পরস্পরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। - ইবনে মাজাহ

শিক্ষাঃ এমন ব্যক্তিই মুসলমানদের নেতা ও ইমাম হতে পারে, যার অধীনস্থ লোকেরা সন্তুষ্ট চিত্তে তার আনুগত্য করে। যখনই কোনো ইসলামী নেতা তার প্রতি তার অধীনস্থদেরকে অসন্তুষ্ট বলে অনুভব করবে, তখন তার উচিৎ পদত্যাগ করা।

পদলোভ

٣٨٤- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْئَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا وَاِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا - (بخارى ، مسلم)

(৩৮৪) আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ নেতৃত্ব লাভের জন্যে প্রার্থী হয়োনা। কারণ, তুমি যদি প্রার্থী হয়ে পদ লাভ করো, তবে তোমাকে সে পদের সোপর্দ করে দেয়া হবে। আর না চাওয়ার পরও যদি নেতৃত্ব তোমার হাতে আসে, তবে সে দায়িত্ব পালনে (তোমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে) সাহায্য করা হবে। - বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যাঃ প্রকৃত পক্ষে ইসলামী নেতৃত্বের দায়িত্ব এমন এক কঠিন আমানতদারী যা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারলে, সে পদ লাভের জন্যে আকাঙ্ক্ষী হওয়া কোনো খোদা ভীরু লোকের জন্যে সম্ভব নয়।

তারপরও যদি কোনো ব্যক্তি পদের লোভ করে, তবে সে হয়তো এ বিরাট দায়িত্বের যথার্ত গুরুত্ব অনুধান করতে পারেনি, নয়তো সে পদের আকাঙ্ক্ষী। কিন্তু এ উভয় অবস্থায় ইসলামী নেতৃত্বের জন্যে অযোগ্যতা।

٣٨٥- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَأَلَ وُكِّلَ اِلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ اُكْرِهَ عَلَيْهِ اَنْزَلَ اللّٰهُ مَلَكًا يُسَدِّدُهٗ - (ترمذى، ابن ماجه)

(৩৮৫) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বিচারকের পদ চেয়ে গ্রহণ করে, তাকে তার নফসের নিকট সোপর্দ করে দেয়া হয়। আর যাকে এ পদ গ্রহণে বাধ্য করা হয়, তাকে সঠিক পথে চালানোর জন্যে আল্লাহ্ তা'য়ালা ফেরেশতা নাযিল করেন। - তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

পদপ্রার্থী হবার সীমা

٣٨٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى يَنَالَهٗ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهٗ جَوْرَهٗ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهٗ عَدْلَهٗ فَلَهُ النَّارُ-

(৩৮৬) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিচারকের পদ প্রার্থনা করলো এবং পদ লাভের পর তার ন্যায়বিচার যুলুমের উপর বিজয়ী হলো- সে জান্নাতবাসী হবে। আর যদি ন্যায়বিচারের উপর যুলুম বিজয়ী হয়ে যায় তবে তার জন্যে জাহান্নাম। - আবু দাউদ

ব্যাখ্যাঃ সাধারণ অবস্থায় পদের জন্যে প্রার্থী হওয়া মুসলমানদের জন্যে বৈধ নয়। কিন্তু যদি মুসলমানদের উপর কোন প্রকার বিপর্যয় নেমে আসে তখন কোনো ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণ লোভহীনভাবে একথা মনে করেন যে, তিনি অগ্রসর হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করলে এ সংকটের হাত থেকে মুসলমানদের উদ্ধার করার ভরসা আছে, তখন তা পদলোভের পর্যায়ে পড়বেনা। অবশ্য কোনো ব্যক্তি এ কাজ তখনই করতে পারেন যখন তার চাইতে যোগ্যতর কোনো ব্যক্তি ময়দানে না থাকেন।

রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংশোধনের জন্যে প্রয়োজন গণচরিত্রের পরিশুদ্ধি

٣٨٧- عَنْ يَحْيَى بْنِ هَاشِمٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَكُوْنُوْنَ كَذَالِكَ يُؤَمَّرُ عَلَيْكُمْ - (مشكوة)

(৩৮৭) ইউনুস ইবনে আবু ইসহাক তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ তোমরা যেমন হবে, তোমাদের উপর সে রকম নেতা ও শাসকই চেপে বসবে। - মেশকাত

ব্যাখ্যাঃ সাধারণত নেতা ও শাসকরা সমাজের ক্রীম হয়ে থাকে। সুতরাং সমাজের সাধারণ মানুষ যদি খারাপ চরিত্রের হয়, তবে সে সমাজের বিশেষ ব্যক্তিরা সুচরিত্রের হতে পারেনা।

সৎ নেতৃত্ব ও পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত

٣٨٨- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ اُمَرَائُكُمْ خِيَارُكُمْ وَاَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَائَكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، وَاِذَا كَانَ اُمَرَائُكُمْ شِرَارَكُمْ وَاَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَائَكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ اِلٰى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا- (ترمذى)

(৩৮৮) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ তোমাদের নেতা ও শাসকরা যখন (চরিত্র ও আচরণের দিক থেকে) উত্তম লোক হবে; তোমাদের (সমাজের) স্বচ্ছল ও ধনী লোকেরা যখন দানশীল হবে এবং তোমাদের সামগ্রিক কাজকর্ম যখন পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হবে, তখন নিশ্চয় তোমাদের জন্যে অর্থাৎ মুসলমানদের জন্যে পৃথিবীর উপরিভাগ (অর্থাৎ এ জীবন) নিম্ন ভাগ (অর্থাৎ মৃত্যু) থেকে উত্তম। আর যখন তোমাদের শাসকেরা হবে দুষ্ট ও অসৎ চরিত্রের লোক; ধনীরা হবে কৃপণ এবং তোমাদের সামগ্রিক কাজকর্মের দায়িত্ব নারীদের হাতে সোপর্দ করা হবে তখন মযীনের নিম্ন ভাগ তোমাদের জন্যে উপরিভাগ থেকে উত্তম হবে। - তিরমিযী

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসে মুসলমান সমাজের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ তিনটি জিনিস বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কোনো মুসলিম সমাজে এ তিনটি জিনিস যথাযথভাবে বর্তমান থাকলে সমাজে শান্তি, কল্যাণ ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। সে তিনটি জিনিস হচ্ছেঃ

১. খোদাভীরু নেতৃত্ব ও সরকার।

২. দানশীল ও গরীবের বন্ধু ধনীলোক এবং

৩. সর্বপ্রকার সামষ্টিক ও জাতীয় বিষয় পরামর্শ ও গণমত ভিত্তিক হওয়া।

হাদীসে আরো তিনটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো জাতির ধ্বংসের জন্যে এ তিনটি জিনিসই যথেষ্ট। সেগুলো হচ্ছেঃ

১. অসৎ ও দুষ্ট প্রকৃতির শাসক।

২. স্বচ্ছল ও ধনী লোকদের মধ্যে কৃপণতা ও অর্থলোলুপতা এবং

৩. নারীদের নেতৃত্ব।

হাদীস থেকে আরো একটি বিষয় জানা যায়। তা হচ্ছে- যে জাতি পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেয়না তাদের উপর অভিশাপ স্বরূপ নারীর নেতৃত্ব চেপে বসে।

বিচারকের গুণাবলী

٣٨٩- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْقُضَاةُ ثَلٰثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَاَمَّا الَّذِىْ فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضٰى بِهٖ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضٰى لِلنَّاسِ عَلٰى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ - (ابو داؤد ، ابن ماجه)

(৩৮৯) বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ বিচারক তিন প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার মাত্র জান্নাতে যাবে, আর দু' প্রকার যাবে জাহান্নামে। যে বিচারক বেহেশতে যাবে, সে হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে সত্যকে জানতে পেরেছে এবং সে অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করেছে। যে ব্যক্তি সত্য অবগত হয়েও অবিচার এবং যুলুম করেছে, সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতাসহ জনগণের বিচার ফয়সালা করেছে- সেও জাহান্নামে যাবে। - আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

শিক্ষাঃ ইসলামী হুকুমাতের বিচারকের মধ্যে দুটি শর্ত পেতে হবেঃ

১. আইন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান।

২. ন্যায় বিচার।

٣٩٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ -

(৩৯০) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেন, যাকে লোকদের বিচারক বানানো হলো, তাকে ছুরি ছাড়াই যবাই করে দেয়া হলো। - আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ ইসলামে বিচারকের দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব। সে যদি অন্যায় বিচার করে তবে ময়দানে হাশরে পাকড়াও হবে। আর যদি ন্যায়বিচার করে, তবে প্রভাবশালী দোষী ব্যক্তির দুশমনীর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে।

আইনের চোখে সকলেই সমান

٣٩١ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقِيْمُوْا حُدُوْدَ اللّٰهِ فِى الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ - (ابن ماجه)

(৩৯১) উবাদাহ্ ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকলের উপর (সমান ভাবে) খোদার দন্ড জারী করো। আর খোদার ব্যাপারে যেনো কোনো উৎপীড়কের উৎপীড়ন তোমাদের রুখতে না পারে। - ইবনে মাজাহ্

٣٩٢ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى بَيْتِهَا فَدَعَى وَصِيْفَةً لَهُ اَوْلَهَا فَاَبْطَأَتْ فَاسْتَبَانَ الْغَضَبُ فِى وَجْهِهِ فَقَامَتْ أُمُّ سَلَمَةَ اِلَى الْحِجَابِ فَوَجَدَتِ الْوَصِيْفَةَ تَلْعَبُ وَمَعَهُ سِوَاكٌ فَقَالَ لَوْلَا خَشْيَةُ الْقَوَدِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَاَوْجَعْتُكِ بِهٰذَا السِّوَاكِ - (ادب المفرد)

(৩৯২) উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদিন নবী করীম (স) তাঁর ঘরে ছিলেন। তিনি একজন পরিচারিকাকে ডাকলেন। সে আসতে দেরি করলো। এতে তাঁর মুখমন্ডল রাগে রক্ত বর্ণ ধারণ করে। উম্মে সালামা উঠে এসে পর্দার নিকট দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন- পরিচারিকাটি খেলায় মত্ত। তখন নবী করীম (স) এর হাতে ছিলো একটি মেসওয়াক। তিনি ওকে ডেকে বললেনঃ কেয়ামতের দিন যদি কেসাসের আশংকা না থাকতো তবে এ মেসওয়াক দিয়ে তোকে শাস্তি দিতাম। - আদাবুল মুফরাদ

আইনগত মার্জনার সীমা

٣٩٣ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقِيْلُوْا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ اِلَّا الْحُدُوْدَ -

(৩৯৩) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ মর্যাদাবান লোকদের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে দাও। তবে

সাবধান! আল্লাহর নির্ধারিত দন্ড কোনো অবস্থাতেই মাফ বা মওকুফ করা যাবেনা। - আবু দাউদ

ব্যাখ্যাঃ এখানে মর্যাদা বলতে সে মর্যাদা বুঝানো হয়েছে যা ইসলামী সমাজে ইলম, তাকওয়া ও দ্বীনী খেদমতের প্রেক্ষিতে কেউ লাভ করে থাকেন। এ ধরনের কোনো ব্যক্তির কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে ক্ষমা করে দেয়াই ভালো। যেমন নবী করীম (স) বদরী সাহাবা হাতেব ইবনে আবু বালতার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধি ভংগের পর নবী করীম (স) মক্কা আক্রমণের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, সে খবর জানিয়ে হাতেব (রা) গোপনে মক্কায় পত্র লিখেন। কিন্তু সে পত্র ধরা পড়ার পর নবী করীম (স) তাঁর দ্বীনী খেদমত, হিজরত ও ত্যাগ তিতিক্ষার কথা চিন্তা করে তাকে ক্ষমা করে দেন।

বিচারের নিয়ম পদ্ধতি

٣٩٤ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زُبَيْرٍ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ -

(৩৯৪) আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) নির্দেশ দিয়েছেনঃ বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষকেই বিচারকের সামনে এনে (একত্রে) বসাতে হবে। - মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ

ব্যাখ্যাঃ বিচারকের সামনে অবশ্যই উভয় পক্ষকে হাযির হতে হবে। যিনি যত বড় প্রভাবশালী ও সম্পদশালীই হোন না কেনো, বিচার ফায়সালার সময় তাকে হাযির হতেই হবে।

٣٩٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعٰى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَاَمْوَالَهُمْ وَلٰكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ -

(৩৯৫) আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ যদি লোকদের দাবী অনুযায়ী ফয়সালা করা হয়, তবে প্রতিটি মানুষের জান ও মালের দাবীদার পাওয়া যাবে (এবং এমন কেউ থাকবে না যার জান ও মাল নিরাপদ থাকবে)। সে জন্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির হলফ করার অধিকার থাকবে। - মুসলিম

ব্যাখ্যাঃ অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, বাদী তার দাবীর পক্ষেই সাক্ষ্য পেশ করবে। যদি সে সাক্ষ্য পেশ করতে ব্যর্থ হয়, তবে এ হাদীসের আলোকে বিবাদী হলফ করে অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে।

٣٩٦- عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و
سلم إدرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان
له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام يخطئ في العفو
خير من أن يخطئ في العقوبة - (ترمذي)

(৩৯৬) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ শরয়ী দন্ড কার্যকর করার ব্যাপারে যতোটা সম্ভব রেহাই দেয়ার পথ খুঁজবে। যদি রেহাইর কোনো পথ পেয়ে যাও, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির পথ পরিষ্কার করে দাও। আমীরের পক্ষে ভুলবশতঃ বেকসুর ব্যক্তিকে দন্ড দেয়ার চাইতে ভুলবশতঃ অপরাধীর দন্ড মওকুফ করা উত্তম। - তিরমিযী

আদর্শ সামরিক চরিত্র

٣٩٧- عن أنس رض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا
شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا
غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا فإن الله يحب المحسنين.

(৩৯৭) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ (শত্রুদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে) আল্লাহর নাম নিয়ে, আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করে এবং আল্লাহর রাসূলের মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বের হয়ে পড়ো। কিন্তু অক্ষম, বৃদ্ধ, ছোট শিশু এবং নারীদের উপর হাত উঠাবেনা। গণীমতের মাল এক জায়গায় একত্র করবে। সততা ও সহানুভূতির পথ অবলম্বন করবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সহানুভূতিশীলদের ভালবাসেন।

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসে সামরিক অভিযানের বুনিয়াদী নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসবে, কেবল তাদের উপরই হাত উঠাবে। বৃদ্ধ, শিশু ও নারীদের উপর হাত উঠানো যাবেনা।

ইসলামের আন্তর্জাতিক নীতি

٣٩٨- عن سليم بن عامر قال كان بين معاوية وبين
الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى
العهد أغار عليهم فجاء رجل على فرس وهو يقول الله
أكبر، الله أكبر وفاء ولا غدر فنظر فإذا هو عمرو بن

عَبَسَةَ فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحِلَّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتّٰى يَمْضِيَ اَمَدُهُ اَوْ يَنْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ-

(৩৯৮) সলীম ইবনে আমের থেকে বর্ণিত। মুয়াবিয়া (রা) এবং রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে (যুদ্ধ না করার) চুক্তি হয়েছিলো। চুক্তির মেয়াদ শেষ না হতেই মুয়াবিয়া তাঁর বাহিনী নিয়ে রোম সীমান্তের দিকে রওয়ানা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো চুক্তির মেয়াদ শেষ হতেই তিনি তাদের ধাওয়া করবেন। পথিমধ্যে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো এক ঘোরসওয়ার। তিনি বলছিলেনঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, চুক্তি রক্ষা করো, চুক্তি ভংগ করোনা। তাঁর দিকে তাকাতেই মুয়াবিয়া দেখলেন, তিনি আমর ইবনে আবাসা (রা)। মুয়াবিয়া বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেনঃ আমি রাসূলে খোদা (স) কে বলতে শুনেছিঃ যার সাথে কোনো কওমের চুক্তি হয়, তার পক্ষে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে তাতে কোনো পরিবর্তন সাধন করা বৈধ নয়। তার পক্ষে এটাও বৈধ নয় যে, সে চুক্তি শত্রুর মুখে নিক্ষেপ করবে। হাদীস শুনে মুয়াবিয়া তাঁর ফৌজ নিয়ে ফিরে এলেন।

শিক্ষাঃ

১. কোনো ইসলামী দেশ কোনো শত্রু পক্ষের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকলে চুক্তির শর্তসমূহ অক্ষুণ্ন থাকা অবস্থায় মেয়াদ শেষ হবার সাথে সাথে শত্রু পক্ষকে প্রস্তুতির অবকাশ না দিয়ে তাদের উপর আকস্মিক আক্রমণ করা বৈধ নয়।

২. এ হাদীস থেকে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের আনুগত্যের উত্তম নমুনা পাওয়া যায়। হযরত মুয়াবিয়া (রা) বিশ্বস্ত সূত্রে রাসূলে খোদার বাণী জানতে পারার সাথে সাথে তাঁর ভুল সংশোধন করে নেন।

৩. এ হাদীসে সাহাবায়ে কেরামের সত্য ভাষণের উত্তম নিদর্শন রয়েছে। মুয়াবিয়ার মতো প্রতাপশালী শাসকের দোর্দন্ড পদক্ষেপের সামনে আমর ইবনে আবাসা (রা) রাসূলে খোদার বাণী শুনিয়ে দিতে কোনো প্রকার দ্বিধা করেননি।

ধর্ম ও রাজনীতি

٣٩٩- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا الْعَطَاءَ مَادَامَ عَطَاءً فَإِذَا صَارَ رِشْوَةً عَلَى الدِّيْنِ فَلَا تَأْخُذُوْهُ وَلَسْتُمْ بِتَارِكِيْهِ يَمْنَعُكُمُ الْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ

أَلَا إِنَّ رَحَى الْإِسْلَامِ دَائِرَةٌ فَدُوْرُوْا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ
أَلَا إِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ لَيَفْتَرِقَانِ فَلَا تُفَارِقُوْا الْكِتَابَ أَلَا
إِنَّهُ سَيَكُوْنُ أُمَرَاءُ يَقْضُوْنَ لَكُمْ فَإِنْ أَطَعْتُمُوْهُمْ يُضِلُّوْكُمْ
وَإِنْ عَصَيْتُمُوْهُمْ قَتَلُوْكُمْ . قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نَصْنَعُ
قَالَ كَمَا صَنَعَ أَصْحَابُ عِيْسٰى نُشِرُوْا بِالْمِنْشَارِ وَحُمِلُوْا
عَلَى الْخَشَبِ مَوْتٌ فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ حَيَاةٍ فِيْ
مَعْصِيَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ . (المعجم الصغير)

(৩৯৯) মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স) বলেছেনঃ দান-উপঢৌকন গ্রহণ করতে পারো, যতোক্ষণ পর্যন্ত তা দান-উপঢৌকন থাকে। কিন্তু তা যদি দ্বীনের ব্যাপারে ঘুষের পর্যায়ে পড়ে, তবে তা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারবেনা। সম্ভবত, তোমরা তা পরিত্যাগ করতে পারবেনা। দারিদ্র ও অনশন তা গ্রহণ করতে তোমাদের বাধ্য করবে। তবে জেনে রাখো, ইসলামের চাকা প্রতিনিয়ত ঘুরেই চলছে। সাবধান! তোমরা কুরআনের সংগে থাকবে। সাবধান! কুরআন ও শাসন ক্ষমতা অচিরেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তোমরা কিন্তু আল্লাহ্‌র কিতাবের সংগ ত্যাগ করবেনা। সাবধান! অচিরেই এমন সব লোক তোমাদের শাসক হয়ে বসবে, যারা তোমাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত ফায়সালা করবে। তখন তোমরা যদি তাদের আনুগত্য করো, তবে তারা তোমাদের গোমরাহ্‌ করে ছাড়বে। আর যদি তাদের অমান্য করো, তবে তারা তোমাদের হত্যা করবে। (হাদীস বর্ণনাকারী একথা শুনে রাসূলের খোদা (স) কে প্রশ্ন করলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল। তখন আমরা কি করবো? তিনি বললেনঃ তোমরা তখন তাই করবে, যা করেছিলো ঈসার (আ) সংগী-সাথীরা। তাদেরকে করাত দিয়ে চিরে ফেলা হয়েছিলো এবং শুলীবিদ্ধ করা হয়েছিলো। খোদার নাফরমানী করে বেঁচে থাকার চাইতে খোদার অনুগত থেকে জীবন দান করা উত্তম। - আল মু'জামুস সগীর

শিক্ষাঃ এ হাদীস থেকে কয়েকটি শিক্ষা পাওয়া যায়ঃ

১. পরস্পরকে হাদীয়া তোহ্‌ফা, উপহার উপঢৌকন প্রদান করা খুবই উত্তম জিনিস। এ জন্যে হাদীসে উৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু সরকারী কর্মকর্তা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের উপহার উপঢৌকন প্রদান করা দ্বারা অপরাধের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। তা নিঃস্বার্থে উপহার হয়না। হয় ঘুষ।

২. মুসলমানদের রাজনীতি হবে তাদের দ্বীনের অধীন। রাজনীতি ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেনা।

৩. রাষ্ট্রীয় অবস্থা যাই হোক না কেনো, মুমিনদের দায়িত্ব হলো কুরআনকে আঁকড়ে ধরে থাকা।

৪. খোদার নাফরমানীর যিন্দেগীর চেয়ে খোদার পথে জীবন দেয়া উত্তম।

٤٠٠ - عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِىْ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ ثَلاَثًا، قُلْنَا لِمَنْ، قَالَ لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ - (مسلم)

(৪০০) তামীম দারী থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ দ্বীন হচ্ছে কল্যাণ কামনা। তিনবার বললেন এ কথা তিনি। আমরা জিজ্ঞেস করলামঃ কার জন্যে? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্‌র জন্যে, তাঁর কিতাবের জন্যে, তার রাসূলের জন্যে মুসলমানদের ইমাম ও নেতৃবৃন্দের জন্যে এবং সকল মুসলমানের জন্যে। - সহীহ্ মুসলিম

ব্যাখ্যাঃ হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক) আল্লাহ্‌র জন্যে ক্ষমতা ও অধিকার অর্থ মানুষ আল্লাহ্‌র সাথে আন্তরিক সম্পর্ক ও অকৃত্রিম ভালবাসা পোষণ করবে। এতে কোনো প্রকার কৃত্রিমতার স্থান দেবেনা।

এ নিষ্ঠা ও অকৃত্রিমতার দাবী হচ্ছে এ যে, খোদার জান সিফাত ক্ষমতা ও অধিকার প্রভৃতি কোনো একটি দিক দিয়ে বান্দাহ্ খোদার সাথে কাউকেও শরীক করবেনা। আর এর দ্বারা মানুষ নিজেরই কল্যাণ করবে।

খ) আল্লাহ্‌র কিতাবের কল্যাণ কামনার অর্থ হচ্ছে, মানুষ-

১. বিশুদ্ধভাবে, থেমে থেমে সঠিকভাবে কুরআন তেলাওয়াত করবে।

২. কুরআনের বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয় নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করবে।

৩. কুরআনের বিধানকে যথাযথ কার্যকর করবে।

গ) রাসূলের জন্যে কল্যাণ কামনার অর্থ হচ্ছেঃ তাঁর আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত ও তরতাজা করা। তার আদর্শকে সমাজে বিজয়ী করা এবং তাঁর নেতৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

ঘ) মুসলমান নেতৃবৃন্দের কল্যাণ কামনার অর্থ হচ্ছেঃ তারা সঠিক কাজ করলে তাদের সহযোগিতা করা। অন্যায় করলে তাদেরকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করা, সমালোচনা করা। এ জন্যে নির্যাতনও ভোগ করতে হতে পারে।

(ঙ) মুসলমান জনগণের কল্যাণ কামনার অর্থ হচ্ছেঃ

১. তারা যদি হেদায়াতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে থাকে, তবে হিকমাত ও মাওয়ায়েবে হাসানার মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক পথের দিকে আহ্বান করা এবং তাদের সত্যানুভূতি জাগ্রত করে তোলা।

২. তারা মূর্খ হলে তাদের নিকট দ্বীনের যথার্থ জ্ঞান প্রচার করা এবং ঘরে ঘরে দ্বীনের আলো পৌঁছে দেয়া।

৩. তারা অসুস্থ হলে তাদের সেবা করা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এমন ব্যবস্থা করা

যেনো কেউ বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু মুখে পতিত না হয়।

৪. কোনো মুসলমান বিপদগ্রস্থ হলে কিংবা অত্যাচারিত, নির্যাতিত হলে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে তার সাহায্য করা।

৫. কোনো মুসলমান ইন্তেকাল করলে তার কাফন, দাফন ও জানাযার ব্যবস্থা করা এবং তার আত্মীয়-স্বজনকে সান্ত্বনা প্রদান করা।

এটি একটি ছোট হাদীস বটে, কিন্তু এতে দ্বীন ইসলামের সারাংশ বলে দেয়া হয়েছে।

এন্তেখাবে হাদীস

সংযোজন

মওলানা আবদুস শহীদ নাসিম

১৫. সংযোজনঃ বিবিধ

গোপন আন্দোলনে হিকমাত

٤٠١- عَنْ اَبِيْ جَمْرَةَ قَالَ قَالَ لَنَا اِبْنُ عَبَّاسٍ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاِسْلَامِ
اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قُلْنَا بَلٰى قَالَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ كُنْتُ رَجُلًا مِّنْ غِفَارٍ
فَبَلَغَنَا اَنَّ رَجُلًا قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةَ يَزْعَمُ اَنَّهُ نَبِيٌّ فَقُلْتُ
لِاَخِيْ اِنْطَلِقْ اِلٰى هٰذَا الرَّجُلِ وَكَلِّمْهُ وَاْتِنِيْ بِخَبَرِهٖ
فَانْطَلَقَ فَلَقِيَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَقُلْتُ مَا عِنْدَكَ فَقَالَ وَاللّٰهِ
لَقَدْ رَاَيْتُ رَجُلًا يَاْمُرُ بِالْخَيْرِ وَيَنْهٰى عَنِ الشَّرِّ فَقُلْتُ
لَهُ لَمْ تَشْفِنِيْ مِنَ الْخَبَرِ. فَاَخَذْتُ جِرَابًا وَعَصًا ثُمَّ
اَقْبَلْتُ اِلٰى مَكَّةَ فَجَعَلْتُ لَا اَعْرِفُهُ وَاَكْرَهُ اَنْ اَسْاَلَ
عَنْهُ وَاَشْرَبُ مِنْ مَّاءِ زَمْزَمَ وَاَكُوْنُ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ
فَمَرَّ بِيْ عَلِيٌّ فَقَالَ كَاَنَّ الرَّجُلَ غَرِيْبٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ
فَانْطَلِقْ اِلَى الْمَنْزِلِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ لَا يَسْاَلُنِيْ عَنْ
شَيْءٍ وَّلَا اُخْبِرُهُ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ غَدَوْتُ اِلَى الْمَسْجِدِ
لِاَسْاَلَ عَنْهُ وَلَيْسَ اَحَدٌ يُّخْبِرُنِيْ عَنْهُ بِشَيْءٍ قَالَ فَمَرَّ
بِيْ عَلِيٌّ فَقَالَ اَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ مَنْزِلَهُ بَعْدُ قَالَ قُلْتُ لَا
قَالَ فَانْطَلِقْ مَعِيْ قَالَ فَقَالَ مَا اَمْرُكَ وَمَا اَقْدَمَكَ هٰذِهِ
الْبَلْدَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ اِنْ كَتَمْتَ عَلَيَّ اَخْبَرْتُكَ قَالَ
فَاِنِّيْ اَفْعَلُ قَالَ قُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا اَنَّهُ قَدْ خَرَجَ هٰهُنَا رَجُلٌ
يَّزْعَمُ اَنَّهُ نَبِيٌّ فَاَرْسَلْتُ اَخِيْ لِيُكَلِّمَهُ فَرَجَعَ وَلَمْ
يَشْفِنِيْ مِنَ الْخَبَرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَلْقَاهُ فَقَالَ لَهُ اَمَا اَنَّكَ
قَدْ رَشَدْتَّ هٰذَا وَجْهِيْ اِلَيْهِ فَاتَّبِعْنِيْ اُدْخُلْ حَيْثُ
اَدْخُلُ فَاِنِّيْ اِنْ رَاَيْتُ اَحَدًا اَخَافُهُ عَلَيْكَ قُمْتُ اِلَى
الْحَائِطِ كَاَنِّيْ اُصْلِحُ نَعْلِيْ وَامْضِ اَنْتَ فَمَضٰى
وَمَضَيْتُ مَعَهُ حَتّٰى دَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَى النَّبِيِّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ اَعْرِضْ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ فَعَرَضَهُ فَاَسْلَمْتُ مَكَانِي فَقَالَ لِي يَا اَبَا ذَرٍّ اُكْتُمْ هٰذَا الْاَمْرَ وَارْجِعْ اِلَى بَلَدِكَ فَاِذَا بَلَغَكَ ظُهُوْرُنَا فَاَقْبِلْ - (بخارى)

(৪০১) আবু জামরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা ইবনে আব্বাস আমাদের জিজ্ঞেস করলেনঃ আমি কি তোমাদেরকে আবুযর-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা অবহিত করবো? আমরা বললামঃ হাঁ, অবশ্যই। তখন তিনি বললেন, আবুযর বলেছেনঃ আমি ছিলাম গিফার গোত্রের লোক। আমাদের ওখানে একথা ছড়িয়ে পড়েছে যে, মক্কায় এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করেন। আমি আমার ভাইকে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বললামঃ যাও তার সংগে আলাপ-আলোচনা করে তার বিস্তারিত খবর নিয়ে এসে আমাকে বলো। সে গিয়ে তাঁর সংগে সাক্ষাত করে ফিরে এলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম কী সংবাদ নিয়ে এলে? সে বললো, আল্লাহ্র কসম! আমি এমন এক ব্যক্তিকে দেখে এসেছি- যিনি সৎ কাজের নির্দেশ করেন এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেন।

আমি তাকে বললামঃ তোমার এ খবরে আমি পরিতৃপ্ত হতে পারলামনা। তারপর এক থলে খাবার ও একটা লাঠি হাতে নিয়ে আমি নিজেই মক্কা অভিমুখে রওয়ানা করলাম। যেহেতু আমি তাঁকে চিনতামনা এবং অত্যাচারের ভয়ে কারো নিকট জিজ্ঞেস করাও সমীচীন মনে করলামনা, তাই আমি যমযমের পানি পান করতে এবং মসজিদে হারামে অবস্থান করতে লাগলাম। একদিন (সন্ধ্যে বেলায়) আলী আমার নিকট দিয়ে যাবার কালে আমার প্রতি ইংগিত করে বললোঃ মনে হচ্ছে লোকটি বিদেশী। আমি বললামঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ তবে আমার বাড়ী চলো। আমি তার সাথে চললাম। পথিমধ্যে তিনিও আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেননা আর আমিও তাকে কিছু বললামনা। ভোর হলে ঐ লোকটি সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে আমি মসজিদুল হারামে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কিন্তু কেউই তাঁর সম্পর্কে আমাকে কিছু জানালনা।

তারপর সেদিনও আলী আমার নিকট দিয়ে যাবার কালে জিজ্ঞেস করলেনঃ লোকটি নিজের আবাস ঠিক করার সময় কি এখনো হয়নি? (অর্থাৎ- লোকটি এখনো থাকার জায়গা খুঁজে পায়নি?) আমি বললামঃ না। তিনি বললেনঃ আমার সাথে চলো। (আমি তাঁর সাথে চললাম)

অতঃপর (যেতে যেতে) তিনি আমাকে বললেনঃ তোমার ব্যাপারটা কী? কী উদ্দেশ্যে এ শহরে এসেছ? আমি বললামঃ আমার কথা যদি আপনি গোপন রাখেন, তবে তা আপনাকে জানাতে পারি। তিনি বললেনঃ তাই করবো। আমি আমার আগমনের উদ্দেশ্য তাকে বর্ণনা করলামঃ আমাদের নিকট খবর পৌছেছে যে, সম্প্রতি এখানে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করেন। আমি তাঁর সাথে আলাপ করে তার বিস্তারিত তথ্য জানার জন্যে আমার ভাইকে পাঠালাম। সে এখান থেকে ফিরে গিয়ে যে সংবাদ দিলো তাতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। তাই আমি নিজেই তাঁর সাথে সাক্ষাত করার মনস্থ করে এখানে আগমন করলাম।

তখন আলী বললেনঃ তুমি সঠিক পথেই চালিত হয়েছ। আমার মুখ তাঁরই দিকে। (অর্থাৎ আমি তাঁর দিকেই অগ্রসর হচ্ছি)। অতএব তুমি আমার অনুসরণ করো। আমি যেখানে প্রবেশ করবো তুমি সেখানে প্রবেশ করবে। আর পথিমধ্যে তোমার জন্যে ক্ষতিকর কোনো ব্যক্তিকে দেখতে পেলে আমি আমার জুতা ঠিক করার ভান করে প্রাচীরের কাছে গিয়ে দাঁড়াবো। তুমি কিন্তু চলতেই থাকবে।

তিনি পথ চলতে থাকলেন। আমিও তাঁর সাথে সেখানে পৌছুলাম। আমি নবী করীম (স)-কে বললামঃ আমার নিকট ইসলাম পেশ করুন। তিনি পরিষ্কার করে আমাকে ইসলাম বুঝিয়ে দিলেন। আমি তখনই ইসলাম কবুল করলাম।

তিনি আমাকে বললেনঃ হে আবুযর! তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা আপাতত গোপন রাখবে। তুমি এখন স্বদেশ ফিরে যাও। তারপর আমাদের বিজয়ের খবর পেলে এসে আমাদের সাথে মিলিত হবে। - বুখারী

শিক্ষণীয়ঃ

১. রাসূলে খোদা (স) নবুওয়াত লাভের পর কয়েক বছর গোপনে দ্বীন প্রচার করেছেন।

২. ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর মক্কাবাসীরা চরম অত্যাচার, নির্যাতন চালাতো।

৩. রাসূলে খোদা (স) এ সময় গোপন স্থানে অবস্থান করতেন।

৪. আর দ্বীনী সহযোগীরা দাওয়াত দানের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত লোকদের খুঁজে বেড়াতেন।

৫. তাঁরা অত্যন্ত হিকমাত ও কৌশলের সাথে কোনো ব্যক্তিকে দাওয়াত দিতেন।

৬. সত্যান্বেষী লোকেরা ইসলামের পরিচয় লাভের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতেন।

٤٠٢ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هَاجَرَ اِلَى الْحَبْشَةِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ
وَتَجَهَّزَ اَبُوْ بَكْرٍ مُهَاجِرًا فَقَالَ النَّبِيُّ (صلى) عَلٰى رِسْلِكَ
فَاِنِّىْ اَرْجُوْ اَنْ يُّؤْذَنَ لِىْ - فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَوَتَرْجُوْهُ بِاَبِىْ وَاُمِّىْ
اَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَحَبَسَ اَبُوْ بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصُحْبَتِهِ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ
وَرَقَ السَّمُرِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ - قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَبَيْنَا
نَحْنُ يَوْمًا جُلُوْسٌ فِىْ بَيْتِنَا فِىْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ فَقَالَ قَائِلٌ
لِاَبِىْ بَكْرٍ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُقْبِلًا مُتَقَنِّعًا فِىْ سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَاْتِيْنَا فِيْهَا قَالَ اَبُوْ
بَكْرٍ فِدًا لَهُ بِاَبِىْ وَاُمِّىْ وَاللّٰهِ اِنْ جَاءَ بِهٖ فِىْ هٰذِهِ السَّاعَةِ
اِلَّا لِاَمْرٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَاْذَنَ فَاُذِنَ
لَهُ فَدَخَلَ - فَقَالَ حِيْنَ دَخَلَ لِاَبِىْ بَكْرٍ اَخْرِجْ مَنْ
عِنْدَكَ قَالَ اِنَّمَا هُمْ اَهْلُكَ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
قَالَ فَاِنِّىْ قَدْ اُذِنَ لِىْ فِى الْخُرُوْجِ - قَالَ فَالصُّحْبَةُ بِاَبِىْ اَنْتَ
وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَخُذْ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَا
رَسُوْلَ اللّٰهِ اِحْدٰى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالثَّمَنِ قَالَتْ فَجَهَّزْنَاهُمَا اَحَثَّ الْجِهَازِ
وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِىْ جِرَابٍ فَقَطَعَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ اَبِىْ
بَكْرٍ قِطْعَةً مِّنْ نِطَاقِهَا فَاَوْكَتْ بِهٖ وَلِذٰلِكَ كَانَتْ
تُسَمَّى ذَاتَ النِّطَاقِ ثُمَّ لَحِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ وَاَبُوْ بَكْرٍ بِغَارٍ فِىْ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ ثَوْرٌ فَمَكَثَا فِيْهِ
ثَلٰثَ لَيَالٍ يَبِيْتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اَبُوْ بَكْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ
شَابٌّ لَقِنٌ ثَقِفٌ فَيَدْخُلُ مِنْ عِنْدِهِمَا سَحَرًا فَيُصْبِحُ
مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ فَلَا يَسْمَعُ اَمْرًا يُكَادَانِ بِهٖ اِلَّا
وَعَاهُ حَتّٰى يَاْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ حِيْنَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ
وَيَرْعٰى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنِ فُهَيْرَةَ مَوْلٰى اَبُوْ بَكْرٍ مِنْحَةً
مِنْ غَنَمٍ فَيُرِيْحُهُ عَلَيْهِمَا حِيْنَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِّنَ
الْعِشَاءِ فَيَبِيْتَانِ فِىْ رِسْلِهَا حَتّٰى يَنْعَقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ
فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ يَفْعَلُ ذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِى
الثَّلٰثِ - (بخارى)

(৪০২) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কিছু সংখ্যক মুসলমান হাবশায় হিজরত করলেন। আবু বকরও হিজরতের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হলেন। তখন নবী করীম (স) তাঁকে বললেনঃ একটু অপেক্ষা করো। কারণ, আমাকেও হিজরতের আদেশ করা হবে বলে আমি আশা করছি। আবু বকর আরয করলেনঃ আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক। আপনিও কি হিজরতের আশা রাখেন? তিনি বললেনঃ হাঁ। অতঃপর আবু বকর নবী করীম (স)-এর সংগী হবার উদ্দেশ্যে থেকে গেলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি নিজের দুটি সোয়ারী জন্তুকে চার মাস যাবত সামুর পাতা খাওয়াতে থাকলেন। উরওয়া বলেন, আয়েশা বলেছেনঃ একদিন ঠিক দুপুরে আমরা আমাদের ঘরে বসা ছিলাম এমনি সময় এক ব্যক্তি আবু বকরকে ডেকে বললেনঃ এই যে, রাসূলুল্লাহ (স) মুখমন্ডল আবৃত করে তাশরীফ এনেছেন। তিনি এমন সময় আগমন করেছেন, যে সময় সচরাচর আগমন করেননা। আবু বকর বললেনঃ তাঁর প্রতি আমার মা-বাপ কুরবান হোক। আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই তিনি কোনো বিরাট কাজে এসেছেন। এ সময় নবী করীম (স) এসে পৌঁছুলেন এবং ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। অনুমতি দেওয়া হলো। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। ঘরে এসে তিনি আবু বকরকে বললেনঃ তোমার নিকট যারা আছে, সবাইকে সরিয়ে দাও। আবু বকর বললেনঃ আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক! হে আল্লাহর রাসূল! এরা তো আপনারই পরিবার। তখন রাসূলে করীম (স) বললেনঃ আমাকেও হিজরতের আদেশ দেয়া হয়েছে। আবু বকর বললেনঃ আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক! হে আল্লাহর রাসূল, আমিও কি সংগে থাকবো? তিনি বললেনঃ হাঁ। তখন আবু বকর বললেনঃ আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক। হে আল্লাহর রাসূল, এই যে আমার দুটি সোয়ারী প্রস্তুত। আপনি যে কোনো একটি নিয়ে নিন। নবী করীম (স) বললেনঃ মূল্যের বিনিময়ে নেবো।

আয়েশা বলেছেনঃ আমরা তাঁদের জন্যে সফরের সামগ্রী তৈরী করলাম। নাশতা তৈরী করে চামড়ার থলের মধ্যে রাখলাম। আবু বকরের কন্যা আসমা তাঁর কোমর বন্দের (নিতাক) এক টুকরা ছিড়ে থলের মুখ বেঁধে দিলেন। সেই থেকে তাকে 'যাতুন নিতাক' বলা হয়। অতঃপর নবী করীম (স) এবং আবু বকর 'সওর' নামক পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আত্মগোপন করলেন। সেখানে তারা তিন রাত কাটালেন। আবু বকরের পুত্র আবদুল্লাহ ছিলো বুদ্ধিমান সুকৌশলী যুবক। সে তাদের নিকট রাত

কাটাতো এবং অতি প্রত্যুষে উঠে চলে আসতো। সকালে সে কোরায়েশদের সাথে এমনভাবে মিশে যেতো যেনো রাতও তাদের মধ্যেই কাটিয়েছে। কারো কোনো কথাবার্তা শুনলে সে তা মনে রাখতো। রাতে গুহায় এসে সব খবর সে তাঁদের জানিয়ে দিতো। আমের ইবনে ফুহাইরা ছিলো আবু বকরের গোলাম। সে তাঁদের আশ-পাশে দুধের ছাগল নিয়ে চরাতে থাকতো। রাতের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হলে সে ছাগল নিয়ে তাঁদের নিকট গমন করতো এবং দুধ পান করাতো। আবদুল্লাহ্ এবং আমের দু'জনেই ওখানে রাত কাটাতো। রাতের আঁধারেই আমের ইবনে ফুহাইরা ছাগল নিয়ে বেরিয়ে যেতো। ঐ তিন রাতই সে এরূপ করেছে। - বুখারী

শিক্ষণীয়ঃ

হাদীসটির বর্ণনাকারী হলেন হযরত উরওয়া ইবনে যোবায়ের। ইনি হযরত আবু বকরের কন্যা আসমার পুত্র। তিনি তাঁর খালা হযরত আয়েশা থেকে নিজ কানে শুনে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি থেকে জানা যায়, চরম বিরোধী পরিবেশে রাসূলে করীম (স) কতোটা হিকমতের সাথে কাজ করতেন এবং তাঁর সংগী-সাথী নারী ও পুরুষরা কি চমৎকার প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন।

এখানে কয়েকটি দিক লক্ষণীয়ঃ

১. রাসূলে করীম (স) তাঁর হিজরতের সংবাদ কেবল মাত্র তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত সাথী আবু বকর সিদ্দিক (রা) কে জানিয়ে রাখছিলেন।

২. হযরত আবু বকর চার মাস যাবত সর্বক্ষণ অতি সচেতনভাবে হিজরতের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন এবং হিজরতের বাহন যোগাড় করে রেখেছিলেন।

৩. রাসূলে করীম (স) হিজরতের উদ্দেশ্যে মুখ ঢেকে গোপনে হযরত আবু বকরের বাড়ী আসেন।

৪. ঘরে কোনো অসতর্ক লোক থাকলে তাদের সরিয়ে দিতে বলেন (অবশ্য সে রকম কেউ ঘরে ছিলনা)।

৫. হযরত আবু বকরের কন্যা আসমা (রা) এবং আয়েশা (রা) কম বয়েসী নারী হয়েও দ্বীনী আন্দোলনের কাজে ছিলেন চমৎকার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।

৬. হযরত আবু বকরের পুত্র আবদুল্লাহ্ এবং গোলাম আমের সহ গোটা পরিবারই ছিলো আন্দোলনের কাজে বিচক্ষণ, সুযোগ্য ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।

৭. হিজরতের সময় সরাসরি মদীনা অভিমুখে যাত্রা না করে সওর পর্বতের গুহায় অবস্থান করাটা ছিলো একটা হিকমাত।

৮. পর্বত গুহায় অবস্থান করে কোরাইশদের যাবতীয় গতিবিধি ও সলা-পরামর্শের সংবাদ পাওয়ার তাঁরা ব্যবস্থা করেছিলেন।

দ্বীনের কাজে নির্যাতন সইয়ে যাওয়া

٤٠٣- عَنْ خَبَّابِ ابْنِ الْاَرَتِّ قَالَ شَكَوْنَا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ
فَقُلْنَا اَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا اَلَا تَدْعُوْ اللّٰهَ لَنَا ؟ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ
فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِى الْاَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا فَيُجَاءُ
بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلٰى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ اثْنَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ
ذَالِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَيُمْشَطُ بِاَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهِ
مِنْ عَظْمٍ اَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَالِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَاللّٰهِ
لَيُتِمَّنَّ هٰذَا الْاَمْرُ حَتّٰى يَسِيْرُ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ اِلٰى
حَضْرَ مَوْتَ لَا يَخَافُ اِلَّا اللّٰهَ اَوِ الذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ وَلٰكِنَّكُمْ
تَسْتَعْجِلُوْنَ - (بخارى)

(৪০৩) খাববাব ইবনে আরত (রা) বলেন, একবার আমরা নবী করীম (স) এর নিকট (আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ও অত্যাচার-নির্যাতন সম্পর্কে) অভিযোগ করলাম। তখন তিনি তাঁর চাদরটিকে বালিশ বানিয়ে কাবা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা তাঁকে বললামঃ "আপনি কি আমাদের জন্যে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাননা? আপনি কি আল্লাহর নিকট আমাদের জন্যে দোয়া করেননা?"

তখন তিনি বললেনঃ (তোমাদের উপর আর কি দুঃখ নির্যাতনই বা এসেছে) তোমাদের পূর্বেকার ঈমানদার লোকদের অবস্থা ছিলো এই যে, তাদের কারো জন্যে গর্ত খোঁড়া হতো এবং সে গর্তের মধ্যে তার শরীরের অর্ধাংশ পুতে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো। অতঃপর করাত এনে তার মাথার উপর স্থাপন করা হতো এবং তাকে দ্বিখন্ডিত করে ফেলা হতো। কিন্তু এ অমানুসিক অত্যাচার তাকে তার দ্বীনী থেকে ফেরাতে পারতোনা। কারো শরীর লোহার চিরুণী দ্বারা আঁচড়িয়ে হাড় পর্যন্ত মাংস ও স্নায়ু তুলে ফেলা হতো। কিন্তু এতেও তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে পারতোনা।

কসম আল্লাহর, এ দ্বীন অবশ্যি পূর্ণতা লাভ করবে। তখন যে কোনো উষ্ট্রারোহী সানআ থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত দীর্ঘ পথ নিরাপদে সফর করবে। এ দীর্ঘ সফরে সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করবেনা এবং মেষ পালের ব্যাপারে নেকড়ে ছাড়া অন্য কারো ভয় করবেনা। কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াহুড়া করছো। - বুখারী, কিতাবুল মানাবিক

ব্যাখ্যাঃ এটা ছিলো মক্কার সেই ঘোরতর দুর্দশার সময় যখন কাফির মুশরিকরা রাসূলে করীম (স) এর অনুসারীদের উপর চরম নির্যাতন চালাচ্ছিল। তাদের সীমাহীন নির্যাতনের ফলে কেউ কেউ শাহাদাতও বরণ করেছেন। চতুর্দিকে কেবল শত্রুতা আর শত্রুতা। চতুর্দিক থেকে বিষধর সাপ যেনো তাদেরকে দংশন করার জন্যে ফনা তুলে এগিয়ে আসছে। কাউকেও বা দংশন করছে। সাহাবায়ে কেরাম বিচলিত হয়ে পড়েছেন। আল্লাহ ছাড়া যেনো এ যমীনের বুকে তাদের আর কেউই সাহায্যকারী নেই। কোনো আশ্রয়দাতা নেই। কোনো জীবিকাদাতা নেই। গোটা যমীন যেনো তাঁদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে আসছিলো। সে সমাজে ইসলাম এমন এক অপরাধের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, তা গ্রহণকারীর সেখানে বেঁচে থাকারই যেনো কোনা অধিকার ছিলনা।

এমনি এক কঠিন সময়ে রাসূলে করীমের মুষ্টিমেয় ক'জন অনুসারী তাঁর কাছে এসে এ অভিযোগ করলেন। এরূপ অভিযোগের জবাবে আকাশ থেকে অহী পর্যন্ত হলো। তাতেও বলা হলো, ঈমানের সাথে এরূপ দুঃখ-দুর্দশা ও অত্যাচার নির্যাতনের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যে ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে ঈমান আনবে, তার উপর এরূপ বিপদ-আপদের পরীক্ষা অনিবার্যভাবেই আসবে। এরূপ পরীক্ষা ছাড়া সত্যিকারের ঈমানের প্রমাণ পাওয়া তো সম্ভব নয়। যেমন আগুনে পুড়িয়ে খাঁটি সোনা যাচাই করতে হয়। তেমনি কঠিন বিপদের সম্মুখীন করে আল্লাহ তায়ালা নিখাঁদ ঈমানের প্রমাণ পেতে চান। তিনি বলেনঃ

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ - (العنكبوت: ٢-٣)

"লোকেরা কি এই ভেবেছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এতটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে আর তাদেরকে কোনো পরীক্ষা করা হবেনা? অথচ আমরা তো এদের পূর্ববর্তী সকল (ঈমানদার) লোকদেরই পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যি দেখে নিতে হবে (ঈমানের দাবীতে) কে সাচ্চা-সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী।"
- আনকাবুতঃ ২-৩

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা মওদূদী (র) তাঁর তাফসীরে লিখেছেনঃ "এখানে আল্লাহ তায়ালা এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা সম্পর্কে আমার যেসব ওয়াদা রয়েছে, কোনো ব্যক্তি ঈমানের মৌখিক, দাবী করলেই তা পাওয়ার অধিকারী হতে পারেনা। বরঞ্চ ঈমানের প্রত্যেক দাবীদারকে অবশ্যি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং এভাবেই নিজেদের খাঁটি ঈমানের সত্যতা প্রমাণ করতে হবে। আমার বেহেশত এতো সস্তা ও সহজলভ্য নয় আর দুনিয়ায় আমার সাহায্য অনুগ্রহ লাভও এতোটা সহজ নয় যে, তোমরা মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করলেই অমনি তোমাদের সেসব দিয়ে দেবো। সে জন্যে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। জান ও মালের ক্ষতি স্বীকার করতে

হবে। নানা প্রকার নির্যাতন অকুণ্ঠিত চিত্তে সইয়ে যেতে হবে। বিপদ, মুসীবত, অত্যাচার, নির্যাতন ও কঠোর বিরুদ্ধতার সাথে পাঞ্জা লড়ে যেতে হবে। ভয়-ভীতি দেখিয়ে পরীক্ষা নেয়া হবে, পরীক্ষা নেয়া হবে লোভ-লালসা দেখিয়ে। তোমার প্রতিটি প্রিয়তর জিনিসকেই আমি আল্লাহর জন্যে, আমার সন্তোষ লাভের জন্যে কোরবান করতে হবে। যে কষ্ট তোমরা সহ্য করতে পারোনা আমার জন্যে তাই অকাতরে সহ্য করতে হবে। এ সবের মাধ্যমে তোমরা আমার প্রতি ঈমানের যে দাবী করছো তা সত্য না মিথ্যা, খাঁটি না কৃত্রিম তা প্রমাণিত হবে।

যে ক্ষেত্রেই মুসলমানরা বিপদ, মুসীবত ও দুঃখ-কষ্টের প্রচন্ড আঘাতে ভীত কম্পিত হয়েছে, সে ক্ষেত্রেই কুরআন মজীদে এ কথা বলে দেয়া হয়েছে। হিজরতের পর মদীনার প্রাথমিক জীবনে মুসলমানরা যখন অর্থনৈতিক সংকটে, বহিরাক্রমণের বিপদ এবং ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের দরুন ভীষণভাবে কাতর হয়ে পড়েছিলেন, তখনো তাঁদের লক্ষ্য করে কুরআন মজীদে বলা হয়েছিলোঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ
خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا
حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ
أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ۔ (البقرة : ٢١٤)

"তোমরা কি ভেবে নিয়েছো যে, তোমরা বেহেশতে চলে যাবে? অথচ তোমাদের তো সেই অবস্থা এখনো হয়নি, যা তোমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদার লোকদের হয়েছিল। তাদের উপর কঠোরতা, কষ্ট, নির্যাতন ও দুঃখ-দুর্দশা এসেছিল। তাদেরকে বিচলিত করে দেয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত নবী ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা ফরিয়াদ করে উঠেছেঃ আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে। তখন তাদেরকে এই বলে সুসংবাদ দেয়া হতোঃ জেনে রাখো, আল্লাহর সাহায্য খুবই নিকটে।" - সূরা বাকারাঃ ২১৪

ওহুদ যুদ্ধের পর যখন পুনরায় মুসলমানদের উপর বিপদ আচ্ছন্ন হয়ে এলো তখনো বলা হলোঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ۔ (آل عمران: ١٤٢)

"তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা বেহেশতে চলে যাবে? অথচ তোমাদের মধ্যে কে কে জেহাদের ময়দানে বীর্যবত্তার সাথে লড়াইকারী ও ধৈর্যধারণকারী, তাতো আল্লাহ্ এখনো দেখে নেননি।" - আলে ইমরানঃ ১৪২

এসব বাণীর মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমানদের সামনে একটি মৌলিক সত্য স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। আর তা হচ্ছে এই যে, পরীক্ষা এমন একটি মানদন্ড যাতে যাচাই করলে খাঁটি আর কৃত্রিম সহজেই পরখ হয়ে যায়। যা কৃত্রিম অসত্য তা আপনা-আপনিই আল্লাহর পথ থেকে সরে দাঁড়ায় এবং খাঁটি-নিখাদ সত্য পরিষ্কারভাবে যাচাই-

বাচাই হয়ে যায়। আল্লাহ্ তায়ালা সত্যিকার ঈমানদার লোকদের জন্যে যে সব নেয়ামত ও পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ লোকেরাই তার অধিকারী হবে। -তাফহীমুল কুরআনঃ সূরা- আনকাবুত, টীকা-১

পাঠকদের সুবিধার্থে এখানে আরেকটি দিকও আলোচনা হওয়া দরকার। তা হচ্ছে, যদি কেউ প্রশ্ন করে, সত্য খাঁটি এবং মিথ্যা কৃত্রিম ঈমানের যাচাই পরখের জন্যে আল্লাহ্ যে এরূপ কঠিন পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন; তিনি তা না করলেও পারতেন। বান্দাকে ঈমানের দাবীতে কে খাঁটি আর কে মেকি তাতো এমনিতেই তিনি জানেন। এ প্রশ্নের যথাযথ জবাব মাওলানা মওদূদী (র) তাঁর তাফসীরে প্রদান করেছেন। তিনি লিখেছেনঃ

কোনো ব্যক্তির মধ্যে হয়তো কোনো কাজ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা আছে। কিন্তু যতোক্ষণ না তা কার্যতঃ প্রকাশিত ও প্রমাণিত হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত সে ইনসাফ ও সুবিচারের দৃষ্টিতে কোনো প্রকার প্রতিফল পাওয়ার অধিকারী হতে পারেনা। আর না পুরস্কার বা শাস্তি পাবার অধিকারী হতে পারে। যেমন ধরুন এক ব্যক্তির মধ্যে আমানতদার হবার যোগ্যতা আছে আর অপর এক জনের মধ্যে খেয়ানতের যোগ্যতা। এ দু'জনের উপর পরীক্ষা না আসা পর্যন্ত তাদের আমানত ও খেয়ানত গুণ বাস্তবভাবে প্রমাণিত ও প্রকাশিত হতে পারেনা। আর বাস্তবে প্রমাণ ও প্রকাশ হওয়া ছাড়া আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর গায়েবী ইলমের বলে একজনকে আমানতদারীর পুরস্কার আরেকজনকে খেয়ানতের শাস্তি দিয়ে দিবেন। এমনটি আল্লাহ্ তায়ালার ইনাফ-নীতির সম্পূর্ণ খেলাপ। মানুষের মধ্যে ভাল আমলের যোগ্যতা এবং তার ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য রূপ সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালার ইলম থাকাটাই ইনসাফের জন্যে যথেষ্ট নয়। 'এক ব্যক্তি ভবিষ্যতে চুরি করবে বা চুরি করার ইচ্ছা রাখে'। কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে এই জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ্ তায়ালা তার সম্পর্কে ফয়সালা করেননা। বরঞ্চ 'লোকটি চুরি করেছে', এরূপ জানার ভিত্তিতেই ফয়সালা করেন। অনুরূপভাবে, কেউ খুব উচ্চ মর্যাদার ঈমানদার হতে পারে বা হবে- এই জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ্ তাঁর নিয়ামত ও পুরস্কার দ্বারা সেই ব্যক্তিকে ভূষিত করবেননা। বরঞ্চ তিনি তখনই তাকে তা দান করবেন, যখন দেখবেন যে, লোকটি নিজের আমল দ্বারা সত্যিকার নিষ্ঠাবান ঈমানদার হবার ব্যাপারটি কার্যতঃ প্রমাণ করে দিয়েছে এবং সে আল্লাহর পথে প্রাণপণে সংগ্রাম করেছে।" (তাফহীমূল কুরআনঃ সূরা আনকাবুত) টীক-৩। কুরানের আলোচ্য আয়াতসমূহ এবং এই হাদীসটিতে কষ্ট-নির্যাতন এবং বিপদ-মুসীবত দ্বারা যে ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা দেয়ার কথা বলা হয়েছে তাতে মূলতঃ বান্দাহরই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। বান্দাহর এই প্রাণান্তকর সংগ্রামই তার মুক্তির পথ। এতে আল্লাহর কোনো ফায়দা নেই। বান্দাহর নিজের মুক্তি ও কল্যাণের জন্যেই বান্দাহকে এ প্রাণান্তকর সংগ্রামের মাধ্যমে পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে, এ কথাটি পরিষ্কারভাবেই বলে দিয়েছেনঃ

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ - (العنكبوت : ٦)

"যে ব্যক্তিই (আল্লাহ্‌র পথে) সংগ্রাম করবে, সে নিজেরই কল্যাণের জন্যে করবে। নিঃসন্দেহে জগদ্বাসীর নিকট আল্লাহ্ (কোনো কিছুর) মুখাপেক্ষী নন।' - আনকাবুতঃ ৬

আন্দোলনের সূচনায় নেতার উপর নির্যাতন

٤٠٤ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِّنْ قُرَيْشٍ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ اَبِيْ مُعَيْطٍ بِسَلَا جَزُوْرٍ فَقَذَفَهُ عَلٰى ظَهْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَاَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهٖ وَدَعَتْ عَلٰى مَنْ صَنَعَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَاءِ مِنْ قُرَيْشٍ اَبَا جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَاُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ اَوْ اُبَيَّ بْنِ خَلَفٍ شُعْبَةُ الشَّاكُّ فَرَاَيْتُهُمْ قُتِلُوْا يَوْمَ بَدْرٍ - (بخارى)

(৪০৪) আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা নবী করীম (স) (কা'বায় নামাযের) সিজদায় ছিলেন। তাঁর আশেপাশে ছিলো কয়েকজন কোরায়েশ গোত্রের লোক। এমন সময় উকবা ইবনে আবু মুয়ীদ একটা যবেহ্ করা উটের নাড়িভূড়ি এনে নবী করীম (স) এর পিঠের উপর রেখে দিলো। এর ফলে তিনি মাথা উঠাতে পারছিলেননা। এ সময় ফাতিমা এসে তাঁর পিঠ থেকে সেটা সরিয়ে দিলেন। এবং যে এরূপ করলো তার প্রতি বদদোয়া করলেন। অতঃপর নবী করীম (স) বললেনঃ হে আল্লাহ! কোরাইশের এ নেতাদের পাকড়াও করো। আবু জেহেল ইবনে হিশাম, উতবা ইবনে রবীয়া, শাইবা ইবনে রবীয়া এবং উমাইয়া ইবনে খালফ (পরবর্তী বর্ণনাকারী) শো'বা এ স্থলে সন্দেহ করেন। কিংবা উবাই ইবনে খালফকে পাকড়াও করো। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেনঃ আমি এদের সবাইকে বদরের যুদ্ধে নিহত হতে দেখেছি। - বুখারী

٤٠٥ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ (عَبْدَ اللّٰهِ) اِبْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَخْبِرْنِيْ بِاَشَدِّ شَيْءٍ صَنَعَهُ الْمُشْرِكُوْنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ (ص) يُصَلِّيْ فِيْ حِجْرِ الْكَعْبَةِ

إِذَا أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنِ أَبُو مُعَيْطٍ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ
فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى أَخَذَ بِمَنْكِبَيْهِ
وَدَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ: أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهُ.

(৪০৫) উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আসকে জিজ্ঞেস করলামঃ মুশরিকরা নবী করীম (স) এর সাথে যেসব অন্যায় আচরণ করেছিলো তন্মধ্যে কোন আচরণটি সর্বাধিক কঠিন ছিলো আমাকে বলুন! তিনি বললেনঃ একদা নবী করীম (স) কাবার (পশ্চিম পার্শ্বস্থ) হিজর অংশে নামাযরত ছিলেন। এ সময় উকবা ইবনে আবু মুয়ীদ এসে তাঁর গলায় পেঁচিয়ে ধরে তাঁকে মারাত্মকভাবে শ্বাসরুদ্ধ করে ফেললো। এমন সময় আবু বকর এসে উপস্থিত হলেন। তিনি উকবার ঘাড়টা ধরে তাকে দূরে ঠেলে দিলেন। এবং তাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ

أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهُ -

'আল্লাহ্ আমার রব' একথাটি বলার কারণে কি তোমরা একটা লোককে হত্যা করবে? - বুখারী

ইসলামী আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থার চিত্র

٤٠٦ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ
أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِّنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوا تُجَّارًا
بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ
وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ
وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّوْمِ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا تَرْجُمَانَهُ فَقَالَ
أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ
قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا فَقَالَ أَدْنُوهُ مِنِّي
وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ
لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هٰذَا عَنْ هٰذَا الرَّجُلِ فَإِنْ
كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ فَوَاللّٰهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ
كَذِبًا لَكَذِبْتُ عَنْهُ ثُمَّ كَانَ أَوَّلُ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ
كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ قَالَ فَهَلْ
قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ قُلْتُ لَا. قَالَ فَهَلْ
كَانَ مِنْ أٰبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَشْرَفُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ

أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ أَيَزِيْدُوْنَ أَمْ يَنْقُصُوْنَ
قُلْتُ بَلْ يَزِيْدُوْنَ قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سَخْطَةً
لِدِيْنِهِ بَعْدَ أَنْ يَّدْخُلَ فِيْهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ
تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَّقُوْلَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا، قَالَ
فَهَلْ يَغْدِرُ، قُلْتُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِيْ مُدَّةٍ لَا نَدْرِيْ مَا هُوَ
فَاعِلٌ فِيْهَا قَالَ وَلَمْ تُمْكِنِّيْ كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيْهَا شَيْئًا
غَيْرَ هٰذِهِ الْكَلِمَةِ. قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ
فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قُلْتُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ
سِجَالٌ يَّنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ قُلْتُ يَقُوْلُ
اعْبُدُوا اللّٰهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَاتْرُكُوْا مَا يَقُوْلُ
آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلٰوةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ
فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ
فِيْكُمْ ذُوْ نَسَبٍ وَّكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِيْ نَسَبِ قَوْمِهَا
وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ هٰذَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، قُلْتُ
لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَسِيْ بِقَوْلٍ
قِيْلَ قَبْلَهُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَّلِكٍ فَذَكَرْتَ
أَنْ لَا فَقُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَّلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَّطْلُبُ
مُلْكَ أَبِيْهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ
أَنْ يَّقُوْلَ مَا قَالَ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ
لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ وَسَأَلْتُكَ
أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوْهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ
اتَّبَعُوْهُ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيْدُوْنَ أَمْ يَنْقُصُوْنَ
فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيْدُوْنَ وَكَذٰلِكَ أَمْرُ الْإِيْمَانِ حَتّٰى يَتِمَّ
وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِيْنِهِ بَعْدَ أَنْ يَّدْخُلَ فِيْهِ
فَذَكَرْتَ أَنْ لَا وَكَذٰلِكَ الْإِيْمَانُ حِيْنَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوْبَ
وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ
وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا
اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَيَأْمُرُ
كُمْ بِالصَّلٰوةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُوْلُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ

مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَقَدْ كُنْتُ اَعْلَمُ اَنَّهُ خَارِجٌ وَّلَمْ اَكُنْ
اَظُنُّ اَنَّهُ مِنْكُمْ فَلَوْ اَنِّىْ اَخْلُصُ اِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ
وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ
رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) الَّذِىْ بَعَثَ بِهِ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِىِّ اِلٰى عَظِيْمِ
بُصْرٰى فَدَفَعَهُ عَظِيْمُ بُصْرٰى اِلٰى هِرَقْلَ فَقَرَأَهُ فَاِذَا فِيْهِ :
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ
اِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَمَّا بَعْدُ
فَاِنِّىْ اَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْاِسْلَامِ اَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللّٰهُ
اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَاِنَّ عَلَيْكَ اِثْمَ الْيَرِيْسِيِّيْنَ وَيَا
اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ
لَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَّيَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا
اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ.
قَالَ اَبُوْ سُفْيَانُ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ
عِنْدَهُ الصَّخَبُ فَارْتَفَعَتِ الْاَصْوَاتُ وَاُخْرِجْنَا فَقُلْتُ لِاَصْحَابِىْ
حِيْنَ اُخْرِجْنَا لَقَدْ اَمِرَ اَمْرُ ابْنِ اَبِىْ كَبْشَةَ اَنَّهُ يَخَافُهُ
مَلِكُ بَنِى الْاَصْفَرِ فَاَذِلْتُ مُوْقِنًا اَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتّٰى اَدْخَلَ
اللّٰهُ عَلَىَّ الْاِسْلَامَ - (بخارى)

(৪০৬) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু সুফিয়ান ইবনে হারব তাকে জানিয়েছেনঃ রোমের বাদশাহ হিরাকল একবার তাকে একদল কোরাইশসহ ডেকে পাঠান। ব্যবসা ব্যাপদেশে তারা তখন সিরিয়ায় অবস্থান করছিলো। এটা ছিলো সে সময় যখন রাসূলুল্লাহ (স) আবু সুফিয়ান ও কোরইশদের সাথে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন (অর্থাৎ হুদাইবিয়ার সন্ধি)। তারা সম্রাটের দরবারে এলো। এ সময় সম্রাট তার উচ্চপদস্থ সংগী-সাথীদের নিয়ে ঈলিয়াতে (যেরুজালেম) অবস্থান করছিলেন। তিনি তাদেরকে দরবারে ডেকে নিলেন। তাঁর সম্মুখে অবস্থান করছিলেন রোমের শাসকবর্গ। তিনি কোরাইশ দল ও তাঁর দোভাষীকে ডাকলেন। অতঃপর বললেনঃ যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবী করছে, বংশগত দিক থেকে তোমাদের কে তাঁর অধিকতর নিকটতর? আবু সুফিয়ান বলেন, তখন আমি বললামঃ বংশের দিক থেকে আমি তাঁর সর্বাধিক নিকটতম। তখন হিরাকল নির্দেশ দিলেনঃ তাকে আমার নিকট

নিয়ে আসো। আর তার সাথীদেরকে নিয়ে এসে তার পিছনে রাখো। অতঃপর তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেনঃ এ লোকদের বলো, আমি একে (আবু সুফিয়ানকে) ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো। যদি সে মিথ্যা জবাব দেয় তবে তারা যেনো তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন করে। (আবু সুফিয়ান বলেন) আল্লাহর কসম, লোকেরা আমার উপর মিথ্যারোপের লজ্জা যদি না হতো, তবে আমি অবশ্যি তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা জবাব দিতাম।

সম্রাট প্রথমে প্রশ্ন করলেনঃ তোমাদের মধ্যে তার বংশ কেমন?

আমিঃ তিনি আমাদের মধ্যে উচ্চ বংশজাত।

সম্রাটঃ তোমাদের মধ্য থেকে এর পূর্বে কি কেউ এমন কথা বলেছে (অর্থাৎ নবুয়ত দাবী করেছে)?

আমি বললামঃ না।

সম্রাটঃ তাঁর পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কি কেউ বাদশা ছিলো?

আমি বললামঃ না।

সম্রাটঃ সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর অনুসরণ করছে না দুর্বল লোকেরা?

আমি বললামঃ দুর্বল লোকেরা।

সম্রাটঃ তারা কি সংখ্যায় বাড়ছে না কমছে?

আমি বললামঃ বরং বাড়ছে।

সম্রাটঃ কেউ উক্ত দ্বীন কবুল করার পর কি তার প্রতি বিরাগ হয়ে তা ত্যাগ করেছে?

আমি বললামঃ না।

সম্রাটঃ এই (নবুয়ত) দাবীর পূর্বে কি তোমরা কখনো তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করেছো?

আমি বললামঃ না।

সম্রাটঃ তিনি কি ওয়াদা খেলাপ করেন?

আমি বললামঃ না। তবে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বর্তমানে আমরা তাঁর সাথে একটি সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ আছি, জানিনা এ সময় কি করবেন।

এই শেষোক্ত বাক্যটি তাঁর বিরুদ্ধে আর কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সম্রাট পুনরায় জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কি তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছো?

আমি বললামঃ হ্যাঁ।

সম্রাটঃ তাঁর সাথে তোমাদের যুদ্ধের ফলাফল কি?

আমি বললামঃ তাঁর সাথে আমাদের যুদ্ধ হয়েছে বালতিতে পালা করে পানি তোলার মতো। কখনো ছিলো তার জিতের পালা আবার কখনো আমাদের।

সম্রাটঃ তিনি তোমাদের কিসের নির্দেশ দেন?

আমি বললামঃ তিনি বলেনঃ এক আল্লাহ্র দাসত্ব ও আনুগত্য করো। তাঁর সাথে কোনো শরীক করোনা। তোমাদের বাপ-দাদারা যা বলে তা ত্যাগ করো। তিনি আমাদেরকে আরো নির্দেশ দেন নামাযের, সত্যবাদিতার, নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকার এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার।

অতঃপর সম্রাট দোভাষীকে বললেনঃ তাকে বলো আমি তোমাদের তাঁর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তুমি বলেছোঃ তিনি উচ্চ বংশজাত। বস্তুত, রাসূলদের অবস্থাও তাই। তাঁদেরকে জাতির উচ্চ বংশেই পাঠানো হয়ে থাকে।

আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের মধ্যে কি এরূপ কথা আর কেউ বলেছিল? তুমি বললেঃ না। আমি বলি তাঁর পূর্বে যদি কেউ এরূপ বলতো, তবে বুঝতাম, এ ব্যক্তি পূর্বের কথার অনুবৃত্তি করবে।

আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তার বাপ-দাদাদের কেউ বাদশাহ্ ছিল কি? তুমি বললেঃ না। আমি বলি যদি তার পূর্ব পুরুষদের কেউ বাদশাহ্ থাকতো, তবে আমি বলতাম, সে তার পিতৃরাজ্য উদ্ধার করতে চায়।

তাঁকে কখনো মিথ্যার অপবাদ দিতো কিনা জিজ্ঞেস করলে তুমি বলেছোঃ না। অতএব আমি বুঝি, যিনি মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা ত্যাগ করেন, তিনি আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করতে পারেননা।

আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর অনুসরণ করছে না দুর্বল লোকেরা? তুমি বললেঃ দুর্বল লোকেরা। বস্তুতঃ এরূপ লোকরাই রাসূলদের অনুসারী হয়ে থাকে।

তারা সংখ্যায় বাড়ছে না কমছে জিজ্ঞেস করলে তুমি বলেছোঃ বরং বাড়ছে। বস্তুতঃ ঈমানের ব্যাপারটা এমনিই হয়ে থাকে। পূর্ণতা লাভ করা পর্যন্ত ঈমানদারদের সংখ্যা বাড়তেই থাকে।

তাঁর দ্বীন কবুল করার পর তাঁর প্রতি বিরাগভাজন হয়ে কেউ তা ত্যাগ করে কিনা জিজ্ঞেস করলে তুমি বলেছোঃ না। বস্তুত অন্তর ঈমানের দীপ্তিতে রৌশন হলে এরূপই হয়ে থাকে।

তিনি ওয়াদা খেলাপ করেন কিনা জিজ্ঞেস করলে তুমি বলেছোঃ না। বস্তুত, রাসূলগণ এরূপই হয়ে থাকেন। তাঁরা ওয়াদা খেলাপ করেননা।

তিনি কিসের নির্দেশ দেন জিজ্ঞেস করলে তুমি বলেছোঃ তিনি এক আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করতে নির্দেশ দেন। মূর্তি পূজা করতে নিষেধ করেন। নামায ও সত্যবাদিতার নির্দেশ দেন এবং পাপ কাজ থেকে পবিত্র থাকার হুকুম দেন।

তুমি যা বলছো তা যদি সত্য হয়, তবে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি আমার এই দু'পায়ের নিচের জায়গার (অর্থাৎ এই ভূখন্ডের) মালিক হবেন। আমি জানতাম তাঁর আবির্ভাব ঘটবে। কিন্তু তিনি তোমাদের মধ্য থেকে হবেন, এরূপ ধারণা আমি করিনি। আমি যদি তাঁর নিকট পৌঁছুতে পারবো বলে জানতাম তবে তাঁর সাক্ষাতের জন্যে কষ্ট ভোগ করতাম। আমি যদি তাঁর কাছে থাকতাম তবে অবশ্যি আমি তাঁর পা ধূয়ে দিতাম।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) যে পত্রখানা দিহ্ইয়া কালবীর মারফতে বসরার শাসনকর্তার নিকট পাঠিয়েছিলেন সম্রাট তা আনতে নির্দেশ দিলেন। পত্রখানা বসরার শাসনকর্তা সম্রাটের নিকট পৌছে দেন। পত্রখানা তখন পড়া হলো। তাতে লিখা ছিলোঃ

"পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে। আল্লাহর বান্দাহ্ ও রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাকলের নিকট। সঠিক পথের অনুসারীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। ইসলাম কবুল করুন, নিরাপদ থাকবেন। আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। আর আপনি যদি এ আহ্বানে সাড়া না দেন, আপনি সমস্ত প্রজা সাধারণের পাপের ভাগী হবেন। "হে আহ্লি কিতাব! তোমরা সেই কথাটির সাথে এক মত হও, যা তোমাদের ও আমাদের সম আক্বীদার। আমরা সবাই একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবো। তাঁর সাথে কোনো শরীক করবোনা। আমাদের কেউ আল্লাহকে ছাড়া অন্যদের রব বলে মানবোনা। তারা যদি এ বাণী গ্রহণ না করে, তবে (হে মুসলমানরা) তোমরা বলে দাওঃ তোমরা সাক্ষী থাকো আমরা আল্লাহর অনুগত।"

ইবনে আব্বাস বলেন, আবু সুফিয়ান বলেছেনঃ যখন হিরাকল তার বক্তব্য বলার পর পত্র শেষ করলেন, তখন তার সম্মুখে সাংঘাতিক কোলাহল ও সোরগোল হতে লাগলো। আমাদেরকে বের করে দেয়া হলো। তখন আমি আমার সংগীদের বললামঃ আবু কাবাশার ব্যাপারটা তো রোম

সম্রাটও ভয় করে। তখন থেকে আমি বিশ্বাস করতে লাগলাম, শিঘ্রি তিনি বিজয়ী হবেন। অবশেষে আল্লাহ্ আমাকে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করালেন। - বুখারী

শিক্ষণীয়ঃ

রাসূলের দ্বীন প্রচার ও দ্বীনী আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে এ হাদিসে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে। আহলি কিতাব সম্রাট হিরাকল কিতাবের জ্ঞানের ভিত্তিতে নবী ও নবীদের আন্দোলন সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেছেন তা থেকে আমরা নিম্নরূপ শিক্ষা পাইঃ

১. নবুওত কোনো প্রকার দাবি করার জিনিস নয়, বরঞ্চ তা একান্তভাবেই খোদা প্রদত্ত।

২. দ্বীনী দাওয়াতের প্রথম পর্যায়ে সমাজের দুর্বল, দরিদ্র, অসহায় ও মযলুম লোকেরাই দাওয়াত গ্রহণ করে। ধনী, সম্ভ্রান্ত ও সমাজপতি শ্রেণীর লোকেরা প্রথমে তা গ্রহণ করেনা, বরং বিরোধীতা করে এবং এ দাওয়াতী আন্দোলনকে উৎখাত করার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়।

৩. সত্যিকার দ্বীনী আন্দোলনের জনসংখ্যা ও জনশক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তা পূর্ণতা লাভের মাধ্যমে সমাজ বিপ্লব সাধিত হয়।

৪. একবার যদি কেউ বুঝে শুনে ইসলামের দাওয়াত কবুল করে এবং নিষ্কলুষ ঈমানের আলোকে নিজের অন্তর আলোকিত করে, তবে এ দ্বীন ত্যাগ করা আর তার জন্যে সম্ভব হয়না।

৫. নবী ও নবীর সত্যিকারের অনুসারীরা কখনো ওয়াদা খেলাপ করেনা।

৬. ইসলাম পূর্ণ বিজয়ী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পূর্বে বাতিলের সাথে সংঘর্ষে কখনো ইসলামী শক্তি বিজয় হয়, কখনো বাতিল।

৭. আম্বিয়ায়ে কেরাম মানুষকে ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। অর্থাৎ কেবল মাত্র আল্লাহর দাসত্ব করা, তাঁরই আনুগত্য করা, তাঁরই নির্দেশ মেনে চলা এবং কেবল মাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি বিধান করে জীবন যাপন করার প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন। মানুষ যেনো কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর সংগে কাউকেও এবং কোনো কিছুকেই শরীক না করে সে বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করেছেন। মানুষকে সততা ও সত্যবাদিতার উপদেশ দিয়েছেন। পাপ থেকে দূরে থেকে পবিত্র জীবন যাপন করার নসীহত করেছেন। মানুষের সংগে সামাজিক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার উপদেশ দিয়েছেন।

৮. রাসূলে করীম (স) সমসাময়িক রাষ্ট্রপ্রধানদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দিয়ে গিয়েছেন। তিনি শাসকদেরকে এ ব্যাপারেও সতর্ক করে গিয়েছেন যে, শাসকরা দ্বীনের পথে না আসলে শাসিতরা ইসলাম থেকে দূরে থাকার জন্যেও শাসকরাই দায়ী হবে।

আল্লাহর পথে সংগ্রাম (জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ)

٤٠٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ- (بخارى ، مسلم)

(৪০৭) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ সর্বোত্তম আমল কি? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান। জিজ্ঞেস করা হলোঃ অতঃপর কোন্ আমল। তিনি বললেনঃ আল্লাহর পথে সংগ্রাম। - বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যাঃ কুরআন মজীদে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্যে মুমিনদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ জন্যে তাদের উৎসাহিত করা হয়েছে। এর বিরাট ফযীলত ও মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এ কাজের শুভ পরিণামের কথা বলা হয়েছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰكُمْ - (الحج : ٧٧- ٧٨)

হে ঈমানদারেরা! রুকূ' করো, সিজদা করো, তোমাদের রবের দাসত্ব-আনুগত্য করো আর নেক কাজ করো। আশা করা যেতে পারে তোমরা কল্যাণ লাভে সমর্থ হবে। আর জিহাদ করো আল্লাহর পথে জিহাদের হক আদায় করে। তিনি তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্যে বাছাই করে নিয়েছিলেন। - হজ্জঃ ৭৭-৭৮

فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا- (النساء: ٧٤)

"এমন সব লোকেরই আল্লাহর পথে লড়াই করা উচিত, যারা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি করে দেয়। যারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে, অতঃপর নিহত হবে কিংবা বিজয়ী হবে (উভয় অবস্থাতেই) তাদেরকে আমরা বিরাট প্রতিফল দান করবো।" - নিসা-৭৪

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - (النساء :٧٦)

যেসব লোক ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। - নিসাঃ ৭৬

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ -(التوبة :١١١)

"আল্লাহ্ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, মারে ও মরে।" - তাওবাঃ ১১১

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ - تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

"হে ঈমানদারেরা! আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসায়ের কথা বলবো যা তোমাদেরকে পীড়াদায়ক আযাব থেকে নিস্কৃতি দেবে? (তা হচ্ছে এই যে), তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি (সত্যিকারের) ঈমান আনো আর নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করো। এটাই হচ্ছে তোমাদের জন্যে অতি উত্তম কাজ যদি তোমরা জ্ঞানবান হও। - আস সাফঃ ১১

কুরআন মজীদে এ রকম আরো বহু আয়াত আছে যেগুলোতে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর কথা বলা হয়েছে। জিহাদের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলে করীমের উক্ত হাদীসটির মতো আরো অনেক হাদীস রয়েছে। এ সংক্রান্ত রাসূলে করীমের আরো কতিপয় বাণী এখানে উদ্ধৃত হলোঃ

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ(رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهٖ - (متفق عليه)

আবুযর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করলামঃ সর্বোত্তম আমল কি? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এবং তাঁর পথে জিহাদ। - বুখারী, মুসলিম

مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী বলেন, এক ব্যক্তি এসে রাসূলে খোদা (স)-কে জিজ্ঞেস করলোঃ "সর্বোত্তম মানুষ কে?" তার জবাবে তিনি বলেছেনঃ

"সেই মুমিন, যে নিজের জান ও মাল দিয়েই আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে।" - বুখারী, মুসলিম

একবার এক ব্যক্তি এসে রাসূলে করীম (স) এর নিকট আরয করলোঃ আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন, যা জিহাদের সমকক্ষ। তার জবাবে নবী করীম (স) বললেনঃ

لَا اَجِدُهٗ هَلْ تَسْتَطِيْعُ اِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُوْنَ اَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُوْمَ وَلَا تَفْتُرَ وَتَصُوْمَ وَلَا تُفْطِرَ قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ

না, এমন কোনো আমল নেই যা জিহাদের সমকক্ষ হতে পারে। তবে হ্যাঁ, (এটা হতে পারে), মুজাহিদরা যখন আল্লাহর পথে জিহাদে নেমে পড়ে, তখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করে নামাযে দাঁড়িয়ে যাও, বিরতিহীনভাবে (দিনের পর দিন) নামায পড়ে যাও, কোনো ক্লান্তি বোধ করোনা। ক্রমাগতভাবে রোযা রেখে যাও, বিরতি দিওনা। (এটা জিহাদের সমকক্ষ হতে পারে।)

এ কথা শুনে লোকটি বললোঃ কোনো মানুষ কি এমনটি করতে সক্ষম?" - বুখারী

হযরত আবু হুরাইরা বলেন, আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছিঃ -

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ - (بخاری)

"যে ব্যক্তি জিহাদ ফী সাবীলিল্লায় অংশ গ্রহণ করেছে তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মতো যে অবিরামভাবে রোযা ও নামায পড়ে।" - বুখারী

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। আরেকটি হাদীসে রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - (بخاری)

জান্নাতে একশ'টি স্তর রয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা এগুলো তৈরী করেছেন আল্লাহর পথের মুজাহিদদের জন্যে। যে কোনো দুটি স্তরের মাঝখানে আসমান ও যমীনের ব্যবধান। - বুখারী

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

আল্লাহর পথে একটা সকাল কিংবা সন্ধ্যা ব্যয় করা গোটা দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম। - বুখারী

জিহাদের বিস্তৃত ধারণা

٤٠٨ - عَنْ أَنَسٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ - (ابو داؤد)

(৪০৮) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের জান, মাল ও মুখ দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো। - আবু দাউদ, রিয়াদুস সালেহীন

ব্যাখ্যাঃ জান দিয়ে জিহাদ করা মানে সরাসরি জিহাদে অংশ গ্রহণ করা। মাল দিয়ে মানে নিজের ধন-সম্পদ, অর্থ-কড়িও আল্লাহর পথে জিহাদে বা ইসলামী আন্দোলনে ব্যয় করতে হবে। আর মুখ দিয়ে মানে ওয়ায-নসীহত, বক্তৃতা-বিবৃতি ও লিখনী দিয়ে ইসলাম বিরোধীদের ইসলাম বুঝানোর চেষ্টা করা এবং ভুল ধারণা নিরসন করা।

হাদীসটিতে জিহাদের পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরা হয়েছে। কোনো ব্যক্তির আল্লাহর পথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করা মানেই হচ্ছে তিনি তার জান, মাল ও বক্তব্য দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে যাবেন।

নিজের জীবনকে আল্লাহর জন্যে ওয়াকফ করে সশরীরে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করাও জিহাদের একটি অংশ। এ পথে নিজের সম্পদ ব্যয় করাও জিহাদের একটি অংশ। অজ্ঞ ও বিরুদ্ধবাদীদেরকে উপদেশ, নসীহত ও লিখনীর মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত দেয়াও জিহাদের অংশ। এ তিনটি অংশের সমন্বিত নামই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ বা ইসলামী আন্দোলন।

ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহর মর্যাদা

٤٠٩- عَنْ اَبِىْ يَحْيٰى خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ(رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَ لَهٗ
سَبْعُ مِائَةِ ضِعْفٍ - (رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن)

(৪০৯) আবু ইয়াহিয়া খারীম ইবনে ফাতিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ যে আল্লাহর পথে একটি জিনিস দান করলো, তার জন্যে সাত শত গুণ সওয়াব লিখা হবে। - তিরমিযী

আল্লাহর পথে মানে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ বা ইসলামী আন্দোলনের কাজে।

সংঘর্ষের কামনা করা যাবেনা

٤١٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَاتَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا - (متفق عليه)

(৪১০) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ তোমরা শত্রুর সাথে সংঘর্ষ বাধার কামনা করোনা। আর যখন তোমরা তাদের মোকাবেলা করবে, তখন ধৈর্যের সাথে অটলভাবে লড়ে যাবে। - বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যাঃ এখানে একদিকে যেমন বলা হয়েছে শত্রুর সাথে সংঘর্ষ বাধার কামনা করা যাবেনা, তেমনি অপর দিকে বলা হয়েছে সংঘর্ষ যদি বেধে যায়, তবে ভীরুতা ও কাপুরুষতা প্রদর্শন করা যাবেনা। বরং বীরের মতো দৃঢ়তার সাথে লড়ে যেতে হবে।

নির্ভীকতা ও বীরত্ব

٤١١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْسَنَ النَّاسِ
وَاَشْجَعَ النَّاسِ وَاَجْوَدَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ
النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَهُمْ عَلٰى فَرَسٍ - (بخارى)

(৪১১) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলে খোদা (স) ছিলেন সর্বাপেক্ষা সুন্দর, সাহসী ও দানশীল ব্যক্তি। একবার মদীনাবাসী

(ইয়াহুদীদের আক্রমণের ভয়ে) ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন তিনি ঘোড়ায় চড়ে সবার আগে মদীনার চারদিকে চক্কর দিয়ে আসেন। - বুখারী

٤١٢ - عَنْ أَنَسٍ (رض) ابْنِ مَالِكٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ
وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ
وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - (بخاری)

(৪১২) আনাস থেকে বর্ণিত। রাসূলে খোদা (স) সব সময় দোয়া করতেনঃ হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা ও প্রৌঢ়তা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আমি আরো আশ্রয় চাই জীবিত অবস্থা ও মৃত্যুকালীন ফিতনা থেকে আর আশ্রয় চাই কবর আযাব থেকে। - বুখারী

অন্য একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় নবী করীম (স) প্রত্যেক নামাযের পরে এ দোয়া করতেন। - বুখারী

শত্রুভীতির দোয়া

٤١٣ - عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ
مِنْ شُرُوْرِهِمْ - (ابو داؤد)

(৪১৩) আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। লোকেরা শত্রু ভয়ে ভীত হলে নবী করীম (স) দোয়া করতেনঃ হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের (শত্রুদের) গর্দানে স্থাপন করছি এবং তাদের দুষ্কৃতি থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। - আবু দাউদ

শত্রুদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তির মর্যাদা

٤١٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ مَنْ يَأْتِيْنِيْ بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا
ثُمَّ قَالَ مَنْ يَأْتِيْنِيْ بِخَبَرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ
الزُّبَيْرُ - (بخاری)

(৪১৪) (শহীদ) আবদুল্লাহর পুত্র জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ খন্দকের যুদ্ধের দিন নবী (স) জিজ্ঞেস করলেনঃ কে আমাকে শত্রু

শিবিরের সংবাদ এনে দিতে পারবে? যুবায়ের বললেনঃ আমি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেনঃ কে আমাকে শত্রু শিবিরের সংবাদ এনে দিতে পারবে? যুবায়ের বললেনঃ আমি। নবী করীম (স) বললেনঃ প্রত্যেক নবীরই একজন সাহায্যকারী থাকে আর আমার সাহায্যকারী হচ্ছে যুবায়ের। - বুখারী

জরুরী অবস্থায় আন্দোলনের নেতাকে পাহারা দান

٤١٥ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهِرَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ قَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِّنْ اَصْحَابِىْ يَحْرُسُنِى اللَّيْلَةَ اِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلَاحٍ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قَالَ اَنَا سَعْدُ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ جِئْتُ لِاَحْرُسَكَ وَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (بخارى)

(৪১৫) আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রবীয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছিঃ নবী করীম (স) নিদ্রাহীন রাত কাটানোর পর মদীনায় উপনীত হয়ে বললেনঃ আজ রাতে আমার সাথীদের কোনো সৎ ব্যক্তি যদি আমাকে পাহারা দান করতো, তবে কতই না ভালো হতো। তখন হঠাৎ আমরা অস্ত্রের ঝংকার শুনতে পেলাম। নবী করীম (স) জিজ্ঞেস করলেনঃ এ কে? সে বললোঃ আমি সাআদ ইবনে আবু ওয়াককাস। আজ রাতে আপনাকে পাহারা দিতে এসেছি। অতঃপর নবী করীম (স) ঘুমিয়ে পড়লেন। - বুখারী

নারীদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

٤١٦ - عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا نَغْزُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِى الْمَاءَ وَنُدَاوِى الْجَرْحٰى وَنَرُدُّ الْقَتْلٰى - (بخارى)

(৪১৬) মুয়াব্বেযের কন্যা রুবাঈ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (স) এর সংগে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতাম। আমরা মুজাহিদদের পানি পান করাতাম, আহতদের সেবাযত্ন করাতাম এবং নিহতদের (মদীনায়) ফেরত পাঠাতাম। - বুখারী

মুজাহিদদের সম্বর্ধনা প্রদান

٤١٧- عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدٍ (رض) قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ تَلَقَّاهُ النَّاسُ فَلَقِيْتُهُ مَعَ الصِّبْيَانِ عَلٰى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ - (ابو داؤد)

(৪১৭) সায়েব ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলে খোদা (স) যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন লোকেরা গিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করছিলো। আমি শিশু-কিশোরদের সাথে 'সানিয়াতুল বিদায়' গিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছি। - আবু দাউদ

জিহাদ থেকে বিরত থাকা মুনাফেকী

٤١٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ - (مسلم)

(৪১৮) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো অথচ যুদ্ধ-জিহাদ করেনি এবং যুদ্ধ-জিহাদ করার সংকল্পও করেনি, সে মুনাফিকীর একটি অংশের (স্বভাবের) উপর মৃত্যুবরণ করলো। - মুসলিম

শাহাদতের মর্যাদা

٤١٩- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيْدُ يَتَمَنّٰى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ - (متفق عليه)

(৪১৯) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ জান্নাতে প্রবেশ করার পর কোনো মানুষই দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবেনা। কিন্তু শহীদরা কামনা করবে দুনিয়াতে ফিরে আসতে। দুনিয়াতে ফিরে এসে তারা দশবার শহীদ হতে চাইবে। কারণ তারা শাহাদাতের বিরাট মর্যাদা দেখতে পাবে। - বুখারী, মুসলিম

٤٢٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَغْفِرُ اللّٰهُ لِلشَّهِيْدِ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ - (مسلم)

(৪২০) আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস থেকে বর্ণিত। রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তায়ালা ঋণ ব্যতীত শহীদের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেবেন।

ব্যাখ্যাঃ ঋণ হচ্ছে বান্দাহর হক। আর বান্দাহর হক আল্লাহ্ মাফ করেননা। কারণ তাতে অপর বান্দাহর প্রতি যুলুম হয়।

٤٢١- عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِىْ فَصَعِدَا بِى الشَّجَرَةَ فَاَدْخَلَانِىْ دَارًا هِىَ اَحْسَنُ وَاَفْضَلُ لَمْ اَرَ قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهَا قَالَا اِمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ - (بخارى)

(৪২১) সামুরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী করীম (স) বলেছেনঃ আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম দু'জন লোক আমার কাছে এলো। তারা আমাকে নিয়ে গাছে উঠলো। অতঃপর তারা আমাকে এমন একটি সুন্দর ও উত্তম ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিলো যার চাইতে সুন্দরতম ঘর আমি আর কখনো দেখিনি। অতঃপর তারা উভয়ে আমাকে বললোঃ এ ঘর হচ্ছে শহীদদের ঘর। - বুখারী

٤٢٢- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِىَ اُمُّ حَارِثَةَ ابْنِ سُرَاقَةَ اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَا تُحَدِّثُنِىْ عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ فَاِنْ كَانَ فِى الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَاِنْ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ اِجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِى الْبُكَاءِ فَقَالَ يَا اُمَّ حَارِثَةَ اِنَّهَا جِنَانٌ فِى الْجَنَّةِ وَاِنَّ ابْنَكِ اَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْاَعْلٰى - (بخارى)

(৪২২) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। হারেছা ইবনে সুরাকার মা বারাআর কন্যা উম্মে রবী নবী করীম (স) এর নিকট এসে বললোঃ ওগো আল্লাহর রাসূল! হারেছা সম্পর্কে কিছু বলুন। বদর যুদ্ধে সে নিহত হয়েছে সে যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তবে ধৈর্য ধারণ করবো। অন্যথায় তার জন্যে আমি কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাবো। নবী করীম (স) বললেনঃ হে হারেছার মা! বেহেশতে বহুসংখ্যক বাগান আছে। আর তোমার সন্তান ফেরদাউস নামক সর্বোচ্চ জান্নাত লাভ করেছে। - বুখারী

٤٢٣- عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ تَعَالٰى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهٖ - (مسلم)

(৪২৩) সহল ইবনে হানীফ থেকে বর্ণিত। রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহর নিকট "শাহাদাত" প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন। যদি সে ঘরে তার বিছানায়ও মৃত্যুবরণ করে। -(মুসলিম) একই অর্থের হাদীস হযরত আনাসও রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন।

শিক্ষাঃ এ হাদীস থেকে জানা গেলো, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে শাহাদাত কামনা করলো; কিন্তু শাহাদাত লাভের সে সুযোগ তার জীবনে এলোনা। তবে সে যেভাবেই মৃত্যুবরণ করুক না কেনো সে সত্যিকারের ঈমানদার হলে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে।

٤٢٤- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانَهُ فَمَنْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-

(৪২৪) আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে নবী করীম (স) এর নিকট আরয করলোঃ কেউ যুদ্ধ করে গণীমত লাভের জন্যে, কেউ যুদ্ধ করে খ্যাতি লাভের জন্যে আবার কেউ যুদ্ধে অংশ নেয় বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যে। এদের মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদকারী কে? তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে বিজয়ী ও সমুন্নত করার জন্যে লড়াই করে (সেই আল্লাহর পথের মুজাহিদ)। - বুখারী

ব্যাখ্যাঃ হাদীসটি অত্যন্ত মূল্যবান হাদীস। বস্তুত, যে কেউ ইসলামী আন্দোলনে ইসলামকে বিজয়ী করার সংগ্রাম ও লড়াই-এ শরীক হলেই সে আল্লাহর পথের মুজাহিদ হয়না। কে আল্লাহর পথের মুজাহিদ আর কে নয় তা নির্ভর করবে পুরোপুরিভাবে তার নিয়তের উপরে। কেউ যদি আল্লাহর বাণীকে বিজয়ী ও সমুন্নত করার নিয়ত ছাড়া অন্য কোনো নিয়তে ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রামে শরীক হয়ে নিহতও হয় তবু সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবেনা।

আল্লাহর পথে আহত হবার মর্যাদা

٤٢٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا يُكْلَمُ اَحَدٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُّكْلَمُ فِىْ سَبِيْلِهٖ اِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ- (بخارى)

(৪২৫) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ যার মুষ্টিতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার কসম খেয়ে বলছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে আঘাত প্রাপ্ত হবে, কিয়ামতের দিন তাকে তাজা রক্তে রঞ্জিত অবস্থায় উঠানো হবে আর তা থেকে মিশকের সৌরভ বেরুতে থাকবে। - বুখারী

ব্যাখ্যাঃ যারা আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করেন কিংবা আঘাত প্রাপ্ত হন তাদেরকে কিয়ামতের দিন তাজা রক্তাক্ত দেহে উঠানো হবে। মনে হবে যেনো তিনি এই মাত্র আঘাত প্রাপ্ত হয়েছেন। তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। তার রক্ত থেকে মনমুগ্ধকর সৌরভ বেরুতে থাকবে। তার তাজা রক্ত ও রক্তাক্ত পোষাক সাক্ষ্য দেবে যে, এই ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে জিহাদ করে শহীদ হয়েছে কিংবা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। শহীদদেরকে রক্তাক্ত দেহেই কবর দিতে হয়।

٤٢٦ـ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ فِىْ بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ اِصْبَعُهُ فَقَالَ

هَلْ اَنْتِ اِلَّا اِصْبَعٌ دَمِيْتِ

وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ لَقِيْتِ

(৪২৬) জুনদুব ইবনে সুফিয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ কোনো একটি যুদ্ধে রাসূলে খোদা (স) এর একটি আংগুল আঘাতে রক্তরঞ্জিত হলে তিনি আবৃত্তি করেনঃ

রক্ত রঞ্জিত আংগুল তুমি শান্ত ধীর
খোদার পথে লড়েছিলে তুমি রণবীর!

- বুখারী

আল্লাহর ভয়ে অশ্রুপাত করা

٤٢٧ـ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ لِىَ النَّبِىُّ (ص) اِقْرَأْ عَلَىَّ الْقُرْاٰنَ. قُلْتُ: اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ؟ قَالَ اِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِىْ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى جِئْتُ اِلٰى هٰذِهِ الْاٰيَةِ "فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا" قَالَ حَسْبُكَ الْاٰنَ فَالْتَفَتُّ اِلَيْهِ فَاِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. (بخارى، مسلم)

(৪২৭) আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলে খোদা (স) একবার আমাকে বললেনঃ "আমাকে কুরআন তেলাওয়াত করে

শুনাও। আমি বিস্মিত হয়ে আরয করলামঃ ওগো আল্লাহর রাসূল! কুরআন তো আপনারই উপর অবতীর্ণ হয়েছে, আমি কি আপনাকে কুরআন শুনানোর উপযুক্ত! তিনি বললেনঃ আমি অপরের কণ্ঠে কুরআন শুনতে ভালবাসি। অতঃপর আমি তাঁকে সূরা নিসা তেলাওয়াত করে শুনাতে শুরু করলাম। আমি যখন এ আয়াতে এসে পৌঁছলামঃ হে মুহাম্মদ! ভেবে দেখো, আমি যখন প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী হাযির করবো আর এগুলো সম্পর্কে তোমাকে সাক্ষ্য হিসেবে পেশ করবো, তখন এদের কি অবস্থাটা হবে?" তখন তিনি বললেনঃ থামো। আমি থেমে তাঁর প্রতি তাকিয়ে দেখি তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। - বুখারী, মুসলীম

٤٢٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتّٰى يَعُوْدَ
اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ دُخَانُ
جَهَنَّمَ (رواه الترمذى)

(৪২৮) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে অশ্রুপাত করেছে তার জাহান্নামে প্রবেশ করা তেমনি অসম্ভব যেমন অসম্ভব দোহন করা দুধকে পলানে প্রবেশ করানো। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তাঁর পথে জিহাদ করেছে সে ব্যক্তি আর জাহান্নামের ধোঁয়া একত্র হবেনা। - তিরমিযী

٤٢٩ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَبْعَةٌ يُّظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ : اِمَامٌ عَادِلٌ،
وَشَابٌّ نَشَاَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى - وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ
وَرَجُلَانِ تَحَبَّا فِى اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَ
رَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَاَةٌ ذَاتُ نَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ
اللّٰهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ
شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ
عَيْنَاهُ - (متفق عليه)

(৪২৯) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবেনা সেদিন আল্লাহ্ তায়ালা নিম্নোক্ত সাত ব্যক্তিকে ছায়া দান করবেনঃ

১. ন্যায়পরায়ন নেতা,

২. ঐ যুবক যে আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের জীবন-যাপন করে বড় হয়েছে,

৩. ঐ ব্যক্তি যার অন্তর ঝুলে আছে মসজিদের সাথে,

৪. ঐ দুই ব্যক্তি যারা একে অপরকে আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে ভালবাসে, এ উদ্দেশ্যে তারা একত্র হয় আর এ উদ্দেশ্যে তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়,

৫. ঐ ব্যক্তি যাকে কোনো পরম সুন্দরী উচ্চ বংশীয় যুবতী (যৌন কার্যে) আহবান জানালে সে বলেঃ আমি আল্লাহকে ভয় করি,

৬. ঐ ব্যক্তি যে এমন গোপনে আল্লাহর পথে ব্যয় করে, যে তার ডান হাত কি ব্যয় করে তার বাম হাত পর্যন্ত জানেনা,

৭. আর ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর কথা স্মরণ করে অশ্রুপাত করে। - বুখারী, মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন

হাদীসটিতে প্রকৃত ঈমানদার ও পরহেযগার লোকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবীদার প্রত্যেককেই এসব গুণাবলী অর্জন করা উচিত।

٤٣٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ (رض) قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّيْ وَلِجَوْفِهٖ اَزِيْزٌ كَاَزِيْزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ - (ابو داؤد)

(৪৩০) আবদুল্লাহ শাখাইয়ার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি একবার রাসূলে খোদার নিকট এসে দেখি তিনি নামায পড়ছেন আর তাঁর বুকের ভিতর থেকে ডেকচির শব্দের মত কান্না ভেসে আসছে। - আবু দাউদ, শামায়েলে তিরমিযী, রিয়াদুস সালেহীন

٤٣١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لِعُمَرَ رض بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْطَلِقْ بِنَا اِلٰى اُمِّ اَيْمَنَ رض نَزُوْرُهَا كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُوْرُهَا فَلَمَّا اِنْتَهَيَا اِلَيْهَا بَكَتْ فَقَالَا لَهَا مَا يُبْكِيْكِ؟ اَمَا تَعْلَمِيْنَ اَنَّ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اِنِّيْ لَا اَبْكِيْ اَنِّيْ لَاَعْلَمُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلٰكِنِّيْ اَبْكِيْ اَنَّ الْوَحْيَ قَدْ اِنْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا - (رواه مسلم)

(৪৩১) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একবার আবু বকর (রা) উমার (রা)-কে বললেনঃ চলো আমরা গিয়ে উম্মে আয়মনকে দেখে আসি যেমন করে রাসূলে খোদা (স) মাঝে মাঝে তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন। অতঃপর তাঁরা গিয়ে তাঁর নিকট পৌছুলে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁরা বললেনঃ আপনি কেন কাঁদছেন? আপনি কি জানেন না আল্লাহ্ তায়ালার নিকট রাসূলে খোদার জন্যে উত্তম পুরস্কার রয়েছে? তিনি বললেনঃ না আমি না, আমি সে জন্যে কাঁদছিনে। আমি জানি তাঁর জন্যে আল্লাহর নিকট উত্তম পুরস্কার রয়েছে। আমি তো কাঁদছি এ জন্যে যে, আসমান থেকে অহীর ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়ে গেছে। তাঁর কথায় তাঁদের হৃদয় নড়ে উঠলো। তাঁরাও তাঁর সাথে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। - মুসলিম

٤٣٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ قِيْلَ لَهُ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ: مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ (رض) اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيْقٌ اِذَا قَرَأَ الْقُرْاٰنَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ فَقَالَ مُرُوْهُ فَلْيُصَلِّ.

(৪৩২) আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন রাসূলে খোদা (স) এর অসুখ কঠিন হয়ে পড়লো, তখন তাঁকে নামায পড়াতে আসতে বলা হলে তিনি বললেনঃ আবু বকরকে আদেশ করো সে যেনো লোকদের নামায পড়ায়। এতে করে আয়েশা বললেনঃ আবু বকর খুবই নরম হৃদয়ের মানুষ তিনি কুরআন পড়তে গেলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়বেন। কিন্তু নবী করীম (স) পুনরায় বললেনঃ তাকে আদেশ করো সে যেনো নামায পড়ায়। - বুখারী, মুসলিম

দ্বীনী ভায়ের সাথে অন্যায় আচরণের জন্য অনুতপ্ত হওয়া

٤٣٣- عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ اٰخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهٖ حَتّٰى اَبْدٰى عَنْ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ فَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّىْ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اِبْنِ الْخَطَّابِ شَيْئٌ فَاَسْرَعْتُ اِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ فَسَاَلْتُهُ اَنْ يَّغْفِرَ لِىْ فَاَبٰى عَلَىَّ ذٰالِكَ فَاَقْبَلْتُ اِلَيْكَ فَقَالَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكَ يَا اَبَا بَكْرٍ ثَلَاثًا ثُمَّ اِنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَاَتٰى مَنْزِلَ اَبِىْ بَكْرٍ فَسَاَلَ اَثَمَّ اَبُوْ بَكْرٍ قَالُوْا لَا فَاَتٰى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ حَتّٰى أَشْفَقَ أَبُوْ بَكْرٍ فَجَثَا عَلٰى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمُ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ بَعَثَنِيْ إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ صَدَقَ وَوَاسَانِيْ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوْا لِيْ صَاحِبِيْ مَرَّتَيْنِ فَمَا أُوْذِيَ بَعْدَهَا ـ (بخارى)

(৪৩৩) আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদিন আমি নবী করীম (স) এর নিকট বসা ছিলাম। হঠাৎ আবু বকর তাঁর পরিধেয় এমনভাবে উপরের দিকে ধরে দ্রুত আগমন করছিলেন যে, তাঁর হাটু পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। তাঁকে দেখে নবী করীম (স) বললেনঃ তোমাদের সাথীটি এ মাত্র ঝগড়া করে আসছে। অতঃপর আবু বকর এসে সালাম করে বললেনঃ (হে আল্লাহর রাসূল) আমার ও উমার ইবনে খাত্তাবের মধ্যে কোনো একটা বিষয়ে বসা হয় এবং আমিই প্রথমে তাকে কিছু কটু কথা বলে ফেলি। পরে আমি অনুতপ্ত হয়ে তার নিকট ক্ষমা চাইলে তিনি আমাকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করেন। তাই আমি আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। শুনে তিনি তিনবার বললেনঃ হে আবু বকর আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন।

অপরদিকে উমার (স্বয় বাড়াবাড়ির জন্যে) অনুতপ্ত হয়ে আবু বকর-এর বাড়ীর দিকে দৌড়ান। গিয়ে জিজ্ঞেস করেনঃ আবু বকর আছেন কি? লোকেরা বললোঃ না তিনি নেই। অতঃপর উমার নবী করীম (স) এর নিকট এসে উপস্থিত হন। উমারকে দেখে নবী করীম (স) এর মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে থাকলো। এতে আবুবকর ভয়ে নতজানু হয়ে আরয করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম আমিই অধিকতর অন্যায় আচরণকারী ছিলাম। এ কথাটি তিনি দু'বার বললেন। তখন রাসূলে (স) বললেনঃ এটাতো নিশ্চিত যে, আল্লাহ তায়ালা যখন আমাকে নবী মনোনীত করে তোমাদের নিকট পাঠালেন, তখন তোমরা সবাই আমাকে মিথ্যা বলেছিলে। কিন্তু আবু বকর বলেছিলোঃ তিনি সত্যবাদী। সর্বোপরি সে নিজের জান ও মাল দিয়ে আমার সহায়তা করেছে। এমতাবস্থায় তোমরা আমার এ সঙ্গীকে ত্যাগ করে কি আমাকেই ত্যাগ করতে চাও? এ কথাটি তিনি দু'বার বললেন। এরপর আবু বকরকে আর কখনো কষ্ট দেয়া হয়নি।
- বুখারী

সামষ্টিক জীবনে পারস্পরিক সম্পর্ক

٤٣٤ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنِّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا - (بخارى)

(৪৩৪) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ তোমরা অবশ্যই ধারণা-অনুমান করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ ধারণা-অনুমান সবচাইতে মিথ্যা কথা। কারো দোষ খুঁজে বেড়াবেনা। গোয়েন্দাগিরীতে লিপ্ত হবেনা। (কেনা-বেচা ও লেন-দেনে) একে অপরকে ধোকা দেবেনা। একে অপরের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষে নিমজ্জিত হবেনা। পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হবেনা। সকলে এক আল্লাহর বান্দাহ হয়ে ভাই ভাই হয়ে থাকবে। -বুখারী

পোষাক পরিচ্ছেদ

٤٣٥ - عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَاَيْتُ بِشِمَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَمِيْنِهٖ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ يَوْمَ اُحُدٍ مَا رَاَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ - (بخارى)

(৪৩৫) সা'আদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ উহুদের যুদ্ধের দিন আমি নবী করীম (স) এর ডানে-বামে দু'জন লোক দেখেছি। তাদের পরণে ছিলো ঝকঝকে সাদা পোষাক। এদের আমি এর আগে কখনো দেখিনি আর পরেও দেখিনি। - বুখারী

ব্যাখ্যাঃ ঐ দু'ব্যক্তি ছিলেন ফেরেশতা। এ হাদীস থেকে জানা গেল- ফেরেশতারা সাদা পোষাক পরিধান করেন।

٤٣٦ - عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ اَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ - (بخارى)

(৪৩৬) আবুযর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমি নবী করীম (স) এর নিকট এসে দেখি তিনি সাদা পোষাক পরে ঘুমুচ্ছেন। - বুখারী

٤٣٧ - عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَحَبُّ الثِّيَابِ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ - (بخارى)

(৪৩৭) আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেনঃ 'হিবারা, ছিলো রাসূলে খোদা (স) এর সর্বাধিক প্রিয় পোষাক।' - বুখারী

- হিবারা ছিলো ইয়েমেনে তৈরী এক প্রকার সবুজ ডোরাযুক্ত চাদর।

٤٣٨ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ - (بخارى)

(৪৩৮) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলে খোদা (স) পুরুষদের যাফরানী রংয়ের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। - বুখারী

٤٣٩ - عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ رَاٰى عَلٰى اُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدَ حَرِيْرٍ سَيْرَاءَ - (بخارى)

(৪৩৯) আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলে খোদা (স) এর কন্যা উম্মে কুলসুমকে লাল রং-এর রেশমী চাদর পরতে দেখেছেন। - বুখারী

٤٤٠ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يَقُوْلُ نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبْعٍ نَهٰى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ اَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْحَرِيْرِ وَالْاِسْتَبْرَقِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْمِيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَالْقِسِّيِّ وَاٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَاَمَرَنَا بِسَبْعٍ بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَاِجَابَةِ الدَّاعِيْ وَاِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ - (بخارى)

(৪৪০) বারাআ ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী করীম (স) আমাদেরকে সাতটি জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। সেগুলো হলোঃ ১) সোনার আংটি ২) মোটা রেশম ৩) মিহি রেশম ৪) সূক্ষ্ম রেশম ৫) লাল রং এর রেশমী কাপড়ের আসন ৬) ক্বাসসী কাপড় (রেশমযুক্ত ডোরাদার কাপড়) ৭) রৌপ্য পাত্র।

তিনি আমাদেরকে সাতটি কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেগুলি হলোঃ ১) রোগীর সেবা ২) জানাযার পিছে চলা ৩) হাচীদানকারীর জবাব দেয়া ৪) সালামের জবাব দেয়া ৫) দাওয়াত গ্রহণ করা ৬) কসম পূর্ণ করা এবং ৭) মযলুমের সাহায্য করা। - বুখারী

٤٤١ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فَفِي النَّارِ - (بخارى)

(৪৪১) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি টাখনু (গীরার) নীচে কাপড় পরবে, সে দোযখে যাবে। - বুখারী

٤٤٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِيْ يَسْتَرْخِيْ إِلَّا اَنْ اَتَعَاهَدَ ذٰلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ- (بخارى)

(৪৪২) আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অহংকারের বশে পরিধানের কাপড় টাখনু (গীরার) নীচে ঝুলিয়ে চলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেননা। (এ কথা শুনে) আবু বকর সিদ্দিক (রা) আরয করলেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পরিধেয় বস্ত্রের একদিক তো ঝুলে পড়ে যদি আমি সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য না রাখি। তখন নবী করীম (স) বললেনঃ তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও, যারা অহংকারবশতঃ এমনটি করে। - বুখারী

ব্যাখ্যাঃ বিনা ওযরে অহংকারবশতঃ পরিধানের লুঙ্গি, পায়জামা, জুব্বা, প্যান্ট ইত্যাদি (টাখনু) গীরার নিচে ঝুলিয়ে দেয়া নিষিদ্ধ। এ বিধান পুরুষদের জন্যে, নারীদের জন্যে নয়। কোনো পুরুষের অহংকার ও ইচ্ছা ব্যতীত এমনটি হয়ে গেলে সচেতন হতেই তা উপরের দিকে উঠিয়ে নেয়া ভাল।

٤٤٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ- (بخارى)

(৪৪৩) আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে খোদা (স) ঐ সব পুরুষের উপর অভিসম্পাত করেছেন যারা নারীদের বেশ ধারণ করে আর নারীকেও অভিশাপ দিয়েছেন যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে। - বুখারী

ব্যাখ্যাঃ পুরুষ নারীর বেশ এবং নারী পুরুষের বেশ ধারণ করা ইসলামে হারাম।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সমাপ্ত

মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিমের

একটি গুরুত্বপূর্ণ বই

**আল কুরআন
আত তাফসীর**

- বাংলা ভাষায় কুরআন সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান লাভের সহজ উপায়
- তাফসীর ও উসূলে তাফসীর সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য আলোচনা এবং
- আল কুরআনের বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ একটি অনন্য বই

***আল কুরআন সম্পর্কে উৎসুক
প্রত্যেকের হাতেই
এর একটি কপি থাকা উচিত।***

আমাদের প্রকাশিত কিছু হাদীসগ্রন্থ

- **সহীহ্ আল বুখারী** (১-৬ খণ্ড)
  - আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী র.
- **সুনান ইবনে মাজা** (১-৪ খণ্ড)
  - আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা র.
- **শারহু মাআনিল আছার** [তাহাবী শরীফ] (১-২ খণ্ড)
  - ইমাম আবু জাফর আহ্মদ আত তাহাবী র.
- **মেশকাতুল মাসাবীহ** (১-৫ খণ্ড)
  - আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ র.
- **রাহে আমল** (১-২ খণ্ড)
  - আল্লামা জলীল আহ্সান নদভী র.